উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

রোহিণীর নিশানায় তেজস্বী » ৭

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ

এনুমারেশন ফর্ম বিলি রবিবারের মধ্যেই শেষ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জেলা শাসক এবং বিএলও-দের জানিয়ে দিয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	৩০°	১৭°	৩০°	১৭°	৩০°	১৬°

হাসিনা মামলার রায় আজ » ৭

৩০ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 178

বিজেপির দুর্গে ‘বিদ্রোহের’ দামামা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৬ নভেম্বর : মালদার মাটিতে পদ্ম চাষের জমি উর্বর করতে শনিবারই নেতা-কর্মীদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সুনীল বনসল, সুকান্ত মজুমদারদের উপস্থিতিতে সেই বৈঠকের পরের দিনই বিজেপির দুর্গে ‘বিদ্রোহের’ দামামা বেজে গেল। রবিবার সকালে পুরাতন মালদায় নিতাই মণ্ডলকে সামনে রেখে সাহাপুরে কাদিরপুর বাইপাসে সভা করলেন গেরুয়া শিবিরের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা নিতাই বিজেপির দাপুটে নেতা বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তবে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করে

পুরাতন মালদায় বিক্ষুব্ধদের সভা

বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও তাতে দমানো যায়নি নিতাইকে। এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিতাইয়ের ঘোষণা, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হচ্ছেন। আর এতেই অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির। তবে নিতাই ও তাঁর অনুগামীদের পাত্তা দিতে নারাজ সুকান্ত। সুকান্তের সোজা জবাব, ‘ওঁকে আগেই বহিষ্কার করা হয়েছে।’ নিতাই মণ্ডলের এই কর্মীসভায় শুধু বিজেপির বিক্ষুব্ধদেরই দেখা গিয়েছে তা নয়, সভায় কংগ্রেসের সক্রিয় পঞ্চায়েত সদস্যদের স্বামীদেরও দেখা গিয়েছে। সাহাপুর পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য সেবিনা খাতুনের স্বামী আবদুল সালামকে দেখা যায় নিতাইয়ের সভায়। এবিষয়ে সেবিনা মন্তব্য করতে না চাইলেও আবদুল সালাম বলেন, ‘আমরা নিতাই মণ্ডলের পাশে আছি।’ মালদা জেলা কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার স্বীকার করে নেন, *এরপর দশের পাতায়*

দুইদিন আগে রেফারেল নেওয়া উচিত কি না বোঝাতে টেম্বা বাভুমাকে বামন বলেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। স্টাম্প মাইকে যা ধরা পড়ার পর বিতর্ক তৈরি হয়। রবিবার বাভুমা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উচ্চতা। ভারতের হারের পর বাভুমাকে জড়িয়ে ধরে যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন বুমরাহ।

কোর্টের দরজায় প্রশান্ত

ব্যবসায়ী খুনে প্রধান অভিযুক্ত বিডিও নিয়মিত অফিস করছেন, জনসমক্ষে ঘুরেও বেড়াচ্ছেন। অথচ প্রশান্তকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি পুলিশ।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও এবার আগাম জামিনের আবেদন করলেন সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বারাসত আদালতের জেলা বিচারক শান্তনু ঝাঁ-এর এজলাসে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত। ২৬ নভেম্বর আবেদনের শুনানি হবে। ওইদিন এজলাসের ৩১ নম্বরে রয়েছে প্রশান্তর আবেদন। আর সেই আবেদন ঘিরেই তদন্তের গতিপথ নিয়ে উঠেছে গভীর প্রশ্ন।

অপহরণ করে খুনের ঘটনায় স্বপনের পরিবারের পক্ষ থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাতে একমাত্র প্রশান্তর নাম আছে। পুলিশ বলছে তিনি প্রধান

অভিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রধান অভিযুক্ত পলাতক নন। তিনি নিয়মিত নীলবাতির গাড়ি নিয়ে অফিস করছেন; জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ তদন্ত করে অভিযোগপত্রে নাম নেই এমন ব্যক্তিদেরও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। অথচ মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না। গ্রেপ্তার তো দূরের কথা এখনও প্রশান্তকে জিজ্ঞাসাবাদও করেননি তদন্তকারীরা। ফলে তদন্তকারীদের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের কথায়, ‘অপহরণ করে খুনের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিডিও’র গ্রেপ্তারিতে আইনে কোথাও কোনও বাধা নেই। পুলিশ তদন্ত করে অন্য অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতে পারলেও, কেন হাতের সামনে থাকা প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না। সব দেখেশুনে বলাই যায়, তদন্ত সঠিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে না।’

প্রশান্তর নানা কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে। দু’বার তাঁর বদলির আদেশ রদ হয়ে গিয়েছে। তিনি যে যথেষ্ট প্রভাবশালী সেকথা সাধারণ মানুষও খুব ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

ইন্টারভিউয়ে ‘দাগি’রাও

কাঠগড়ায় এসএসসি, অস্বচ্ছতা বহু

নয়নিকা নিয়োগী ও দীপঙ্কর মিত্র

কলকাতা ও রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : দাগি ঘোষিত শিক্ষকও এসএসসি’র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে ডাক পেলেন। শিক্ষকের নাম নীতীশরঞ্জন বর্মন। দাগি তালিকায় ১৮ নম্বর পাতায় ৯৫৮ ক্রমিক নম্বরে তাঁর নাম। ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ৪২৬ নম্বর পাতার ১৪ ক্রমিক নম্বরেও রায়গঞ্জের দেবীনগরের ওই বাসিন্দার নাম জ্বলজ্বল করছে। তিনি কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাহেবঘাটা এনএন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকুলেশ তরফদারও মানছেন, দাগি তালিকায় নাম আছে নীতীশের।

প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘জেনারেল ভ্যাকেন্সিতে উনি আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। দাগি শিক্ষকের তালিকায় নাম থাকায় ওঁর বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলেও আসেন না। তবে নীতীশ আজ আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম বলে আদালত তাঁকে এসএসসি’র পরীক্ষায় বসার বিশেষ ছাড় দিয়েছে।’ নীতীশের বাবা কেশব বর্মনও মানছেন, ‘দাগি তালিকায় আমার ছেলের নাম থাকায় বেতন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পর ও ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছে।’

শুধু রায়গঞ্জের নীতীশকে ডাক নয়, এসএসসি’র ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার হাজারো অভিযোগ এখন রাজ্যজুড়ে। স্বচ্ছতা আনার জন্য দাগিদের বাদ দিয়ে আদালত পরীক্ষা দিতে বললেও ‘অযোগ্য’রা কীভাবে সুযোগ পেয়ে গেলেন, তা নিয়ে বহু প্রশ্ন। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক পদে ইন্টারভিউয়ের প্যানেলে রায়গঞ্জের নীতীশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদার দেবলীনা মণ্ডলের নাম আছে, যিনিও এসএসসি প্রকাশিত ‘অযোগ্য’ শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও তরুণজ্যোতি তিওয়ারি রবিবার এই সংক্রান্ত একাধিক নথি সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে এসএসসি’র স্বচ্ছতাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, অভিযোগগুলি সত্যি প্রমাণিত হলে ফের পরীক্ষা প্রক্রিয়া মামলায় জড়িয়ে যেতে পারে।

ঘোর অনিয়ম

- উত্তরবঙ্গের দুজন ‘দাগি’ ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন
- বেতন বন্ধ বলে স্কুলে যান না রায়গঞ্জের নীতীশরঞ্জন বর্মন
- ইন্টারভিউ প্যানেলে ৪২৬ নম্বর পাতায় ১৪ নম্বরে তাঁর নাম
- দাগি তালিকাভুক্ত মালদার দেবলীনা মণ্ডলও ডাক পেয়েছেন
- নিয়ম ভেঙে ডাকের তালিকায় ঈশিতা চক্রবর্তী সহ অনেকে

আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি মালদা জেলার শংঘাট গ্রামের ‘অযোগ্য’ প্রার্থী দেবলীনা মণ্ডলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন, যাঁর নাম এসএসসি প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় আছে। প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ঈশিতা চক্রবর্তী নামে এরকম আরেকজন শিক্ষকের নামও।

তরুণজ্যোতির প্রশ্ন, ২০২১-’২২ শিক্ষাবর্ষে বিএড পাশ করার পর কীভাবে পাঁচ বছরের যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেতে পারেন দেবলীনা? এত অভিযোগ উঠলেও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এসএসসি’র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শুধু ‘ফ্যাক্ট চেক করুন’ বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

শুধু দাগি তকমাধারীদের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া নয়, ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেনের অনৈতিক অভিযোগও উঠছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার একটি ভিডিও-অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), যেখানে এক মহিলা কণ্ঠকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইন্টারভিউয়ের জন্য তিনি ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন। বাকিটা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেলে দেবেন।

ফোনের ওপারের কণ্ঠস্বরে ও ছবিতে বড়এঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে দেখা গিয়েছে, যিনি ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, এই কথোপকথন ১৬ নভেম্বরের। জেলের মধ্যে বসেও এসএসসি’র ইন্টারভিউ পাইয়ে দিতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন জীবনকৃষ্ণ। এব্যাপারে তিনি ইডি’র কাছে তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু।

ইন্টারভিউয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নতুন করে হতাশা তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। ফলে তাঁদের চাকরি টিকিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। ৪৭ শতাংশের বেশি নতুন কর্মপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ের

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অন্ধকার ভবিষ্যতের গান গাইছেন যোগ্যরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনের বাতাস এখন ভারী। বাতাস নয়, যেন এক জমাট হতাশার বিষাক্ত গ্যাস। হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক, যাঁরা দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মেধার জোরে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন, আজ তাঁরা সর্বহারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও তাঁদের চাকরি নিশ্চিত নয়। এসএসসি’র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্যানেল নিয়ে নতুন করে যেসব ভয়ানক তথ্য সামনে আসছে, তাতে ফের মামলা হওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আদালতের নির্দেশিকার পরেও প্যানেলে অযোগ্যদের নাম জ্বলজ্বল করার ঘটনা প্রমাণ করে বেআইনি কারবারের শেকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

যোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যাটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি বহু পরিবারের রুজিরোজগার, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের মৃত্যুঘণ্টা। রাজ্যের শাসকদল ও তাদের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির জাঁতাকলে পিষে গিয়েছেন সেইসব যোগ্যরা, যাঁদের কোনও দোষ ছিল না। চাকরি হারানোর তীব্র মানসিক চাপ আর দুশ্চিন্তার ভারে যাঁরা অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কোনও শোকমিছিল নেই, শুধু আন্দোলনকারী সহকর্মীদের চাপা কান্না আর একটা নিদারুণ প্রশ্ন— দোষী ও নির্দোষকে এক পাল্লায় মাপা হল কেন?

দুর্নীতি এখানেই থেমে নেই। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যও এখন আদালতের দরজায় ঝুলে আছে।

এরপর দশের পাতায়

চেয়ারম্যান বদলে তৃণমূলে অস্থিরতা

ডালখোলায় ডামাডোল, কালিয়াগঞ্জে শঙ্কা

বরুণকুমার মজুমদার ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

ডালখোলা ও কালিয়াগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা ও কালিয়াগঞ্জ- দুই পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগকে ঘিরে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। দলীয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কাউন্সিলারদের ক্ষোভ ও বিদ্রোহ-আশঙ্কায় দুই শহরেই চাপ বাড়ছে শাসকদলের ওপর।

ডালখোলায় নতুন চেয়ারম্যান পদে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজনা দাসের নাম ঘোষণা হতেই তাঁকে ‘অযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে ১১ জন কাউন্সিলার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে পুরো প্রক্রিয়া ঘিরে জট তৈরি হয়। জট খোলার উদ্দেশ্যে গত মঙ্গলবার দলের জেলা সভাপতি কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর রবিবার ১৬ জন কাউন্সিলারকে নিয়ে বিধায়ক গৌতম পাল ফের দুই দফায় বৈঠক করলেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি বিকি দত্ত। বিধায়ক পৃথকভাবে সকল কাউন্সিলারের বক্তব্য শোনেন। পরে তিনি তাঁদের দলের সিদ্ধান্ত জানান। তবে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি গৌতম পাল।

৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে বলেন, ‘দলেরই এক নেতার ইশারায় একজন নতুন অদক্ষ মহিলা কাউন্সিলারকে চেয়ারম্যান করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ১১ জন এর বিরোধিতা করছি। পুরোনো ও অভিজ্ঞ কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেওয়া হোক, আমরা এই দাবি জানিয়েছি শীর্ষ নেতৃত্বকে।’

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলাররা বিধায়ককে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সুজনা দাসের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে যে ১০ জন কাউন্সিলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই অভিজ্ঞ কাউকে চেয়ারম্যান করা হোক। এই দাবি না মানলে ১৮ নভেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচনে দলের হুইপকে চ্যালেঞ্জ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

কাটেনি জট

- ডালখোলায় চেয়ারম্যান পদে সুজনা দাসের নাম ঘোষণা হতেই তাঁকে ‘অযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে ১১ কাউন্সিলারের বিদ্রোহ
- রবিবার ১৬ জন কাউন্সিলারকে নিয়ে বিধায়ক গৌতম পাল ফের দুই দফায় বৈঠক করলেও সমাধানসূত্র বের হয়নি
- তৃণমূলের আশঙ্কা, কালিয়াগঞ্জে চেয়ারম্যান বদলের সুযোগে বিজেপি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে

শহর তৃণমূল সভাপতি বিকি দত্ত বলেন, ‘প্রত্যেক কাউন্সিলারের অভিযোগ শুনে তা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হবে। সবার কাছে দলের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে।’

বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা সুজনা দাসের মন্তব্য, ‘দল আমাকে যোগ্য ভেবেই নাম ঘোষণা করেছে। আমি যোগ্য না অযোগ্য, সময় বলবে। পদের কোনও লোভ নেই, দলের নির্দেশই আমার কাছে চূড়ান্ত।’

অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান গঠনের আগে কাউন্সিলার ভাঙানোর আশঙ্কায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে তৃণমূল। দলের আশঙ্কা, চেয়ারম্যান বদলের সুযোগে বিজেপি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সূত্রের খবর, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগে থেকেই তৃণমূল কাউন্সিলারদের ‘বজ্র আঁটুনিতে’ বাঁধার চেষ্টা চলছে। এমনকি প্রয়োজনে পুরুষ কাউন্সিলারদের হোটেলে

এরপর দশের পাতায়

ডালখোলা পুরসভা নিয়ে শাসকদলের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

এডিশন স্পেশাল

সীমান্তে ভয়, দলবেঁধে ফর্ম পূরণ

» *দুইয়ের পাতায়*

কল্যাণকে ২৪ ঘণ্টা সময়

» *দশের পাতায়*

মহিলা বিক্ষোভে মদের ঠেক ভাঙল পুলিশ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : পাড়ার মধ্যেই রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি মদের ঠেক। এক-আধটা নয়, গজিয়ে উঠেছিল একাধিক ঠেক। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বালুরঘাটের তুড়িপাড়ায়। শুক্রবার পাড়ার এক তরুণের মৃত্যুতে ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মদের ঠেকে এলাকার তরুণদের অনেকেই ভিড় করেন। এমনকি অনেকে মেয়েও মদে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। ওই সব ঠেকে গিয়ে মদ্যপান করে লিভারের বারোটা বেজে গিয়েছে অনেকেই। এমনতি গত এক বছরে এলাকার ১০ জনের মৃত্যুর পিছনেও অত্যধিক মদ্যপানকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী। রবিবার সকালে সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটে। এলাকার মহিলারা মদের ঠেক বন্ধের দাবি আন্দোলন শুরু করেন। সেই খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে মদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। তবে প্রশ্ন উঠছে, এতদিন শহরের মধ্যে কীভাবে অবৈধ মদের ঠেকগুলি চলছিল? বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস অবশ্য এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রাহুল সিং নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। সেসময়ে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মৃতের পরিজন। কিন্তু বাড়ির ছেলের মৃত্যুর জন্য যে চোলাই দায়ী, শেষে তা মেনে নিয়ে আত্মীয়রা রবিবার এলাকায় মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। শুধু রাহুলের পরিবারই নয়, এই অভিযানে শামিল হন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ার বহু মহিলা। তবে তাঁদের মদ বিক্রেতাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। ঘটনায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। পরে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয় কিছু ঠেক। যদিও এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা শূন্য।

পাড়ায় চোলাই মদ বিক্রি নিয়ে ক্ষোভ ছিলই এলাকায়। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মারা যান ২২ বছরের রাহুল। মৃত্যুর কারণ হিসেবে লিভার ইনফেকশনের কথা স্পষ্ট করে দেন চিকিৎসকরা। রাহুল যে নিয়মিত মদ্যপান করতেন, তা অজানা ছিল না তুড়িপাড়ার কারও। ফলে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেও, চোলাই মদের জন্য যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, বুঝতে পারেন সকলে। যে কারণে রবিবার মদের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযানে নামেন পাড়ার মহিলারা। যেসব বাড়িতে ঠেকগুলি চলছে, সেখানে পৌঁছে মদ বিক্রি বন্ধের আবেদন করেন কয়েকশো। কিন্তু সেই অনুরোধ উপেক্ষা করা তো বটেই, বরং মদ বিক্রেতারা মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। যাকে কেন্দ্র করে বচসা বাঁধে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের তরফে

এরপর দশের পাতায়

বালুরঘাটের তুড়িপাড়ায় অভিযানে পুলিশ ও আবগারি কর্মীরা।

সীমান্তে ভয়, দলবেঁধে ফর্ম পূরণ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ নভেম্বর : তখন সবে দুপুর হয়েছে। কাঁটাতারের গা ঘেঁষে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস। তার পাশে নভেম্বরের রোদে বসে চলেছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) ফর্ম পূরণ। ট্রেনের শব্দে যে কোনও কারও একটু অসুবিধা হওয়ারই কথা, তবে এদিন সেই আওয়াজ সীমান্তবাসীকে খুব একটা বিরক্ত করছিল না। কারণ সীমান্তের সকলের মাথায় এখন অন্য চিন্তা। তাঁদের চোখেমুখে অনিশ্চয়তার ছাপ। কী হবে ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছেন না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ব্লক হিলির বাসিন্দারা। ভোটার তালিকায় সংখ্যালঘুদের নাম রাখা হবে কি না, ফর্ম পূরণে ভুল না হয়, এসব ভেবে রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের।

হাঁড়িপুকুরের বাসিন্দা মহম্মদ রবিউল ইসলামের কথায়, 'সীমান্তের মানুষকে সবকিছুতেই হেনস্তা হতে হয়। ভারতীয় হলে ভয়ের কিছু নেই। তবে ফর্ম পূরণে কিছু সমস্যা হচ্ছে কি না বা নতুন তালিকায় আমাদের নাম থাকবে তো এসব ভেবে উৎকণ্ঠা হয়। সংখ্যালঘুদের নাম যেভাবে বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে। এইসব খবরে সীমান্তের মানুষ উদ্বিগ্ন।'

তিনদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা হিলি। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ১০টিরও বেশি গ্রাম রয়েছে। সব গ্রাম মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার রয়েছেন। সীমান্তবাসীর দাবি, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে থাকা একাংশ আগে ভারতে এসেছে। তবে স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরেও বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সীমান্তের কোথাও কোথাও বাংলাদেশি মানুষের বসবাসের জেরে গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন। তাই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

দুশ্চিন্তা নিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ। হিলিতে। -সংবাদচিত্র

নেপথ্য কারণ

- স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরে বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন
- সীমান্তের কোথাও কোথাও তাঁদের গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে
- অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন
- তাই এসআইআর শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে

রবিবার দুপুরে হিলির দক্ষিণপাড়া সীমান্তে কাঁটাতারের গা ঘেঁষে বসে একদল তরুণ এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে ফর্ম পূরণ করিয়ে এক বুক হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা।

হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের উজাল গ্রামের বাসিন্দা রাহেদ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতীয়। আমাদের পরিবারের নাম ২০০২-এর তালিকায় রয়েছে। তবুও কী হবে ভেবে উৎকণ্ঠায় রয়েছি। মুসলিমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছে। আমাদের গ্রামে বহু মানুষ ২০০২ সালের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।'

আবার ২০০২ সালের তালিকায় নাম রয়েছে হিন্দুমিশন গ্রামের বাসিন্দা শুটকা ওরাওঁয়ের। তখন এসআইআর হয়েছিল কি না তাঁর মনে নেই। তবে এখন এসআইআর নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে সংশয় হচ্ছে। ফর্ম পূরণ করে পরবর্তীতে নাম থাকবে কি না এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

স্টেশন উন্নয়নের শিলান্যাস

পুরাতন মালদা, ১৬ নভেম্বর : পুরাতন মালদা শহর, ব্লকের ওল্ড মালদা ও আদিনা রেলস্টেশনের উন্নয়নের কাজে অগ্রগতি। রবিবার দুই স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা ও স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের সূচনা করেন মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। দুই স্টেশনের উন্নয়নের কাজে রেলমন্ত্রকের তরফে প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দুটি রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয়রা।

অ্যাফিডেভিট

আমি, বুলবুল আগরওয়াল, পিতা: প্রমোদ কুমার আগরওয়াল, ঠিকানা: ধূপগুড়ি বাজার, ওয়ার্ড নং ১৪, পোস্ট অফিস ও থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং 4440, তারিখ: 13/11/2025) এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা প্রমোদ কুমার আগরওয়াল ও প্রমোদ আগারওয়াল একই ব্যক্তি। (C/119322)

●

আমি, পূজা দেবী ওরফে পূজা ধিমান পিতা - রাজিন্দার ধিমান ওরফে রাজিন্দার কুমার, স্বামী জাহাঙ্গীর আলম, সাং ও পো : তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১২৫, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা তানিশা আলম নামে পরিচিত হইলাম। অ্যাফিডেভিট নম্বর - ১৭০৮৪ তারিখ - ০৬.১১.২০২৫. পূজা ধিমান ওরফে পূজা দেবী এবং তানিশা আলম একই ব্যক্তি। (C/119321)

TENDER

Sealed Tenders are invited from reputed Registered Security Agency / Vendor for the following for Uttorayon Township, P.S.- Matigara, Siliguri with details of Financial and Technical aspects of the Agency / Vendor. 1. Provide Trained Security Personnel (2 Supervisor and 36 Security Gurd) for Day and Night. 2. Annual Maintenance for Sewage Treatment Plant (STP). 3. Service provide for Housekeeping and Horticulture workers.

Sealed Tenders to be sent by Registered Post / Courior to following address within 14 days from the date of this publication.

Address:- Chandmoni Uttorayon Welfare Society
Uttorayon Township,P.O. & P.S.- Matigara
Siliguri, Dist- Darjeeling,Pin- 734010
Sd/-
(Bharat B Changia)
Gen Secretary
Chandmoni Uttorayon Welfare Society

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

North Eastern English Academy, বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph - 9775929069.

●

ফুলবাড়িতে গ্লাস ফ্যাক্টরির জন্য স্টাফ চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি সহ বেতন 12,000/-। M :- 86536 09553, 85098 27671.

বিক্রয়

ধূপগুড়ি সিনেমাহল পাড়ায় নন্দী ডাক্তারের গলিতে 3.5 কাঠা জমি বাড়িসমেত বিক্রয় করা হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। 7029073335 নম্বরে। (A/B)

Land Sale

Well Located 7+ Land. Bigha at Salbari, Malbazar Good for Projects. Ph : 98320-67488./86178-74583. (C/119126)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সোনি বিশ্ব, d/o- রবিন কুমার সুনার, r/o- দিদি বরদেওয়া নিবাস, কদমতলা, মাটিগাড়া, দার্জিলিং ঘোষণা করছি যে Soni Biswa এবং Soni Sunar Biswas উভয়ই একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমি নিজেই। রবিন কুমার সুনার, রবিন সুনার বিশ্ব, রবিন কে.আর. বিশ্ব ও আর.কে. বিশ্ব একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমার বাবা হলফনামা নং 21, 01.7.2025 তারিখে LD এর আদালতে শিলিগুড়ির নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট। (C/119323)

●

I, Mighangma Samba, D/O Durga Samba, have changed my name to Mighangma Subba Samba as per the affidavit dated 13th November 2025 executed at Siliguri. (C/119220)

ভুটানের মাস্ক ডান্স আসছে ডুকপা উৎসবে

বক্সায় আমন্ত্রিত ১০ রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : ভুটানের 'মাস্ক ডান্স' দেখেছেন কখনও? পড়শি দেশের সেই ঐতিহ্যের ঝলক এবার দেখা যাবে ডুয়ার্সে। সৌজন্যে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল। বক্সা পাহাড়ে এবছর উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। উৎসব কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ তেন্ডু ডুকপা বলেন, 'ভুটানের শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এবছর উৎসবে আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। তাঁর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ থাকবে ভুটানের মাস্ক ডান্স।'

গত বছর ১৫ নভেম্বর থেকে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এবছর দুই সপ্তাহ পিছিয়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ওই উৎসব শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মূলত ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন। জেলা প্রশাসন উৎসবে সহযোগিতা করছে। উৎসবের প্রচার করতে দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেরল, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি সহ দেশের ১০টি রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা বক্সা পাহাড়ে ডুকপাদের অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ওসান লেপচা বলেন, 'ডুকপা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে। তাঁরা এই উৎসবের প্রচার করবেন এবং উপদেশ দেবেন।' বক্সা পাহাড়ে লোসার উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা করা হয়েছে আগেও। তবে পাহাড়ের সব এলাকার বাসিন্দারা একসঙ্গে নয় বরং আলাদাভাবেই এই অনুষ্ঠান করে আসছে। হেরিটেজ ফেস্টিভালের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা, চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হবেন।

উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে বক্সা ফোর্ট মাঠে। লামাপুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে এবং অতিথিদের বরণ করা হবে। দ্বিতীয় দিন সকালে বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন পাখি দেখানো হবে অতিথিদের। খুরু টুর্নামেন্ট, আচারি প্রতিযোগিতা সহ নাচ-গানের অনুষ্ঠান রয়েছে। ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শোও রাখা হয়েছে। তৃতীয় দিন ডুয়ার্সের অন্য জনজাতির অনুষ্ঠান করারও পরিকল্পনা রয়েছে। মেচ, আদিবাসী সহ বিভিন্ন জনজাতির শিল্পীরা অংশ নেবেন। যা নিয়ে বক্সা পাহাড়ে বর্তমানে সাজোসাজো রব।

বক্সায় দেখা যাবে এইরকম অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। -ফাইল চিত্র

ও মাঝি রে... বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। রবিবার।

পরিযায়ী পাখির দেখা নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয় দক্ষিণ দিনাজপুরে। অন্যান্যবারের তুলনায় এখনও অনেক কম পাখির আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। মূলত, জলাশয়গুলিতে দূষণ, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি নানা কারণেই পরিযায়ী পাখি এ জেলায় আসতে চাইছে না বলে অনুমান পক্ষীপ্রেমীদের।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে দিঘি, পুকুর, জলাশয় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জলাশয়গুলিকে কেন্দ্র করে বর্ষা ও শীতের মরশুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। যা দেখতে ভিড় হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের নির্দেশে বন দপ্তর পাখি গণনার কাজে নেমেছিল। ওই সময় বালুরঘাট মহকুমাতেই প্রায় ৪০ হাজার পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলেছিল। একটি বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী জেলার মাতাস, মালঞ্চা, ভালুকা, কালদিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ান, মহিপাল ইত্যাদি জলাশয় সহ জেলাজুড়ে শীতের মরশুমেই প্রায় তিন লক্ষ পরিযায়ী পাখি আসে। অক্টোবরের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই পাখির দেখা মেলে। কিন্তু চলতি বছরের বর্ষায়ও পাখি কম আসায় চিন্তিত ছিলেন পাখিপ্রেমীরা। শীতের মরশুমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতেও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। জেলার মধ্যে একমাত্র তপনদিঘিতেই তুলনামূলক বেশি আসছে পাখি।

মূলত লিটল করমোর‍্যান্ট, লিটল গ্রিব, গ্রে হেরন, ইন্ডিয়ান পন্ড হেরন, ক্যাটল এগরেট, ইয়েলো বিটার্ন, এশিয়ান ওপেনবিল স্টর্ক, গ্রিন স্যান্ডপাইপার, কমন কিংফিশার, স্টর্ক বিল্ড কিংফিশার, ব্ল্যাক কাইট, গ্রিন বি ইটার, রিভার ল্যাপউইং ইত্যাদি পাখির ঢল দেখা গিয়েছে গত কয়েক বছরে। পাখিগুলি মূলত প্রজননের জন্যই আসে। পাখিপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, মূলত, দূষিত পরিবেশের কারণেই এই এলাকাকে পাখিরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে

গ্রিন স্যান্ডপাইপার

গ্রিন বি ইটার

ভাবতে পারছে না। দিঘিগুলিতে মাছ চাষ বাড়াতে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে, মশারি দিয়ে ঘেরা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জলদূষণ হচ্ছে। আশপাশে গাছও কাটা হচ্ছে। খাদ্য তেমন মিলছে না পাখিদের। নভেম্বর মাস থেকেই পাখিরা আসতে শুরু করে। আমরা ডিসেম্বর মাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

বালুরঘাট বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার তাপস কুণ্ডুর মন্তব্য, গতবার ভালোই পাখি এসেছিল। কিন্তু এ বছর শীত তেমন না পড়ায় এখনও পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়নি।

শৃঙ্গজয়ীদের সংবর্ধনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গত অগাস্টে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) তাদের অভিযানে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। লাদাখে নতুন দুটি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন তাদের চার সদস্য-শিলিগুড়ির গণেশ সাহা, ব্যারাকপুরের কল্যাণ দেব এবং মালবাজারের সুদেব রায় ও কাজলকুমার দত্ত। রবিবার ন্যাফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ন্যাফ ও স্নাউট অ্যাডভেঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ন্যাফের চারজন অভিযাত্রীর পাশাপাশি স্নাউটের তরফে উজ্জ্বল রায়, নন্দলাল সরকার, প্রিতম বাসু, সৌম্যজিৎ সাহা এবং সায়ক সাউও ছিলেন। মোট নয়জনের এই দল হিমালয়ের ওই দুই শৃঙ্গ জয় করেন। এদিন স্নাউটের সদস্যদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হিমালয়ে এখনও অনেক অজানা শৃঙ্গ রয়েছে। সেখানে পাড়ি দিয়ে জয় করা এক বড় সাফল্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েও হাল ছাড়েননি অভিযাত্রীরা। ৬০৮৬ মিটার ও ৬১৫০ মিটার উচ্চতার দুটি শৃঙ্গ জয় করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সেখানে ন্যাফ ও স্নাউটের পতাকাও উত্তোলন করেন অভিযাত্রীরা। ৯ অগাস্ট লাদাখ থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছিল। এদিন নিজেদের এই অভিযান একটি ফোটোস্টোরির মাধ্যমে তুলে ধরেন অভিযাত্রীরা। গণেশ সাহা বলেন, 'এই শৃঙ্গ দুটি সম্পর্কে আমাদের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্য ছিল না। তাই পুরো অভিযান অনেককিছু বিচারবিবেচনা করে করতে হয়েছে।'

দিল্লি থেকে মানালি হয়ে লাদাখ গিয়ে সেখান থেকে শৃঙ্গ জয়ের জন্য পাড়ি দেন অভিযাত্রীরা। এদিন সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অভিযাত্রী উজ্জ্বল রায়। ন্যাফের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য অনেক সংগঠন, ক্লাব আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান।

আজ টিভিতে

প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.৩০ আমার মা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ হাতিয়ার, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.৩০ পরিণাম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৪৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ টয়লেট এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.২১ ব্রুস লি
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০১ দে দনা দন, দুপুর ১.১৮ দ্য ওয়ারিয়র, বিকেল ৪.২৮ ওয়েলকাম, সন্ধে ৭.৫০ রাউডি রাঠোর, রাত ১০.৩৫ ডাকু মহারাজ
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২৭ আর রাজকুমার, বিকেল ৩.২২ প্রেম রতন ধন পায়ো, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.০২ হমরাজ
জি সিনেমা : সকাল ১০.৩০ দবং, দুপুর ১.০৬ গদর-টু, বিকেল ৪.৩৫ কটিরা, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ ক্র্যাক

শোলে সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

এমএলএ ফাটাকেষ্ট দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দাদামণি রাত ৮.৩০ জি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃষ্টিশীল কাজে সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বৃষ : সংসারে কোনও একটা ঘটনা নিয়ে অযথা উত্তেজিত হবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। মিথুন : ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। ভোগবিলাসে খরচ বাড়বে। কর্কট : বাবার চিকিৎসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রিয় বন্ধুর থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পারিবারিক কথা বন্ধুকে বলবেন না। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। বৃশ্চিক : বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি, বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ধনু : পৈতিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা পরাস্ত হবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। জমিজমা সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। কুম্ভ : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি নির্মাণে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ কার্তিক, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫, ৩০ কাতি, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি, ২৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৪।৪৯। সোমবার, ত্রয়োদশী অহোরাত্র। চিত্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫২ প্রীতিযোগ দিবা ৯।৩৬। গরকরণ সন্ধ্যা ৫।১৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ৪।৫২ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৩৯ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।২৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১১।২৩ গতে নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিঃ- পূর্বদিন রাত্রি ১।২৮ সময়ে সূর্যসংক্রমণ জন্য অদ্য দিবসের পূর্বার্ধ পুণ্যকাল। দিবা ১১।২৩ মধ্যে সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। সায়ংসন্ধা কর্তব্য। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাত্রি ৬।২৫ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রীকার্তিকপুজো। সর্বজয়া ব্রত। শ্রীশ্রীমিত্র (ইতু) প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভ। যমপুষ্করিণীব্রত সমাপন। কুমারীদিগের সেঁজুতি পূজারম্ভ। গোস্বামিমতে তুলাকার্তিকল্পে নিয়মসেবা (কার্তিকব্রত) সমাপন। কর্কটসংক্রমণারম্ভকল্পে ও তুলাকার্তিকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপন। গোস্বামিদেরমতে সৌরমাস ব্রতপক্ষে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী ব্রতারম্ভ। আকাশে দীপদান সমাপন। লালা লাজপত রায়ের তিরোভাব দিবস ও অগ্নিকন্যা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবস। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শীতের সকালে কাজের উদ্দেশে। রবিবার হবিবপুর ব্লকের অনন্তপুর গ্রামে। ছবি : হরষিত সিংহ

রাস্তা হল না পাঁচ বছরেও

ভোটের মুখে রতুয়ায় অস্বস্তিতে তৃণমূল

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৬ নভেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রতুয়ায় শাসকদলের অস্বস্তির কাঁটা সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা। পাঁচ বছরের মধ্যেও সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায়, স্থানীয়দের কাঠগড়ায় জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি ব্লক প্রশাসন। বাহারালের উত্তর সাহাপুর থেকে রতুয়ার ধোবিয়া মোড় পর্যন্ত, রাস্তার কাজ কেন শেষ হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। যদিও দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও।

বাহারাল পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাটি বাহারালের পাশাপাশি কাহালা, ভালুকা, রতুয়া, সামসী সহ একাধিক এলাকার মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার মধ্যে রয়েছে পিরের দরগা। সেখানেও প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যান।

পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছিল রাস্তা তৈরির কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল মালদা জেলা পরিষদ। কিন্তু এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হতেই নিম্নমানের কাজ নিয়ে সরব হন স্থানীয়রা। যার প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ রেখে বেপাত্তা হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ওই ঠিকাদার কাজের বরাত পেলেও কোথাও কাজ সংক্রান্ত বোর্ড লাগানো হয়নি। নতুন করে কাজ শুরুর ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না জনপ্রতিনিধি বা ব্লক প্রশাসন। অনেকের বক্তব্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্পষ্ট হচ্ছে। ফলে বেহাল রাস্তার প্রভাব ভোটে পড়তে চলেছে বলে অনেকের ধারণা।

অসম্পূর্ণ সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার কাজ। রতুয়ায়।

যা ঘটেছে

- সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার এক কিলোমিটার হতেই বেপাত্তা ঠিকাদারি সংস্থা
- নিম্নমানের কাজ নিয়ে স্থানীয়রা সরব হতেই কাজ বন্ধ করে দেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার
- নতুন করে কাজ শুরুতে কেন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের উদ্যোগ নেই, উঠছে প্রশ্ন

আলপাড়া কলোনির বাসিন্দা শেখ খিচ্চু বলছেন, 'বাহারাল থেকে রতুয়ার ধোবিয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার বেশিরভাগ অংশেই কোনও কাজ হয়নি। যতটুকু তৈরি হয়েছিল, তাও ভেঙে গিয়েছে।' একই বক্তব্য স্থানীয় রাব্বুল আনসারি, মনোয়ার হোসেনদেরও। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মৌসুমি সরকারের বক্তব্য, 'আমি পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার আগেই রাস্তার কাজ শুরু হয়। এখনও শেষ হয়নি। বিষয়টি পঞ্চায়েত থেকে ব্লক অফিসে জানিয়েছি।' জেলা পরিষদ সদস্য তথা মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুল করিম বক্সীর কথায়, 'রাস্তাটির পরিস্থিতি সত্যি খারাপ। আমি ভোটে জেতার আগে থেকেই রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছিল। পরে জনপ্রতিনিধি হয়ে জানতে পারি, জেলা পরিষদের তরফে রাস্তাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল। রাস্তার কাজ এতদিনেও হল না কেন, তা আমি ঠিকাদারের কাছে জানতে চাই। তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখান। এজেন্সির গাফিলতির কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে।' রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও সুব্রত বাউল বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি। দ্রুত ওই রাস্তার কাজ শেষ করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে অন্য এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করানো হবে।'

সুকান্তর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য রহিমের

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৬ নভেম্বর : ফের বেলাগাম তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। মালদার একসময়ের কুখ্যাত দুষ্কৃতী 'কানকাটা খলিল'-এর সঙ্গে এবার তিনি তুলনা টানলেন বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে বক্সী বলেন, 'মালদায় এসে সুকান্ত মজুমদার জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। এঁরাই বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিদ্বেষী। কানকাটা খলিল (মালদার এক সময়ের দুষ্কৃতী)।'

এখানে না থেমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলেন, 'এলাকায় কেউ অপরাধ করলে সমাজে তাকে চিহ্নিত করতে কান কেটে নেওয়ার প্রচলন ছিল। বিজেপি এলাকায় গিয়ে সম্প্রীতি নষ্ট করছে। মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছেন বিজেপির নেতারা।'

বক্সীর এহেন বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। তবে প্রকাশ্যে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বিজেপি নেতারা। যেমন বিজেপির উত্তর মালদা জেলার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলছেন, 'ভোটের মুখে বাজার গরম করতেই এমন অবাঞ্ছিত বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক।' পাশাপাশি বক্সীর অতীত রাজনৈতিক প্রসঙ্গও টেনেছেন অভিষেক।

> মালদায় এসে সুকান্ত মজুমদার জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। এলাকায় কেউ অপরাধ করলে সমাজে তাকে চিহ্নিত করে কান কেটে নেওয়ার প্রচলন ছিল। মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছেন বিজেপির নেতারা।
>
> **আব্দুর রহিম বক্সী**
> *তৃণমূলের জেলা সভাপতি*

বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিতর্কিত মন্তব্য করছেন রাজনৈতিক নেতারা। বক্সীর বিতর্কিত মন্তব্য নতুন নয়।

এর আগেও তিনি বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু এবার এক অপরাধীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর তুলনা টেনে অতীতের সমস্ত 'রেকর্ড'কে ভেঙে দেন তিনি।

শনিবার সন্ধ্যায় মালতীপুর বিধানসভা এলাকায় বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আদিবাসীমেলা বসেছিল। ওই মেলায় যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত। তাঁর বিধানসভা এলাকায় বিজেপির রাজ্য সভাপতির পা রাখা যে তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি, তা বক্সীর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট। যে কারণে কানকাটা খলিলের সঙ্গে সুকান্তর তুলনা করে তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করে কান কেটে নেওয়ার নিদান দিয়েছেন। পালটা তোপ দেগে বিজেপি নেতা অভিষেক বলছেন, 'রহিমবাবু নিজেই একবার আরএসপি করছেন, একবার টিএমসি করছেন। সুকান্তবাবু আপনার বিধানসভা এলাকায় মালতীপুরে গতকাল সভা করলেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে নিতেন। বিজেপিকে ধমকে চমকে লাভ নেই। ২০২৬-এ আপনাদের উপড়ে ফেলবই।'

> সুকান্তবাবু আপনার বিধানসভা এলাকায় মালতীপুরে গতকাল সভা করে এলেন। ক্ষমতা থাকলে কিছু করে নিতেন। বিজেপিকে ধমকে চমকে লাভ নেই। ২০২৬-এ আপনাদের উপড়ে ফেলবই।
>
> **অভিষেক সিংহানিয়া**
> *সাধারণ সম্পাদক, বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা*

নয়া বিতর্ক

তথাগতর মন্তব্য এড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : দলের কর্মসূচিতে তাঁকে সেভাবে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর আলটপকা মন্তব্য চরম অস্বস্তি ফেলে দেয় বিজেপিকে। বিহারের জয়ে উচ্ছ্বসিত বিজেপি যখন বাংলা দখলের ডাক দিচ্ছে, তখন শুভেন্দু অধিকারীকে 'মুখ' করার কথা বলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। কলকাতায় তিনি বলেছেন, 'বঙ্গ বিজেপির মুখ করা উচিত শুভেন্দু অধিকারীকেই।'

তাঁর এই মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গড় দক্ষিণ দিনাজপুরেও। তবে কৌশলী সুকান্তর জবাব, 'কী বলেছেন, জানা নেই।' মুখে না বললেও, দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে তিনি যে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তা স্পষ্ট করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ।

রবিবার বালুরঘাটে তথাগতর বক্তব্য এড়িয়ে সুকান্ত জোর দিয়েছেন রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার প্রসঙ্গে। পাশাপাশি এদিন শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির এসআইআর সহায়তা ক্যাম্প থেকে সাধারণ মানুষের ফর্ম ফিলআপে সাহায্য করেন সুকান্ত।

ধর্ষণের চেষ্টায় শ্রীঘরে

বিশ্বজিৎ সরকার

১৪ দিনের জেল হেপাজত

হেমতাবাদ, ১৬ নভেম্বর : ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা। এই অভিযোগে এক ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ খুঁটির সঙ্গে বেঁধে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল ক্ষিপ্ত জনতা। রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হেমতাবাদ থানা এলাকার একটি গ্রামে। উত্তেজনা প্রশমনে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। দুপুরে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম জলিল মহম্মদ (৪৫)। তাঁর বাড়ি কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কমলাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেরুয়াল সংলগ্ন কসবামহেশো গ্রামে। পেশায় তিনি ফেরিওয়ালা।

কাজের সূত্রে হেমতাবাদের একটি গ্রামে ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন। এদিন সকালে ওই কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা জমিতে ধান কাটতে যান। সেই গ্রামে ফেরির জন্য ঘুরছিলেন জলিল। কিশোরী কলপাড়ে স্নান করছিল। সেই সময় অভিযুক্ত কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। কিশোরী চিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তাঁরা অভিযুক্তকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

কিশোরী নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার মা বলেন, আমরা সবাই ধান কাটতে ব্যস্ত ছিলাম। আচমকা গ্রামের লোকেদের চিৎকারে ছুটে গিয়ে দেখি আমার মেয়েকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে অভিযুক্ত ব্যক্তি। আমরা হেমতাবাদ থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি চাই, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এই ব্যাপারে হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাসের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ১৬ নভেম্বর : বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। রবিবার সন্ধ্যায় ৫১২ জাতীয় সড়কের ওপর ডিটলহাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি হয়। মৃতার নাম সুষমারানি ঘোষ (৫৬)। তাঁর বাড়িও ডিটলহাটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন তিনি কাঁঠাল পাতা নিয়ে জাতীয় সড়কের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় একটি বাস ও পিকআপ ভ্যান বিপরীত মুখে পাশ কাটতে গিয়ে রাস্তার ধারে ওই মহিলাকে বাসটি ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান। ঘটনাস্থল থেকে বাসটি চম্পট দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে পিকআপ ভ্যান ও তার ড্রাইভারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

চাঁদগঞ্জে প্রস্তুতি সাড়ে ১৪ হাত কালীপুজোর

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : চাঁদগঞ্জ গ্রামে এখন উৎসবের আবহ। কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর পঞ্চায়েতের এই গ্রামে ১৯ নভেম্বর সাড়ে ১৪ হাত কালীপুজো হবে। পুজো উপলক্ষ্যে ২০ নভেম্বর থেকে চাঁদগঞ্জ গ্রামে সাতদিনব্যাপী মেলা হবে। এই মেলা কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্যতম বৃহৎ মেলা হিসেবে পরিচিত। সব মিলিয়ে চাঁদগঞ্জে এখন সাজোসাজো রব।

সাড়ে ১৪ হাত কালীপুজোর এই বছর ৬৯তম বর্ষ। ১৯৫৭ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। আগে মণ্ডপ তৈরি করে এই পুজোর আয়োজন করা হত। ১৬ বছর আগে এই এলাকায় সাড়ে ১৪ হাত কালী মন্দির তৈরি হয়। তারপর থেকে ওই মন্দিরেই পুজোর আয়োজন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে মেলা কমিটির সম্পাদক জ্যোতির্ময় আচার্য বলেন, 'এই পুজোতে অনেক দর্শনার্থীর ভিড় হয়। পুজোর পাশাপাশি মেলা নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ করা যায়। আশপাশের এলাকা থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় আসেন। মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য আমরা প্রতি বছরই মেলায় নতুন কিছু যুক্ত করার চেষ্টা করি। মেলাকে জমজমাট করতে এই বছরও আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।'

চাঁদগঞ্জ দক্ষিণ মিলন সংঘের পরিচালনায় এই কালীপুজো এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর দিন দুপুরে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সন্ধেবেলা পুজো হয়। এই পুজো এবং মেলা ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

পুজো এবং মেলা নিয়ে বলতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাজদীপ সরকার বলেন, 'শীত আসার প্রাক্কালে এই পুজো এবং মেলা আমাদের গ্রামে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। সাতদিন ধরে মেলা চলে। মেলার ক'দিন এই চত্বর গমগম করে।'

চাঁদগঞ্জে সাড়ে চোদ্দো হাত কালী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।

মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার

ফের কফিনবন্দি দেহ ফিরল শ্রমিকের

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৬ নভেম্বর : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে ফের মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। রবিবার বাড়িতে ওই পরিযায়ীর মৃতদেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। রতুয়া-২ ব্লকের পিরগাঁও গ্রামের ঘটনা। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম মণিরুল হক (৩২)। মণিরুলের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী জোসনা বিবি ও তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে।

প্রায় মাসদুয়েক আগে গ্রামের আরও চারজন ব্যক্তির সঙ্গে রাজস্থানে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলেন মণিরুল। গত রবিবার কর্মস্থল থেকে তাঁর গন্তব্যস্থলে না ফেরায় অন্য শ্রমিকরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরপর তাঁরা দেখতে পান মণিরুল একটি জায়গায় রাস্তার ধারে জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করেন তাঁর সহকর্মীরা। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন মণিরুলের দেহ রাজস্থান থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মণিরুলের এক আত্মীয় সাদিকুল ইসলাম বলেন, 'গত রবিবার মণিরুল কাজ থেকে তাঁর গন্তব্যস্থলে ফেরার সময় স্ত্রী জোসনা বিবির সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর স্ত্রী চিৎকার চ্যাঁচামেচির শব্দ শুনতে পান। এর কিছুক্ষণ পর অন্য শ্রমিকরা তাঁর বাড়িতে ফোন করে জানান মণিরুলকে জখম অবস্থায় রাস্তার ধারে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ মণিরুলের মৃত্যুর খবর আসে।'

তিনি আরও বললেন, 'আমাদের অনুমান তাঁকে কেউ বা কারা খুন করেছে। আমরা এর সঠিক তদন্ত চাই। পরিবারের রোজগারের একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন মণিরুল। বাড়িতে স্ত্রী ও নাবালক দুই সন্তান রয়েছে। এদের কে দেখবে বা এদের ভবিষ্যৎই বা কী হবে। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি এই অসহায় পরিবারকে যেন সরকারিভাবে সহযোগিতা করা হয়।'

এপ্রসঙ্গে রতুয়া-২ ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। মণিরুলের যদি লেবার কার্ড থাকে তাহলে তাঁর পরিবার সরকারি আর্থিক অনুদান অবশ্যই পাবে।'

দেওয়ালের কান থাকুক বা না থাকুক
আমাদের আছে

খবরের ভেতরের খবর
তুলে আনি আমরাই

uttarbangasambad.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনের টানে। *জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

গ্যাস নেই, জুটল না মিড-ডে মিল

না খেয়েই ফিরল পড়ুয়ারা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : স্কুলে ক্লাস চলছে। রাঁধুনিদের গরহাজিরায় বন্ধ মিড-ডে মিলের রান্না। স্বাভাবিকভাবে রবিবার (ধনকৈল হাটের জন্য কালিয়াগঞ্জে সোমবার বন্ধ থাকে স্কুল) মিড-ডে মিল থেকে বঞ্চিত স্কুলটির পড়ুয়ারা। কালিয়াগঞ্জ শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রশিদপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মহুয়া আইচ ভৌমিকের অবশ্য যুক্তি, রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং স্কুলে খড়ির উনুনের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় মিড-ডে মিলের রান্না হয়নি এদিন।

তবে অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রায়দিনই বন্ধ রাখা হয় মিড-ডে মিলের রান্না। খাবারের মান খারাপ হওয়ায় অনেক সময় তাঁদের ছেলেমেয়েরা না খেয়ে বাড়ি ফেরে।

রাঁধুনিদের অনুপস্থিতিতে একসময় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মহুয়া মিড-ডে মিলের ঘরের তালা খুলতেই, দেখা গেল সাফসুতরো অবস্থায় রান্নার বাসনপত্র, খালি অবস্থায় পড়ে দুটি গ্যাসের সিলিন্ডার। দুটি সিলিন্ডার যেখানে রয়েছে, সেখানে একটি সিলিন্ডার শেষ হওয়ার পর কেন বুক করা হল না?

মিড-ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্ত তিনজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মহুয়া বললেন, 'গ্যাস সিলিন্ডার খালির বিষয়টি আমাকে ওঁরা জানাননি। আজ গ্যাস দিতে বলেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভরা গ্যাস সিলিন্ডার এসে পৌঁছায়নি স্কুলে।' সরকারি নির্দেশ মোতাবেক মিড-ডে মিলের দায়িত্বে বা তদারকিতে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার থাকার কথা। প্রত্যেকদিন রিপোর্ট তৈরির কথা। যা দেখার কথা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার। ফলে শুধু রাঁধুনিদের করা হয়নি বলেন, কখনও আবার অজুহাত দেন বাজার না হওয়ার। প্রায়দিনই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিস্কুট ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও মহুয়ার দাবি, 'প্রত্যেকদিন মিড-ডে মিল রান্না হয়। ১৩৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আজ ২০ জনের মতো ছাত্রছাত্রী উপস্থিত

স্কুলে মিড-ডে মিলের ঘরে তালা। কালিয়াগঞ্জে।

কাঠগড়ায় তুলে দায় এড়াতে পারে না স্কুল কর্তৃপক্ষ, মনে করেন অনেকেই। রান্না না হওয়ায় শুকনো খাবার দেওয়া হবে বলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জানান।

প্রায়দিন মিড-ডে মিল বন্ধ থাকে অভিযোগ তুলে অভিভাবকদের প্রশ্ন, সরকারের বরাদ্দ টাকা যায় কোথায়? তাঁর ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে জানিয়ে পূজা রায় বলছেন, 'মাঝেমধ্যেই স্কুলে মিড-ডে মিল বন্ধ থাকে।

নানান অজুহাতের ডালি নিয়ে বসে থাকেন দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা। কখনও কম বাচ্চা থাকায় রান্না রয়েছে। মাঝে স্থানীয় এক কীর্তন অনুষ্ঠানের জন্য স্কুলে বাচ্চাদের উপস্থিতি আরও কমে গিয়েছিল। সেসময়েও রোজ মিড-ডে মিল রান্না হত।'

স্কুলের এমন অবস্থায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় কাউন্সিলার তৃণমূলের জয়া বর্মন দেবশর্মা। তিনি বলেন, 'স্কুলটি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। রান্নার মাসিদের অযথা দোষ দিচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। একটা সিলিন্ডার খালি হলেই তো বুক করে দেওয়া যেত। দুটো সিলিন্ডার খালি হল, আর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা স্কুলে থেকে টেরই পেলেন না, তাই হয় নাকি?'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : যাত্রাগানের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ইটভাটার শ্রমিকের। শনিবার রাত দশটা নাগাদ করণদিঘি থানার বিহিনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত রবীন্দ্র বর্মন (২৯) কোচবিহার জেলার শীতলকুচি থানার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তিনি করণদিঘির আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাস করতেন। বিহিনগরের একটি ইটভাটায় তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন।

রবিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর ওই শ্রমিকের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, যাত্রাগান দেখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারে পা লেগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনার তদন্ত করছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

সাংগঠনিক সভা

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। এদিন রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সংগঠনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। করবী বড়াল বলেন, 'সংগঠন মূলত বিভিন্ন জেলায় জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করছে। পাশাপাশি সদস্যপদ সংগ্রহ করা হচ্ছে।'

জখম ৪

বুনিয়াদপুর, ১৬ নভেম্বর : দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। বুনিয়াদপুরের নারায়ণপুর এলাকায় রায়গঞ্জগামী রাজ্য সড়কের ঘটনা। আহতদের নাম মণিরুল জামান, নুরুল ইসলাম, বিক্রম বর্মন ও দীপ ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনার পর ভিড়।

গাড়িতে ধাক্কা, নিহত এক

গৌতম দাস

গাজোল, ১৬ নভেম্বর : পুরাতন মালদা থানার আট মাইল এলাকায় বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি মেলা হচ্ছিল। শনিবার রাতে ওই মেলা থেকে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন সনাতন মুন্ডা ও তাঁর এক বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় আলালের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর টায়ার পাংচার হওয়ায় একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সনাতনদের মোটরবাইকটি সেই গাড়ির পেছনে এসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা সনাতনকে মৃত বলে জানান। গুরুতর আহত অবস্থায় সনাতনের বন্ধুকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

রবিবার হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে মৃত সনাতনের মামা অমিত মুন্ডা বললেন, 'সনাতন আট মাইল এলাকায় একটি মেলায় গিয়েছিল। রাতে বাইকে চেপে সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় আলালের কাছে একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সনাতনকে মৃত বলে জানানো হয়। খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে ছুটে এসেছি। সনাতনের সঙ্গে আরও একজন ছিল। শুনেছি তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।' পুলিশের তরফে জানা

মেলা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা

গিয়েছে, শনিবার রাতে শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন মারা গিয়েছেন। অপর একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাতেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মহিলাদের উত্ত্যক্ত করায় গণপিটুনি

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : মদ্যপ অবস্থায় মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে শনিবার এক গৃহশিক্ষককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ, ওই গৃহশিক্ষক প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় এলাকার মহিলাদের উত্ত্যক্ত করতেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের কাছে ওই গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে ইভটিজিং-এর অভিযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। শনিবার ওই গৃহশিক্ষক ফের মহিলাদের মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজ করলে গণপিটুনি দেওয়ার পর তাঁকে হেমতাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিনের নির্দেশ দেন।

হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ

কুশমণ্ডি, ১৬ নভেম্বর : কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্প সমবায় সমিতিতে শুরু হল গুরুশিষ্যপরম্পরায় নতুন মুখোশশিল্পীদের প্রশিক্ষণ। দুই মাস ধরে প্রশিক্ষণ নেবেন ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী। প্রশিক্ষক শংকর দাস জানিয়েছেন, মুখোশশিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যেই ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। মহিষবাথান গ্রামীণ শিল্প সমবায় সমিতির কর্ণধার পরেশ সরকার বলছেন, শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণকালে রোজ ৩০০ টাকা করে সাম্মানিক পাবেন। মুখোশ তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে আসা রুয়ানগরের অনিল সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুখোশ তৈরির ইচ্ছে ছিল বহুদিন ধরে। সেই ইচ্ছে এবার পূরণ হবে।

শোয়ার ঘরে ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : পড়া না করার জন্য বকুনি দিয়েছিলেন মা। তারপরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল এক উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভট্টদিঘি গ্রামে। মৃতার নাম রাফিয়া খাতুন (১৯)। সে রামপুর হাইস্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ছাত্রীর শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃতার বাবা রাজু আলি বলেন, 'পড়াশোনা বাদ দিয়ে সবসময় মেয়ে মোবাইলে ব্যস্ত থাকত।

সেই কারণেই ওর মা শনিবার রাতে বকাঝকা করেছিল। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে দেখি মেয়ে দরজা খুলছে না। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া না গেলে জানলা ভেঙে দেখি এই ঘটনা।' তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ট্যাবলোয় প্রচার

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের উদ্যোগে রবিবার পালিত হল জাতীয় মুরগি দিবস। সাধারণ মানুষকে মুরগির মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করতে ট্যাবলো বের করা হয়।

পাশাপাশি বিভিন্ন মুরগির দোকানে ব্যানার লাগানো হয়। সংগঠনের তরফে রাহুল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'জাতীয় মুরগি দিবসকে সামনে রেখে মুরগির মাংস ও ডিমের উপকারিতার প্রচার করতে এই ট্যাবলো এলাকায় এলাকায় ঘুরছে। মানুষ যাতে সুস্থ থাকেন সেজন্য এই প্রচার।'

রোজগার মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

২,০০০-এর বেশি নিয়োগ

রোজগারমেলায় চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্যপাল। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত 'রোজগারমেলা ২.০' থেকে ২,০০০ জনের বেশি চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় যোগদানের অফার লেটার হাতে পেলেন। শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে আয়োজিত রোজগারমেলায় শনি ও রবিবার মিলিয়ে ৫,০০০ প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এদিন বিকেলে রোজগারমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীর হাতে অফারলেটার তুলে দেন। রাজ্যপাল বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের আগামীর জন্য শুভেচ্ছা।'

দু'দিনের রোজগারমেলায় পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মেলায়। প্রার্থীদের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংস্থায় তাঁদের চাকরির ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এরমধ্যে গাড়ি নির্মাতা, চিকিৎসা সম্পর্কিত, বিমান, ব্যাংক, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটনের মতো বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বমানের সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ্তা মুখোপাধ্যায় এদিন একটি সফটওয়্যার সংস্থায় কাজে যোগদানের চিঠি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে চলতি বছর স্নাতক হয়েছেন প্রদীপ্তা। জীবনে প্রথম ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়ে তরুণী বেশ খুশি। তাঁর কথায়, 'জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। তাই এই সংস্থায় পরীক্ষা দিই। অফার লেটার দিয়েছে। তবে কোথায় কাজ করতে যেতে হবে, তা এখনও জানানো হয়নি।'

শিলিগুড়ির দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা গৌরব দাস একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় কাজের অফার লেটার পেয়েছেন। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে আইটিআই ডিপ্লোমা পাশ করেন তিনি। বেশ কিছুদিন কাজের খোঁজ করছিলেন। তবে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, কাজের জন্য তাঁকে মহারাষ্ট্রে পাড়ি দিতে হবে। গৌরবের কথায়, '২২ হাজার টাকা বেতন পাব। থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। সবদিক দেখে মহারাষ্ট্রে যাব বলেই ঠিক করেছি।' আরেক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দা দীপ মজুমদার। ময়নাগুড়ি আইটিআই-এর প্রাক্তনী দীপ কাজের জন্য পুনে যাবেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় ২০ হাজার টাকা বেতন দেবে। এখানে এত বেতন পেতাম না। আমার যা যোগ্যতা, প্রথম কাজ হিসাবে ভালো সুযোগ পেয়েছি।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। হর্ষবর্ধনের কথায়, 'কাজের জন্য অনেকে বিদেশ থেকেও ডাক পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা চাকরি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে এতবড় রোজগারমেলা আগে আয়োজিত হয়নি।'

> কাজের জন্য অনেকে বিদেশ থেকেও ডাক পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা চাকরি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে এতবড় রোজগারমেলা আগে আয়োজিত হয়নি।
> হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

খুশির হাওয়া

দু'দিনের রোজগারমেলায় পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন

৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন মেলায়

২,০০০ জনের বেশি চাকরিপ্রার্থী অফার লেটার পেলেন

নারী পাচারের অভিযোগে ধৃত দুই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : নারী পাচারের অভিযোগে রায়গঞ্জ পুলিশ এক মহিলা এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম কার্তিক সরকার এবং মামণি দাস। কার্তিক কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত রায়পুর সংলগ্ন নেতাজিনগর কলোনির বাসিন্দা। মামণির বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজা হাট সংলগ্ন অর্থ গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১৪০(৩) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এই ব্যাপারে রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটার নীলাদ্রি সরকার বলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ অক্টোবর বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণী নিখোঁজ হয়ে যান। একাধিক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও পরিবার মেয়েটির হদিস পায়নি। এরপর তরুণীর পরিবার নভেম্বরের ৬ তারিখ রায়গঞ্জ থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে। চলতি মাসের ১০ তারিখে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁরা জানতে পারেন, ওই তরুণীর নিখোঁজ হওয়ার পেছনে রয়েছেন এক মহিলা এবং এক পুরুষ। ধৃতরা রায়গঞ্জ শহরের সুভাষগঞ্জ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ফুটপাথে ফুচকা এবং খেলনার সামগ্রী বিক্রি করতেন। তাঁদের বাড়ি ভিন্ন জায়গায় হলেও অবৈধ সম্পর্কের সুবাদে ওই অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন অপর অভিযুক্ত কার্তিক। তরুণী নিখোঁজের ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা সেই ভাড়াবাড়িতে হানা দিয়ে দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। টেনেহিঁচড়ে বের করে চলে বেধড়ক মারধর। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশ অভিযুক্তদের জনরোষের হাত থেকে রক্ষা করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মামণি দাসের বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগ রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ তরুণীর হদিস পায়নি পুলিশ। এদিন আদালত ক্যাম্পাসে নিখোঁজ তরুণীর দাদা অভিযোগের সুরে বলেন, 'মামণি ও কার্তিক দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমার বোনকে টাকার বিনিময়ে পাচার করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পরিষ্কার হয়েছে, নিখোঁজের দিন আমার বোন ওদের সঙ্গেই ছিল।' অভিযুক্ত ওই মহিলা এর আগেও রায়গঞ্জ শহরের কুমারডাঙ্গি, বন্দর এলাকায় নারী পাচারের অভিযোগে বেধড়ক মারধর খেয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

এদিকে অভিযুক্ত মহিলা মামণি দাসের মেয়ের বক্তব্য, 'আমার মা তিন বছর ধরে বাবাকে ছেড়ে রায়গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকে। সংসার চালানোর জন্য ফুচকা বিক্রি করত বলে জানি। দেহব্যবসা সহ একাধিক দুষ্কৃতীমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্যই আমি মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। বাবার কাছে থেকে কলেজে পড়াশোনা করছি।' রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করা হবে।

সন্ধান মেলেনি

৩১ অক্টোবর থেকে এক তরুণী নিখোঁজ

তাঁকে পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

সিসিটিভি ফুটেজে শেষবার ধৃত দুজনের সঙ্গে তরুণীকে দেখা গিয়েছে

ধৃত দুজনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ

ধৃত ওই মহিলার বিরুদ্ধে আগেও নারী পাচারের অভিযোগ তোলা হয়েছিল

লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে রায়গঞ্জ থানার বারদুয়ারি হাট থেকে অসিত বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি)। মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা অসিতকে রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেন।

ধৃতের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকার জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিইবি। জাল লটারি কারবারিদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

জেলা সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ১৬ নভেম্বর : সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন হল রবিবার। ফুলবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রকাশ্য সভার মাধ্যমে এই সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর একটি বেসরকারি বিএড কলেজে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রতিবেদন পাঠের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের মূল কার্যক্রম হয়।

মৃত তরুণ

পতিরাম, ১৬ নভেম্বর : শনিবার বনহাট এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোক ওই তরুণকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম পবিত্র বেসরা (২৮)। পবিত্র পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। ময়নাতদন্তের পর রবিবার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিহারে নিখোঁজ হিলির তরুণ মহারাষ্ট্রে

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ নভেম্বর : বিহারে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণের খোঁজ মিলল মহারাষ্ট্রে। প্রতিবেশীর সহায়তায় পাঁচ বছর বাদে তাঁকে উদ্ধার করল হিলি থানার পুলিশ। হিলি থানার উজাল গ্রামের বাসিন্দা ঝন্টু দাস ২০২০ সালে পরিবার নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে বিহারের মুজফফরপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেই একদিন তাঁর বড় ছেলে সুজিতকে (২৮) ঠিকাদার বীরেন্দ্র কুমারের বাড়িতে ২ ঘণ্টা কাজ করার জন্য নিয়ে যান। তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান সুজিত। পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ শুরু করেন। মুজফফরপুর থানার দ্বারস্থ হলেও মামলা গ্রহণ হয়নি। সেখান থেকে হিলি থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও নিখোঁজ মামলা নিতে অস্বীকার করা হয়।

মাসখানেক বাদে আইনজীবীর সাহায্যে বিহারের মুজফফরপুর ও হিলি থানায় চিঠি পাঠান সুজিতের মা। তারপরে বালুরঘাট কোর্টে সিআরপিসির ১৫৬(৩) ধারায় মামলা হয়। তার ভিত্তিতে মুজফফরপুর থানা মামলা দায়ের করে। ২০২৩ সালে পাটনা হাইকোর্টে হেভিয়াস কর্পাস দায়ের করে সুজিতের পরিবার। ঘটনায় পাটনা হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট পুলিশকে ভর্ৎসনা করে তদন্তকারীকে বরখাস্তের নির্দেশ দেয়। এরপর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সুজিতের বাড়িতে এবং হিলি থানায় আসে মুজফফরপুর পুলিশ। এদিকে হিলি থানার মামলায় যুক্ত স্থানীয় ঠিকাদার রথীন মহন্ত মারা যেতেই বালুরঘাট কোর্টে ওই মামলা ড্রপ করে দেয়।

উদ্ধারের পর পুলিশের সঙ্গে তরুণ। মহারাষ্ট্রে।

সম্প্রতি হিলি থানার দক্ষিণপাড়ার দুই তরুণ মহারাষ্ট্রের পুনের হিনজাওয়াড়ি থানায় লোধা কনস্ট্রাকশনে কাজে গিয়ে সুজিতকে দেখতে পান। তাঁরা সুজিতের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরই বৃহস্পতিবারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুজিতের পরিবার তরফে ভিডিও কলে চিহ্নিত করা হয়। তারপরেই হিলি থানার দ্বারস্থ হয় সুজিতের পরিবার। শুক্রবার দুপুরে হিলি থানার পুলিশ পুরোনো ফাইল খুলে মামলার রিওপেনের জন্য বালুরঘাট আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত সোমবার শুনানির দিন ধার্য করে। পুলিশও কালবিলম্ব না করে সুজিতের পরিবারকে দিয়ে নতুন মামলা দায়ের করিয়ে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

শনিবারই মহারাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হয় হিলি থানার দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল। রবিবার দুপুরে হিনজাওয়াড়ি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে লোধা কনস্ট্রাকশনে হানা দিয়ে সুজিতকে উদ্ধার করেন হিলি থানার এএসআই নিউটন সরকার ও কনস্টেবল মানস বিশ্বাস। বর্তমানে ঘটনার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সুজিতের বাবা ঝন্টু বলেন, 'আমি ৫ বছর পরে ছেলেকে ফিরে পেয়েছি। এর থেকে বড় আনন্দের আমার কাছে কিছু নেই। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।' অন্যদিকে, হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'ওঁর পরিবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরই মামলা দায়ের হতেই তদন্ত শুরু করি। তল্লাশির জন্য দ্রুত মহারাষ্ট্রে টিম পাঠানো হয়। ওখানে তদন্ত চলছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুজিতকে ফিরিয়ে এনে ওঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

নিখোঁজের দেহ

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ থেকে তিনদিন নিখোঁজ বৃদ্ধার দেহ মিলল নয়ানজুলিতে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ট্রলার আটক

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ আটক একটি ট্রলার। ট্রলারটি ফ্রেজারগঞ্জের উপকূলে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তপ্ত ভাঙড়

আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল ভাঙড়ে। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর ছবি লাগানোর সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা হয়। সেই সময় গুলি চালানোর অভিযোগ।

অভিযুক্ত হিরণ

খড়্গপুর আইআইটিতে অর্থের বিনিময়ে কর্মী নিয়োগের অভিযোগ উঠল বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই মর্মে আইআইটি চত্বরে পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হিরণ।

এসআইআর আতঙ্কে যৌনকর্মীরা

পরিবার বিচ্ছিন্নদের নথির হদিস নেই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক শুধুমাত্র আমজনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসআইআরের ফলে নাম বাদ পড়তে পারে যৌনকর্মীদেরও। কারোর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। আবার কারোর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রও নেই অনেকের কাছে। আবার নথি থাকলেও রয়ে গিয়েছে গলদ। ফলে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছি সহ বিভিন্ন এলাকার যৌনকর্মীরা। অনেকে পেটের টানে কাজের খোঁজে ঘর ছেড়েছেন। ফলে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই পরিবারের সঙ্গে। অনিশ্চিত জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে শেষ ঠিকানা হয়েছে যৌনপল্লি। এখন নাগরিকত্ব হারানোর ভয় ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে তাঁদের।

ওঁদের পরিচিতি যৌনকর্মী হিসেবে। ২১ শতকে এসেও সামাজিকভাবে অবহেলিত, অপাঙক্তেয়। আইনি খাতায় স্বীকৃতি নেই তাঁদের পেশার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় ১১টি নথির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠিও দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি। তবে এখনও উত্তর আসেনি। ২০০২ সালে বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম নিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণেরও সুযোগ নেই। আক্ষেপের সুরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যৌনকর্মী বললেন, 'অনেকে ৫-৭ বছর আগে নেপাল, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এখানে। এখন তাঁরা কি ফিরে যাবেন? আমাদের সঙ্গে তো পরিবারও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে নথি দেবে না বাবা-মা। কী করব আমরা?'

গোটা রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে ৪০ হাজারেরও বেশি যৌনকর্মী রয়েছেন। দীর্ঘ প্রতিবাদের ভিত্তিতে অনেকের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ডে নাম নথিভুক্ত হয়েছে ২০০২ সালের পরে। যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক বিশাখা লস্কর বললেন,

> আমাদের সংগঠনে ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক।
>
> **বিশাখা লস্কর, সম্পাদক দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি**

'আমি নিজেই ৩০-৩৫ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়ির দলিলটুকুও ভেসে চলে গিয়েছে। অনেকের মাধ্যমিক বা জন্মের শংসাপত্র নেই। আমাদের সংগঠনেরই ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক। এগুলি তো সরকারই দিয়েছে। তাহলে এই নথিগুলিরও নিশ্চয়ই গুরুত্ব থাকা উচিত। আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। দেখি কী ব্যবস্থা নেয়।'

কী অবস্থা

- বাংলাদেশ, নেপাল থেকে ২০০২ সালের পরে অনেকে এসেছেন
- সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয়ে খবর রাখে না বাবা-মা
- এসআইআর-এর ১১টি নথি যা চাওয়া হয়েছে, অনেকের কাছে তা নেই
- নির্বাচন কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি

অনেকের মায়ের ভোটার তালিকায় নাম বা যথাযথ নথি না থাকায় তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক যৌনকর্মী বলেন, 'আমি যখন এসেছি তখন পদবি একরকম ছিল, এখন পদবি আলাদা। এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করতেও তো সময় লাগবে। অনেকের সন্তানের স্কুল সার্টিফিকেট বা সেই ধরনের কোনও নথি দেখে নাম নথিভুক্ত করা হোক।' যৌনকর্মীদের সন্তানদের একটি সংগঠন 'আমরা পদাতিক' এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা কমিশনকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। এসআইআর নিয়ে যৌনকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন কমিশন কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।'

আমার কার্তিক ঠাকুর... *রবিবার কলকাতায় দেবাশিস মণ্ডলের তোলা ছবি।*

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কমিশনের সাঁড়াশি চাপে আতঙ্কিত বিএলওরা। এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করতে হবে রবিবারের মধ্যে। গত ১৫ নভেম্বর ভার্চুয়াল বৈঠকে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিএলওদের। কিন্তু রবিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজ্যে বিলি হওয়া মোট ফর্মের সংখ্যা জানাতে পারেনি কমিশন। তবে গত ১৫ নভেম্বর রাত পর্যন্ত ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ ৯৮.৫০ শতাংশ ফর্ম বিলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কমিশনের এই দাবি সব ক্ষেত্রে মিলছে না। বহু জায়গায় বিএলওরা আজও অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ভোটার তালিকায় দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে ভোটারকে খুঁজেই পাচ্ছে না। ফর্ম দেওয়ার জন্য ভোটার বা তাঁর আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া দরকার। কিন্তু বহু জায়গায় ওই ঠিকানায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে তালিকায় থাকা ভোটারদের কোনও যোগ নেই। ফলে একদিকে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলওদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম বিলি করতে হবে। অন্যদিকে, ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ভোটারকে না খুঁজে পেয়ে আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও চাপ নিতে না পেরে কাজের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউকে

চাপে বিএলও-রা

কাউকে হাসপাতালে ভর্তিও করতে হয়েছে। এমনকি আতঙ্কে আত্মহত্যা করার অভিযোগও উঠেছে। এদিনও কলকাতার বেলেঘাটা এলাকায় এক বিএলও কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই ঘটনায় বেলেঘাটার প্রশিক্ষণ শিবিরে বিএলওরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'এসআইআর নিয়ে পুরোপুরি জোরজবরদস্তি করছে কমিশন। রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে। আমি দেখেছি, বিএলওরা অনেক ক্ষেত্রে জানিয়েছেন, তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রয়োজন পড়লে তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া হবে। তার কী ফল দাঁড়ায় দেখতে হবে।' এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বিএলওদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেও দায়িত্ব পালনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সুকান্ত বলেন, 'আপনাদের মনে রাখতে হবে চাকরি সবার আগে। তৃণমূল, বিজেপি কোনও দলের নেতাদের কথাতেই আপনাদের চলার দরকার নেই। কমিশন কী বলছে তা অনুসরণ করুন। তৃণমূলের চাপে মৃতকে জীবিত করবেন না।' তবে একইসঙ্গে বিএলওদের সুরক্ষার জন্য হেল্প লাইন চালু করার ব্যাপারে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

একাকী... *রবিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

মতুয়াদের অনশনে শশী, স্নেহাশিসরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মতুয়া ভোটব্যাংককে হাতিয়ার করে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্য বাঁধতে চাইছে তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে টানা অনশন চালাচ্ছেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি মমতাবালা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ মতুয়ারা।

শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার পরই রবিবার তৃণমূলের এক প্রতিনিধিদল পৌঁছে গেল অনশন মঞ্চে। মতুয়াদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে অভিষেকের নির্দেশে এদিন মঞ্চে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও শাসক দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ।

এতদিন মতুয়াদের অনশনে দলের সামনের সারির কোনও মুখকেই সেভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এবার তৃণমূলের প্রতিনিধিদল অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণ করে বুঝিয়ে দিল, মতুয়াদের অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট লড়াই করবে সবুজ শিবির। এদিন অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন শশী, স্নেহাশিস, তন্ময়রা। অভিষেকের পাঠানো চিঠি পড়ে শোনানো হয় অনশনে অংশগ্রহণকারীদের। এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে মতুয়াদের। ফলে বিগত ১২ দিন ধরে চলা এই অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দলীয় সূত্রে খবর, মতুয়াদের স্বার্থে দিল্লিতেও অনশনের ডাক দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবুজ শিবির। সেই ইঙ্গিত আগেই মিছিল থেকে দিয়েছিলেন অভিষেক।

এদিন প্রতিনিধিদলের বার্তা, একজন বৈধ ভোটারের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলন হবে। তাদের আশ্বাস, অনশনে অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে দল। একই সঙ্গে মতুয়াদের ওপর কোনওরকমভাবে অত্যাচার হলে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে তারা। এসআইআর নিয়ে কোনওরকম ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতেও অনুরোধ করা হয়েছে মতুয়াদের। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অনশন চালাচ্ছেন মতুয়াদের একাংশ। এসআইআর-এর মাধ্যমে সিএএ করে তাঁদের নতুন করে নাগরিক হওয়ার কমিশনের শর্ত মানতে নারাজ তাঁরা। গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির মতুয়া ভোটব্যাংক বেশ ভালো। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই ভোটের পালের হাওয়া ঘোরাতে সচেষ্ট হয়েছে শাসকদল।

ঠাকুরনগরের অনশন মঞ্চে মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডাকার দাবি জোরালো

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বিহার জয়ের পর যখন পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে বাংলাকে নিশানা করছে বিজেপি সেই সময় বিজেপি বিরোধিতায় জোড়া ফলায় শান দিতে চাইছে তৃণমূল। একদিকে বিহারের নির্বাচনে ভোট লুটের অভিযোগ তুলছে তারা। অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হতে চাইছে তৃণমূল। সেই লক্ষ্যে ইন্ডিয়া জোটের দ্রুত বৈঠক ডাকার দাবিও তুলছে তারা।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে বিহারে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত ভোট লুটের অভিযোগ করলেন। বিহারের নির্বাচনের ফল কাটাছেঁড়ায় দেখা গিয়েছে, ১০১টি আসনে লড়ে বিজেপি জিতেছে ৯৫টিতে। শতাংশের হিসেবে ৯৪.৫৯। আর সমসংখ্যক আসনে লড়ে নীতীশ জিতেছেন ৮৫টিতে। শতাংশের বিচারে ৮৪। এই তথ্য তুলে ধরে কুণালের প্রশ্ন, 'এই অস্বাভাবিক ভোটের ফল পরিকল্পিত ভোট লুট নয় তো?' কুণালের কথায়, বিজেপি ও নীতীশের এই 'স্ট্রাইক রেট' অত্যন্ত রহস্যজনক। তাঁর যুক্তি, এতদিন পর্যন্ত বিজেপি সংসদে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে। ওই নির্বাচনে বিজেপির আসন ছিল ৩০৩টি, ৫৫.৯ শতাংশ। আর সংসদে কোনও একক দল হিসেবে কংগ্রেস ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর সহানুভূতির হাওয়ায় সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিল ৪০৪টি, অর্থাৎ ৭৮.৬ শতাংশ। কিন্তু বিহার ভোটে এনডিএর ফল এই সমস্ত হিসেবকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সেই কারণে বিহারের ফলের পিছনে পরিকল্পিত ভোট লুটের আশঙ্কা করছে তৃণমূল।

বিজেপির বিরুদ্ধে এই ভোট লুটের আক্রমণের সঙ্গে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হয়ে উঠতে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের মুখ বদলাতে জোটের ছোট ছোট শরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের সংসদীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। সেক্ষেত্রে বিহার নির্বাচনে রাহুলের ব্যর্থতাকে সামনে এনে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে মমতাকে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সাকিল আহমেদ বিহারে এসআইআর নিয়ে রাহুল গান্ধির দাবিকে এদিন খারিজ করে দিয়েছেন। তৃণমূল মনে করছে, বিহারের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের মধ্যেই রাহুল বিরোধী গোষ্ঠী নতুন করে সক্রিয় হবে। রাজনৈতিকভাবে সেই সুযোগকে তাই হাতছাড়া করতে চাইছে না তৃণমূল।

গুলিবিদ্ধ গৃহবধূ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৬ নভেম্বর : স্ত্রীকে লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্ত্রীকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। তাকে রবিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বিদু পাড়ায়। গুলিবিদ্ধ গৃহবধূর নাম সীমা খান। পেশায় বিউটি পার্লারের মালিক। শনিবার রাত্রে পার্লার বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দরজার সামনে তাকে পিছন থেকে চারটি গুলি ছোঁড়া হয়। দুটি গুলি লাগে বুকে। দুটি হাতে এবং কোমরে। থানার থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছে যায় পুলিশ। জখম গৃহবধূ জানান, তাঁর স্বামীই তাকে গুলি করেছে। বাড়ির সামনে একটি জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল থেকে মুখে কাপড় বেঁধে বেড়িয়ে এসে গুলি চালিয়েছে। মুখ দেখা না গেলেও শরীর দেখে তিনি স্বামীকে চিনতে পেরেছেন বলে হাসপাতালের বেডে শুয়ে দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী রজু খানকে গ্রেফতার করেছে।

শত্রুঘ্নকে শোকজের ভাবনা তৃণমূলের

কটাক্ষ বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : দলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিয়েও অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল। বিহারে বিজেপি তথা এনডিএর জয়ে নীতীশের প্রশংসা করেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। সমাজমাধ্যমে শত্রুঘ্নর সেই পোস্টকে ঘিরে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বিজেপি। তবে সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই শত্রুঘ্নকে বার্তা দিতে পদক্ষেপ করতে পারে তৃণমূল।

বিহার নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর তৃণমূল সাংসদ তাঁর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের জয় নিয়ে তৃণমূল সাংসদের এই প্রশংসা নজর কেড়েছে বিজেপির। এই সুযোগে তাই তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তারা। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টের সঙ্গে নীতীশের সঙ্গে তাঁর একটা ছবিও দিয়েছিলেন তিনি।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'একসময় উনি তো বিজেপিতেই ছিলেন। ছবিটা হয়তো পুরোনো। সেই সময়কার। যাইহোক, বিষয়টা তো তৃণমূলের। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়ে বিজেপির জয়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে শত্রুঘ্নজিকে বলে রাখি, আগামী দিনে বিহারের মতো বাংলার মানুষও এই ম্যাজিক দেখাবে।'

আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানেই শত্রুঘ্নর এই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'জানি না মুখ্যমন্ত্রী আজকে আপনার দ্বিচারিতা, আপনাদের পার্টির দ্বিচারিতা, ইন্ডিয়া জোটের দ্বিচারিতা নিয়ে কী বলবেন। তবে দলের বিরুদ্ধে গিয়েও আপনি যে নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে

গিয়ে মানুষের জন্য এই সত্য কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।' তবে একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিহারে বিজেপিই সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে।

শত্রুঘ্নর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। সরকারিভাবে এমনি কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও তৃণমূল সূত্রে খবর, শত্রুঘ্নর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ তৃণমূল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলে চর্চা হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, প্রয়োজনে শোকজও করা হতে পারে সাংসদকে।

২৪ ঘণ্টাতেই পার্থর জনবাক্স উধাও

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলমুক্তির পর থেকে খানিকটা বিদ্রোহী মেজাজে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ চেয়ে দলকে চিঠিও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দিতে বেহালা পশ্চিমে তাঁর জনসংযোগ কার্যালয়ের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের মতামত ও অভিযোগ সংগ্রহের জন্য এই বাক্সটি বসানো হয়। যদিও ২৪ ঘণ্টা পরেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। কে বা কারা ওই বাক্স বসালেন বা সরিয়ে ফেললেন তা অজানা। এই নিয়ে মুখ খোলেননি স্থানীয়রাও।

পার্থর গ্রেপ্তারির পরেই বেহালা পশ্চিমের ম্যান্টনের অফিসটি বন্ধ পড়েছিল। যে অস্থায়ী ঘরে তিনি বসতেন, সেটি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায়, ওই পরিত্যক্ত অফিসের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পার্থর অনুগামীরা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে লিফলেট বিলি করতে শুরু করেছেন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ নস্যাৎ করতে চেয়েছেন তিনি। এমনকি বেহালা পশ্চিমের জনগণের কাছে বিচার চাওয়ার দাবি জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ঠাকুরনগরে তাঁর সমর্থনে পোস্টারও পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে জনমত সংক্রান্ত ওই জনবাক্স নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও দলের তরফে এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্যই করা হয়নি। তবে সোমবার অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ছাড়পত্রের পর পুরোনো বাস রাস্তায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতার রাস্তায় আবার বাস বাড়তে চলেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকার ভিত্তিতে কলকাতায় ১৫ বছর পুরোনো বাসের পারমিটের নবীকরণ বন্ধ করে দিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। এর ফলে বহু বাস বাতিল হওয়ার আশঙ্কায় বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় বাসের স্বাস্থ্য ও দূষণমাত্রা খতিয়ে দেখে মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের ছাড়পত্র পেতেই বসে যাওয়া বাসগুলি পুনরায় রাস্তায় নামাতে তৎপরতা শুরু করেছেন বাস মালিকরা। নিষেধাজ্ঞার কারণে বসে যাওয়া বাসগুলির জরিমানা ও কর ছাড়ের আবেদনও করা হবে পরিবহণ দপ্তরের কাছে। এই আবেদন মেনে নিলে কয়েক মাসের মধ্যেই ৭০০ থেকে ৮০০ বাস নতুন করে পরিষেবা দিতে রাস্তায় নামবে। এর ফলে সুবিধা হবে বিরাট সংখ্যক মানুষের, এমনটাই মনে করছে বাস মালিকদের সংগঠনগুলি।

বাসগুলি বছরে দু'বার স্বাস্থ্য ও দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা করাতে হবে। বাসের অন্যান্য যন্ত্রাংশ ঠিকঠাক থাকলে রাস্তায় চলাচলের ছাড়পত্র পাবে। এর

ফলে বাস পিছু খরচ বাড়াতে হবে বাস মালিকদের। তাই আগামী সপ্তাহে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে আবেদন জানাবেন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলির একাংশ। ২০০৮ সালে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় দূষণ কমাতে ১৫ বছর মেয়াদে নির্দিষ্ট নির্গমন মাত্রার গাড়ি বাতিল করার কথা বলেছিল। সেখানে দূষণ মাত্রার কথা উল্লেখ ছিল না। বাসের প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূষণ মাত্রা কমানোর বিষয়টিকে হাতিয়ার করে মামলা করেছিল বাস মালিকদের সংগঠনগুলি। পরিবহণ মন্ত্রী নিজেও বাসের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়কে ঐতিহাসিক জয় হিসেবে দেখছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের নির্দেশের পরে গেজেট নোটিফিকেশন দিতে হবে পরিবহণ দপ্তরকে। তার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।' সিটি সাবারবান বাস সার্ভিসের নেতা টিটু সাহা জানান, বাসগুলি ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চালাতে পারেননি। তাই বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এই পরিস্থিতিতে জরিমানা ও কর ছাড়ের বিষয়টি পরিবহণ দপ্তর স্বীকার করে নিলে উপকার হবে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এর ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। বসে যাওয়া বাসগুলি রাস্তায় নামবে।'

শ্রমিক সমাবেশে নজর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলাওয়াড়ি বৈঠকের পর তৃণমূলের বর্তমান লক্ষ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শ্রমিক সমাবেশ শুরু করতে চলেছে শাসক দল। নির্মাণ, মৎস্য, চা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি জেলাওয়াড়ি এই সমাবেশে যোগদান করবে। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার। এই ভোট ব্যাংকে নজর দিয়েছে দল।

কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফরাক্কা, শ্রীরামপুর সহ যেসব জায়গায় শ্রমনির্ভর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেইসব জায়গাতেই সমাবেশ আয়োজন করা হবে। আগামী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দফায় দফায় এই সমাবেশ চালাবে দল। ওই মাসে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে হবে একটি মেগা সমাবেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তাঁদের বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। একইসঙ্গে দলের সামাজিক প্রকল্পগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে এসে বুঝিয়ে দেওয়া, সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের বিপদে সবসময় পাশে থাকবে তৃণমূল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৮ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩২

সন্ধিক্ষণ

হাওয়া কি ঘুরছে বাংলাদেশে? ক'দিন আগে আওয়ামী লিগের ডাকা 'লকডাউন' ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সেদেশে। বেসরকারি যানবাহন বন্ধ ছিল প্রায় সর্বত্র। রাজধানী ঢাকা শহরের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। রাস্তাঘাটে লোকজন ছিল অনেক কম। রাজধানীর বহু রাস্তায় দেখা যায় আওয়ামীর প্রতিবাদ মিছিল। অফিস, কাছারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- সব জায়গায় উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ কম। কোথাও কোথাও গাড়িতে আগুন ধরানোর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণার সম্ভাবনায় আওয়ামী লিগ ওই কর্মসূচি নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল সেই শাস্তি ঘোষণা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আগেই।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত, দীর্ঘ কয়েক দশকের শাসকদল আওয়ামী লিগের মিছিল, সভা-সমাবেশ, রাজনৈতিক প্রচার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা- সবই এখন নিষিদ্ধ। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে আওয়ামী লিগের কর্মী-নেতারা চরম দুরবস্থায় আছেন। অনেকে দেশছাড়া। যাঁরা দেশে আছেন, তাঁদের অনেকে জেলবন্দি, অনেকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার।

কিন্তু হাসিনার দল আবার জেগে উঠেছে। গত এক মাসে ঢাকা সহ দেশের অনেক এলাকায় আওয়ামী লিগের প্রতিবাদ মিছিল দেখা গিয়েছে বারবার। একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া হাসিনার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলাদেশ তোলপাড় হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, 'আওয়ামী লিগকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া না হলে দলের কোনও সমর্থকই ভোট দেবেন না।'

আওয়ামী লিগ নেত্রীর কথা সঠিক হলে, অর্থাৎ গোটা বাংলাদেশে তাঁর দলের সমর্থকরা শেষপর্যন্ত ভোট বয়কট করলে সংসদ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সারাবিশ্বে সেটা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ বার্তা পাঠাবে। দেশের ভাবমূর্তি তাতে ধাক্কা খাবে। হাসিনার পরোক্ষে ভোট বয়কটের হুমকি তাই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের। ইউনূস প্রচার করছেন, 'দেশের ভিতরের এবং বাইরের শক্তি নির্বাচন বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

হাসিনার হুংকারের পরিপ্রেক্ষিতেই যে ইউনূসের এই মন্তব্য, তা নিয়ে সংশয় নেই। ইউনূস নানা কারণেই খুব স্বস্তিতে নেই। ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে ইতিমধ্যে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট করার ঘোষণা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। তবে আওয়ামী লিগের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দল বিএনপি ইউনূসের পথের কাঁটা। যেকারণে বিএনপি'র ওপর নজরদারি, ধরপাকড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএনপি ইতিমধ্যে ২৩৭ কেন্দ্রে দলের প্রার্থী স্থির করে ফেলেছে। একাধিক আসনে প্রার্থী হচ্ছেন খালেদা জিয়া। বিএনপি ৬০ কেন্দ্রের প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেনি। তাতে অনেকের অনুমান, এনসিপি হয়তো বিএনপি'র হাত ধরবে। কিন্তু এনসিপি'র বক্তব্য, কোনও বড় দলের সঙ্গে তারা জোটে যাবে না। কারণ, তাতে বড় দলের অপকর্ম, দুর্নীতি- সবকিছুর দায় তাদের ওপর চাপবে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি তারা। জামায়াত-ও প্রার্থী বাছাই সেরে ফেলেছে। কিন্তু ঘোষণা করেনি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, আওয়ামী লিগকে বাদ দিয়ে ভোট হলে আন্তর্জাতিক মহলে তার গুরুত্ব কমে যাবে। ট্রাইবিউনালের রায়ে হাসিনা ও তাঁর দুই প্রাক্তন সহযোগীর বড়সড়ো শাস্তি ঘোষণা হতেই পারে। কিন্তু ২০২৪-এর অগাস্টে আওয়ামী লিগ যে পরিস্থিতিতে পড়েছিল, তার বদল ঘটেছে।

হাসিনার দল অন্তর্বর্তী সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিয়মিত আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে। এ সপ্তাহেও চারদিনের আন্দোলনসূচি রয়েছে। অন্যদিকে, ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সরকারের অন্য শরিকদের মধ্যে। তাছাড়া গত দেড় বছরে দেশে রাজনৈতিক সুস্থিতি আসেনি। অর্থনৈতিক অবস্থাও টালমাটাল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে হাসিনার দল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

উপাচার্য সংকট : রাজ্যে নতুন রেকর্ড

গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এখন বোধহয় নতুন রেকর্ড তৈরি করা কিংবা রেকর্ড ভাঙার মরশুম চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণী সম্প্রতি বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে ছয় মারার রেকর্ড করেছেন। রেকর্ড গড়ায় তাঁর থেকে মোটেই পিছিয়ে নেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তরুণীর রাজ্য। শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের রেকর্ড জোর গলায় বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যায়। কিন্তু রাজ্যের রেকর্ডে আম বাঙালির মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। তবে আমজনতার কোনও হেলদোলই নেই যে! মাথা উঁচু করেই বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার 'সেরা' অঙ্গন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নেই কত বছর বলতে পারবেন? শুনে নিন, আড়াই বছর। সংখ্যাটা ১৮ হতেই পারত যদি না অক্টোবরে ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত না করত সুপ্রিম কোর্ট। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুরের গত ছয় মাস তো অস্থায়ী উপাচার্য বলেও কেউ ছিলেন না।

উচ্চশিক্ষার মতো এমন একটি 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার, রাজভবন এবং সুপ্রিম কোর্ট 'ছেলেখেলা' করছে কি না বলে শিক্ষাবিদদের মধ্যে উঠেছে সেই প্রশ্নও। এই মামলা চলেছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। তবুও কেন এই অচলাবস্থা, সেই প্রশ্ন উঠেছে। নীরব শুধু পড়ুয়ারা। আখেরে মূল ক্ষতিটা হচ্ছে কিন্তু তাঁদেরই। এ নিয়ে কিন্তু কোথাও কোনও আন্দোলন নেই। শুধু ফাইল চালাচালি হচ্ছে বিকাশ ভবন, কলকাতার রাজভবন আর সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, গবেষক, অভিভাবক -সবাই নীরব দর্শক। স্পিকটি নট।

উপাচার্য নিয়োগ করার 'আসল' ক্ষমতা কার, তা নিয়ে রাজভবন আর নবান্নের লড়াইয়ে উচ্চশিক্ষায় যে এমন অচলাবস্থা হতে পারে এমন ধারণা শিক্ষাবিদদের আগে কখনও ছিল না। রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলেও, তা এখনও আইনে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ, ফাইল আটকে রয়েছে রাজভবনে। রাজভবনের আশঙ্কা, নবান্ন উপাচার্য নিয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা পেলে শুধু শাসকদলের ঘনিষ্ঠরাই নিযুক্ত হবেন। নবান্নের আশঙ্কা, রাজভবন উপাচার্য নিয়োগ করলে তাঁদের উপরে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কারণ, গেরুয়া শিবিরের লোক সে ক্ষেত্রে উপাচার্য নিযুক্ত হবেন। অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সময় এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। আর সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পঠনপাঠন এবং গবেষণা মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে বলেই অভিমত বিকাশ ভবনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার দখলদারি নিয়ে এই দড়ি টানাটানি শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গেলেও, এখনও ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা যায়নি। গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি বিজ্ঞাপন, আবেদনকারী ঝাড়াইবাছাই এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তিনজনের তালিকা পাঠিয়ে দেয় নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর 'পছন্দের' তালিকা জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। গত বছর ডিসেম্বরে প্রথম লপ্তে এমন আটজনকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যেই রাজ্যপাল নিযুক্ত আট উপাচার্য নিয়োগপত্র পেয়ে যান। এঁদের মধ্যে তিনজন রাজ্যপালেরই নিয়োগ করা অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, ওই আটজন উপাচার্যকে নিয়ে রাজভবন-নবান্নের মধ্যে বিরোধ ছিল না। ওই তালিকায় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও কল্যাণী ছাড়া 'বড়' কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ওই প্রাথমিক পর্যায়ে উপাচার্য পায়নি। কলকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। অচলাবস্থা যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়। সুপ্রিম কোর্ট রাজভবন ও নবান্নকে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে সর্বসম্মতিক্রমে ওই তিনজনের তালিকা থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য সময় দেয়। তাতে কোনও লাভ হয়নি। মাঝখানে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ছয় মাস পরে সেই নিয়োগ বাতিল করে সোনালিকে করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফের অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে।

গত বছরের জুলাই মাসে বিচারপতি ললিত উপাচার্য নিয়োগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ঠিক এক বছর পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের আসরে নামেন বিচারপতি ললিত। আগের তালিকায় নাম থাকা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে একটি করে নাম পাঠানো হয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে। কিন্তু সেই তালিকাও সর্বসম্মত হয়নি। নবান্নের পছন্দের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ জমা দেয় রাজভবন। আবার রাজভবনের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেয় নবান্ন।

কিন্তু ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬টি-র ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট বলে, ১২ নভেম্বর তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে। কিন্তু পরে জানিয়ে দেয়, ৩ ডিসেম্বর আদালতে এই মামলা উঠবে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষাবিদদের অনেকেই অশনিসংকেত দেখছেন। তাঁরা মনে করছেন, এখন সুপ্রিম কোর্টের সামনে দুটি রাস্তা খোলা। (ক) রাজভবন ও নবান্ন একমত না হলেও, সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকে বিচারপতি ললিতের দেওয়া তিনজনের নাম থেকে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারে, অথবা (খ) আগের প্যানেল বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত ওই শিক্ষাবিদরা।

এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখুন- অস্থায়ী উপাচার্য নেই, রেজিস্ট্রার নেই, ফিন্যান্স অফিসার নেই, ডিন অফ স্টুডেন্টস নেই, শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ- নবান্ন বা রাজভবন সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবছে না। ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবছেই না।' ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, 'রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ছাত্র ভর্তির হার দেখেই বিষয়টি পরিষ্কার।' উপাচার্য নিয়োগ সমস্যা যত জটিল হবে, ততই ছাত্ররা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করবে- এমনটাই আশঙ্কা করছেন শিক্ষাবিদদের অনেকেই। এক প্রাক্তন উপাচার্যের মন্তব্য, 'একদিন দেখবেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে নবান্ন। সে দিন আর বোধহয় দূরে নেই।'

আর একটি বিষয় নিয়েও শিক্ষাবিদরা বিস্মিত। এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এই যে মামলা বছর দুয়েক ধরে চলছে তাতে বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের মামলার খরচ জোগাচ্ছে রাজ্য। দুই প্রতিপক্ষ নবান্ন এবং রাজভবনের হয়ে আইনজীবীদের ফি দিচ্ছে রাজ্য অর্থ দপ্তর। কয়েক কোটি টাকার উপরে নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে রাজ্যের কোষাগার থেকে।'

ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী শিক্ষক বাদ দিন, ঠিকা-শিক্ষক পর্যন্ত নেই। ক্লাস প্রতি ৫০০ টাকা মজুরিতে নেট উত্তীর্ণ, পিএইচডি প্রাপ্ত মেধাবীরা পড়াচ্ছেন। কীসের জন্য ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় যাবে বলুন তো? এগুলিও নিশ্চয় রেকর্ড। রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় হতাশাব্যঞ্জক রেকর্ড। অধোগতির লক্ষণ। এই ধরনের রেকর্ড গড়ার মতিভ্রম যাতে আর কোনও রাজ্য সরকারের না হয়, এটাই আম বাঙালির এই মুহূর্তের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৬

কবি তারাপদ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়।

আলোচিত

বিবাহিত মেয়ে-বোনেদের বলতে চাই। বাপের বাড়িতে ভাই বা ছেলে থাকলে ঈশ্বরতুল্য বাবাকেও তোমরা বাঁচাতে যেও না। সেই বাড়ির ছেলেকে বলো কিডনি দিতে। বাবাকে কিডনি দেওয়ার সময় বড় অপরাধ করে ফেলেছি।

- রোহিণী আচার্য

ভাইরাল/১

ছবিটির পরাবাস্তবতায় চোখে ঘোর লেগে যায়। ফ্রেমবন্দি করেছেন অ্যারিজোনার অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফার অ্যান্ড্রু ম্যাককার্থি। মহাকাশে ক্যামেরা তাক করে গ্রহনক্ষত্রের ছবি তোলা যাঁর বরাবরের নেশা। ছবিটি এরকম, লালচে প্রকাণ্ড সূর্যের সামনে শূন্যে ভাসমান এক ব্যক্তির অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আসলে তিনি স্কাইডাইভিং করছেন।

ভাইরাল/২

কর্মীর ওপর মালিকের পাশবিক অত্যাচার। পুনের একটি হোটেলের ম্যানেজারকে উলঙ্গ করে লোহার পাইপ দিয়ে বেধড়ক মারধর হোটেল মালিকের। ম্যানেজার কাকুতিমিনতি করছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অন্য কর্মীরা দাঁড়িয়ে দেখছেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

তরুণসমাজের হতাশা বাড়িয়েছে এসএসসি

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এক গভীর ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত। আদালত ও তদন্তের বিভিন্ন ধাপে এই অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে, যা শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেনি, বরং এক বৃহৎ প্রজন্মের যোগ্য চাকরি-প্রত্যাশীর ভবিষ্যৎকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

রাজ্য সরকারের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং এর প্রশাসনিক ত্রুটি সরাসরি সরকারের দায়বদ্ধতার আওতায় পড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই দুর্নীতির প্রকৃত মাশুল দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থী, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা, যাঁরা রাজনীতি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত নন, অথচ পুরো ব্যবস্থার ভাঙনের শিকার।

দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর নিয়োগ বাতিল ও পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যায়, যদিও তাঁদের অনেকে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

সম্প্রতি হয়ে যাওয়া লিখিত পরীক্ষায় নতুন যোগ্যরা বসেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নতুন পরীক্ষায় অনেক তরুণ-তরুণী শতভাগ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ধাপে ডাক পাননি। স্বচ্ছ ও যুক্তিনির্ভর প্যানেল তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচনের প্রথম ধাপে কীভাবে মূল্যায়ন হল, কোন মানদণ্ডে প্রার্থী বাদ পড়লেন, এবং কেন এত বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সুযোগ পেলেন না? এই প্রশ্নগুলো শুধু তরুণদের নয়, সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের মনে যথার্থ সন্দেহ তৈরি করে।

প্রায় এক দশক ধরে যথাযথ এসএসসি পরীক্ষা না হওয়া তরুণ সমাজের হতাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া হাজারো প্রার্থী অপেক্ষায় ছিলেন, একবারের জন্য হলেও ন্যায্যভাবে পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না। এঁদের মধ্যে অনেকে আট-দশ বছর শুধু একটিমাত্র পরীক্ষার আশায় বসে থেকেছেন। এই সময়ে তাঁদের শিক্ষাকাল, শ্রম, পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপ- সব মিলিয়ে হারিয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ এই নষ্ট হওয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় কি শুধুই ব্যক্তির? নাকি প্রশাসনিক কাঠামোরও দায় আছে?

নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায় যেমন কমিশনের, তেমনি তা সরকারেরও। সরকারের ওপর দায় থাকে ন্যায়সংগত ব্যবস্থা বজায় রাখা, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। যদি একটি পুরো প্রজন্ম শুধু পরীক্ষা নাও দিয়ে বয়স পার করে ফেলে, তবে তার দায়ভার ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় না। এ হল রাষ্ট্রের নীতিগত ব্যর্থতা, যার প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আস্থার ওপর।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

প্রকৃতির সিম্ফনিতে প্রাণের প্রথম সুর

'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

কোষের ভেতরে কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি?— এ যেন আবহমানকালজুড়ে বিজ্ঞানের এক মৌলিক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের নিগূঢ় উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারের 'বিজ্ঞান যুব শান্তিস্বরূপ ভাটনগর' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন কলকাতা IISER-এর রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক এবং গবেষক ডঃ দিব্যেন্দু দাস।

ডঃ দাসের গবেষণার বিশেষ কৃতিত্ব ঠিক কোথায়? তা বুঝতে হলে যেতে হবে বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে। 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি' বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন'-এর জগতে। ধরা যাক, একটি গাছ জলের সন্ধানে শিকড় ছড়িয়ে দেয় মাটির গভীরে। বর্ণহীন, গন্ধহীন জল ও সঙ্গে কিছু খনিজ লবণ সংগ্রহ করে নিজের শরীরে। আর বাতাস থেকে নিঃশব্দে ছেঁকে নেয় কিছু প্রয়োজনীয় বর্ণহীন গ্যাস। তারপর, কোনও এক জাদুকরি মুহূর্তে সেই গাছ নিজেকে সুশোভিত করে তোলে রঙিন পুষ্পে। শুরুর সেই সাদা-কালো পর্ব থেকে রঙিন যাত্রাপথের কোনও প্রতিলিপি নেই, নেই কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষীও। তাই আমরা পুষ্পের ভুবনমোহিনী রূপে কেবল মুগ্ধ হয়ে ভাবি— নিশ্চয়ই এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও অদৃষ্ট শক্তি, হয়তো ঈশ্বর। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বাসে থেমে থাকে না। সে গোয়েন্দা হয়ে রহস্যের গভীরে ডুব দেয়। প্রমাণ ও যুক্তির আলোয় সত্যকে উন্মোচন করাই যেন তার ধর্ম।

তাইতো বিশ্বজুড়ে একদল বিজ্ঞানী 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি', বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছেন প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটনে। ডঃ দাস তাঁদেরই একজন। কী এই ব্যবস্থাগত রসায়ন? আসলে আমরা বাইরে যে ধর্ম বা আচরণ প্রকাশিত হতে দেখি— যেমন ফুলের রং, প্রাণের স্পন্দন— তা যদি একক কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল না হয়ে বহু বিক্রিয়ার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্মিলিত ফল হয়, তাহলে? এই ধারণার অনুসন্ধানই ব্যবস্থাগত রসায়নের মূল উদ্দেশ্য। এবারে প্রশ্ন হল, প্রাণ সৃষ্টির পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যায় এই ব্যবস্থাগত রসায়নের ভূমিকা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে।

বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরি ১৯৫৩ সালে প্রথমে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করে বিদ্যুৎফুলিঙ্গের উপস্থিতিতে তৎকালীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু সাধারণ গ্যাসের সমন্বয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করেন। এই হাতেকলমে পরীক্ষা প্রমাণ করে কিছু প্রাণহীন জৈব কোষীয় অঙ্গাণু থেকেই সমুদ্রের জলে প্রথম পৃথিবীর আদি কোষ অর্থাৎ প্রাণের উদ্ভব।

এবারে প্রশ্ন হল, সেই আদিকোষে প্রাণ এল কোথা থেকে? অর্থাৎ তার মধ্যে বৃদ্ধি, অপত্য কোষ গঠন এবং বিবর্তনের মতো জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেল কীভাবে? এখানেই 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' আমাদের ভাবনার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলে, আজ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলে ঘটে চলা অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভৌতরাসায়নিক ফলাফল একটি কোষে 'প্রাণ' হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যেন এক রাসায়নিক সিম্ফনি— যেখানে প্রতিটি অণু নিজে সুর তোলে, কিন্তু জীবনের সংগীত সৃষ্টি হয় তাদের সম্মিলিত সুরলহরিতে। একদিন সত্যি সত্যিই যদি সিস্টেম কেমিস্ট্রির হাত ধরে প্রাণ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়, সেদিন সমগ্র মানবজাতি হয়তো বা বিশ্বাস করতে শিখবে—

আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন, আর তিনি হলেন প্রকৃতি নিজেই। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই কিছু মৌল ও যৌগ জোগান দিয়ে মাতৃগর্ভে আমাদের প্রথম কোষটি গড়ে তুলছে প্রতিনিয়ত। সেদিন হয়তো বা র‍্যাডক্লিফ-ম্যাকমোহন সীমারেখা কিংবা NRC-SIR- কোনওকিছুই আমাদের সেই মহাজাগতিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না।

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শাকসবজি ৪। মেয়েদের কপালে পরার এক ধরনের গয়না, কপালের তিলক ৫। রসনা, জিহ্বা ৭। লক্ষ্মীদেবী, রংবিশেষ ৮। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক গুরু, জাগ্রত সিদ্ধপুরুষ ৯। বিশাল গাছ, উদ্ভিদ থেকে জাত স্নেহ পদার্থ ১১। কাঁঠাল ১৩। সে, সেই, তা ১৪। সম্পর্ক, ঐশ্বর্য, শক্তি ১৫। দুষ্ট, পাজি, শয়তান।

উপর-নীচ : ১। আধ ভাগ, অর্ধেক ২। শ্রীরাধার শাশুড়ি, জটাযুক্ত ৩। অতি সংকীর্ণ পথ, অলিগলি ৬। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ ৯। মোটা পশমের কাপড় ১০। চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব, জ্বালাজনক জিনিসের সংস্পর্শে অস্বস্তিবোধ ১১। বাতাস ১২। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪২৯৩

পাশাপাশি : ১। পাঞ্চালিকা ৩। মারুতি ৫। কায়সাধনা ৭। তরক্ষু ৯। চিকন ১১। হাতসাফাই ১৪। ইয়ার ১৫। রামায়েত।

উপর-নীচ : ১। পারাবত ২। কালিকা ৩। মালসা ৪। তিলানা ৬। ধমক ৮। রজত ১০। নবুয়ত ১১। হালুই ১২। সায়র ১৩। ইন্দিরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রে পাথর খাদানে ধস নেমে অন্তত ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এখনও কয়েকজন শ্রমিক ধসের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শনিবার দুপুরে খাদানে ধস নামার সময় ১২-১৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। রবিবার প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চলছে প্রাণের সন্ধান।

তেজস্বী সম্পর্কে বিস্ফোরক রোহিণী

বাড়ি ছাড়লেন লালুর আরও তিন কন্যা

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সংসারে অশান্তি ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। শনিবারই আরজেডি এবং পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন লালু-কন্যা রোহিণী আচার্য। তখন তিনি অবশ্য শুধুমাত্র লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের দুই সহযোগী সঞ্জয় যাদব এবং রামিজকে নিশানা করেছিলেন। কিন্তু রবিবার সমাজমাধ্যমে রোহিণী যে বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন, তাতে নাম না করে তেজস্বীকেই নিশানা করা হয়েছে। এই ঘটনায় শুধু আরজেডি সুপ্রিমোর পরিবারেই নয়, তাঁর দলেও অশান্তির পারদ চড়ছে। রোহিণী বাড়ি ছাড়ার পর লালুর আরও তিন মেয়ে চন্দা, রাগিণী এবং রাজলক্ষ্মীও পাটনার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। বোনেদের এহেন পরিস্থিতি দেখে ফল ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লালুর ত্যাজ্যপুত্র তেজপ্রতাপও। অন্যদিকে দলের শীর্ষনেতা শিবানন্দ তিওয়ারি আরজেডি সুপ্রিমোকে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রবিবার মুম্বইয়ে নিজের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়েছেন তিনি। যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'গতকাল আমার জন্য মা-বাবা আর বোনেরা কাঁদছিল। ওদের মতো মা-বাবা পেয়ে আমি ধন্য। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমার মা-বাবা আর বোনেরা সঙ্গে আছে। আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।'

যাওয়ার আগে এদিন রোহিণী দুটি আবেগঘন পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। প্রথমে তিনি লেখেন, 'গতকাল এক কন্যা, এক বোন, এক বিবাহিতা মহিলা, এক মাকে অপমান করা হয়েছে। নোংরা গালাগালি দেওয়া হয়েছে। চপ্পল ছুড়ে মারার চেষ্টাও করা হয়েছে। আমি আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি। সত্যকে বিসর্জন দিইনি। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে।' রোহিণীর বিস্ফোরক দাবি, 'কাল এক মেয়েকে বাধ্য হয়ে নিজের কাঁদতে থাকা মা-বাবা-বোনেদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, আমার কাছ থেকে আমার বাপের বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমাকে অনাথ করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি লিখেছেন, 'আপনারা কেউ আমার রাস্তায় চলবেন না। কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে, বোন না জন্মায়।' তিনি লিখেছেন, 'কাল আমাকে গালি দিয়ে বলা হয়েছে, আমি নোংরা এবং আমি আমার বাবাকে আমার নোংরা কিডনি দিয়েছি। কোটি কোটি টাকা ও টিকিট নেওয়ার পরই আমি নোংরা কিডনি দিয়েছি।'

রোহিণীর পোস্টে সরাসরি তেজস্বীর নাম না করা হলেও একটি সূত্রের দাবি, শনিবার দুপুরে লালুর ছোটছেলের সঙ্গে রীতিমতো বচসা হয়েছিল তাঁর। সূত্রটি জানিয়েছে, ভোটে ভরাডুবির যাবতীয় দায় রোহিণীর ঘাড়েই চাপিয়েছেন

ভাই-বোনের এই মধুর সম্পর্ক আপাতত অতীত। -ফাইল চিত্র

আজ নীতীশের ইস্তফা, তারপর সরকার গঠন

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী পদে দশম বারের জন্য নীতীশ কুমার আদৌ বসবেন কি না তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বিহারে। ১৯ অথবা ২০ নভেম্বর ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে নতুন সরকার শপথ নিতে পারে। সূত্রের খবর, সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মন্ত্রীসভার একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নীতীশ কুমার। সেই বৈঠকের পর রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন তিনি। তারপরই নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে নীতীশ কুমারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রবিবার মুখ খোলেন তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার। তিনি বলেন, 'বিহারে আশাতীত ফল হয়েছে। রাজ্যের মানুষ আমার বাবাকে উপহার দিয়েছেন। উনি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করা জারি রাখবেন।'

পাটনায় রবিবার দিনভর একের পর এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন এনডিএ নেতারা। নীতীশ কুমারের বাসভবনে যান জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা, রাজীবরঞ্জন ওরফে ললন সিং, বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল প্রমুখ। বিজেপি সূত্রে খবর, ১৮ নভেম্বর বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক বসবে। সেখানেই পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন করা হবে।

এদিকে একটি আসনেও জিততে না পারা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজের তরফে রবিবার অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য পাঠানো বিশ্বব্যাংকের ১৪ হাজার কোটি টাকা বিহারের ভোটে ব্যবহার করা হয়েছে। ওই টাকা থেকেই মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর দল মুখ খুললেও পিকে এখনও নীরব। রবিবার তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করবেন বলে জানানো হলেও শেষমুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। পিকের দলের অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান।

ব্রিটিশের দালাল বলে কটাক্ষ মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মন্ত্রীর

কুমন্তব্য রামমোহনকে নিয়ে

ভোপাল ও কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখে 'বঙ্গাল' দখলের কথা বললেও বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে গেরুয়া শিবিরের বিদ্বেষ আর চাপা থাকছে না। অন্তত বাঙালি মনীষীদের বিরুদ্ধে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় যেভাবে কুরুচিকর আক্রমণ করেছেন তাতে সেই বিদ্বেষের দিকটা স্পষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে আখ্যা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়াকে দেশদ্রোহ বলার পর এবার পদ্মব্রিগেডের নিশানায় বাংলার নবজাগরণের পথিক রাজা রামমোহন রায়। শনিবার আগর মালওয়ায় বীরসা মুন্ডার জন্মের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠানে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার মন্তব্য করেন, 'রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন।'

সমাজ সংস্কারক, সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধের মূল কারিগর রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রীর মুখে নিন্দা শুনে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। নিন্দা করেছে কংগ্রেসও। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বঙ্গ বিজেপি। বিতর্কের জেরে পারমার বলেছেন, তিনি মুখ ফসকে ওই কথা বলে ফেলেছেন। তিনিও রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করেন।

যদিও শনিবার তিনি দাবি করেছিলেন, 'ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্তরণের চক্র শুরু হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশদের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করতেন। সেই সময় ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত মিশনারি স্কুলগুলিই ছিল শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম। সেখানে ধর্মান্তরণ করা হত। বীরসা মুন্ডাও পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিশনারিদের কার্যকলাপ টের পেয়ে স্কুল ছেড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।' এর জবাবে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম, বাংলার নবজাগরণ, ভারতবর্ষের জেগে ওঠার সঙ্গে বিজেপির লোকজনের কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন। নতুন ভারতবর্ষের পথিকৃত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই রামমোহন রায়কে অপমান করেছেন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী। বিজেপির উচিত, ক্ষমা চাওয়া।' তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদের নিয়ে কোনও নাটক যেন না করেন। এরপর যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাটক করে টেলিপ্রম্পটারে বাংলার মনীষীদের নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত।'

> রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন। ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।
>
> **ইন্দর সিং পারমার**
> মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী

> আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।
>
> **অরূপ চক্রবর্তী**
> তৃণমূল নেতা

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।' প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'ব্রিটিশদের দালাল, অশিক্ষিত, বর্বর বিজেপি, স্বামী বিবেকানন্দ, বাংলা ভাষা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাউকেই আক্রমণ করতে ছাড়েনি। এবার রাজা রামমোহন রায়ও পার পেলেন না।' মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ভূপেন্দ্র গুপ্তা বলেন, 'সতীদাহ প্রথা রোধ করাকেও কি ব্রিটিশের দালালি দেখা হচ্ছে?'

৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার ঘিরে রহস্য

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : প্রতিদিন নতুন মোড় নিচ্ছে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে হওয়া বিস্ফোরণ তদন্ত। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে কিছু ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে।

রবিবার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার করেছেন। তার মধ্যে ২টি তাজা এবং একটি খালি শেল। এই ধরনের কার্তুজ মূলত সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। দিল্লি পুলিশে এর প্রচলন নেই বলে জানা গিয়েছে। ফলে কীভাবে সেগুলি বিস্ফোরণ স্থলে এল, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গুলি পাওয়া গেলেও ওই এলাকা থেকে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা অস্ত্রের অংশ পাওয়া যায়নি। কার্তুজ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। যদিও এদিন পর্যন্ত কার্তুজগুলি কোথা থেকে এল, তা জানা যায়নি। গোয়েন্দাদের একাংশের অনুমান, লালকেল্লা চত্বরে সেনা সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষাবাহিনীর আনাগোনা রয়েছে। বিস্ফোরণের আগে-পরে ওইসব বাহিনীর কোনও সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাঁর বন্দুকের কার্তুজ কোনওভাবে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে ২টি কার্তুজের সঙ্গে যে খালি শেলটি পাওয়া গিয়েছে, সেটি কীভাবে এল। আবার হোয়াইট কলার মডিউলের কাছে কোনওভাবে ৯ এমএম কার্তুজ পৌঁছেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

চিকিৎসক উমর উন নবিই যে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি চালাচ্ছিল, তা নিশ্চিত করেছে ফরেন্সিক রিপোর্ট। বিস্ফোরণ স্থল থেকে গাড়িচালকের দেহের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ডিএনএ টেস্টে তার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে। এছাড়া উমরের আই২০ গাড়িতে অন্তত ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকার প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ট্রাই অ্যাসিটোন ট্রাইপারঅক্সাইড বা টিএটিপি নামের বিস্ফোরকটি 'মাদার অফ স্যাটান' নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট উত্তাপে ডিটোনেটর ছাড়াই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এই রাসায়নিক। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে ঘটা বিস্ফোরণে যে একাধিক রকমের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দারা।

এদিকে অনন্তনাগ সরকারি হাসপাতালে কর্মরত হরিয়ানার এক চিকিৎসককে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। হোয়াইট কলার মডিউলের একাধিক সদস্যের সঙ্গে প্রিয়াংকা শর্মা নামে ওই চিকিৎসকের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। উমরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘণ্টা কয়েক আগে তার অ্যাকাউন্টে ২০ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল। সেই টাকার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে ভাড়াবাড়িতে উমর থাকত, সেখানেই একটি আস্ত গবেষণাগার গড়ে তুলেছিল সে। সেখানে বিস্ফোরক তৈরির জন্য গবেষণা চলত। একাজে 'ফিদাঁয়ে চিকিৎসক'-কে সাহায্য করত পাকিস্তানি হ্যান্ডেলাররা।

দিল্লি বিস্ফোরণ

- বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার
- গাড়িচালকের দেহের নমুনার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে
- গাড়িতে ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল
- ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব মিলেছে

কফি মেশিন কেনার চেয়ে দরকারি ইন্টার্ন

নয়ডা, ১৬ নভেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যখন মানব সম্পদ কমানোকেই পাখির চোখ করছে বিভিন্ন সংস্থা। তখন উলটো পথে হাঁটার ঘটনা ঘটেছে নয়ডার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। সেখানকার সিইও সম্প্রতি এক বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটি ভাইরাল হচ্ছে। ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্তা বলেছেন, ৫০ হাজার টাকায় একটি কফি মেশিন কেনার চেয়ে ওই টাকায় দু'জন ইন্টার্নকে রাখতে পারবেন। তাঁর এই মন্তব্য কর্পোরেট জগৎ ও ইন্টার্নদের শ্রমের মূল্য নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বক্তব্য বোঝাচ্ছে, কোম্পানিতে কফি মেশিনের মতো সুবিধাজনক বস্তুর চেয়েও সস্তা হয়ে গিয়েছে মানুষের শ্রম। ইন্টার্নদের শেখার সুযোগ দেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের ন্যূনতম মূল্য নিশ্চিত করাটাও জরুরি। এই ধরনের মানসিকতা তরুণ কর্মীদের শোষণের ইঙ্গিত দেয়। সিইও-র মন্তব্য কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ ব্যবহারের নীতি নিয়েও নতুন করে ভাবাচ্ছে।

নয়ডার ওই কোম্পানিতে নতুন ইন্টার্নরা আসার পর কোম্পানির মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তার (সিইও) সঙ্গে তাঁদের আলাপচারিতার সময় কর্মীরা তাঁকে একটি কফি মেশিন অফিসে বসানো যেতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে ওই জবাব। কর্মী ছাঁটাই করলেও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার ক্যাফেটেরিয়ায় চা বা কফি মেশিনের রমরমা নজর কাড়ে। সেদিক থেকে নয়ডার সিইওর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সংঘ নেতার নাতি নিহত

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর : পঞ্জাবের ফিরোজপুরের আরএসএস প্রধান প্রয়াত দীননাথের নাতি নবীন অরোরা রবিবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চাদের সঙ্গ দিতে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোটর সাইকেলে চেপে আসে। বুধওয়ারাওয়ালা মহল্লার কাছে তাঁকে গুলি করে। নবীন ও তাঁর বাবা বলদেব আরএসএস করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেন জেড ক্ষোভ

মেক্সিকো সিটি, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন দেশে পথে নেমেছে তরুণ সম্প্রদায়। জেন জি-র আন্দোলনের চাপে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে একাধিক দেশে। এবার তরুণদের রোষের মুখে মেক্সিকো সরকার। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এক মেয়রের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মেক্সিকো সিটিতে। পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে ৫০০ জন আহত হয়েছেন। উরুয়াপান শহরের মেয়র কার্লোসিকে গুলি করে খুন করা হয়। শুরু হয় বিক্ষোভ।

সেনা অভিযান

রামাল্লা, ১৬ নভেম্বর : ওয়েস্ট ব্যাংকের বিতর্কিত এলাকায় বসতি তৈরি করা ইজরায়েলিদের নিরাপত্তা দিতে সেনা মোতায়েন করেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তিনীয়দের অভিযোগ, হেবরনের ওল্ড সিটিতে কার্ফিউ জারি করেছে ইজরায়েলি সেনা। সেখানে প্যালেস্তিনীয়দের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ওয়েস্ট ব্যাংকের বিখ্যাত ইব্রাহিমি মসজিদে প্যালেস্তিনীয়দের যেতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। আরিফ জাবের নামে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না।

গুলির লড়াইয়ে হত তিন মাওবাদী

রায়পুর, ১৬ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার বস্তার ডিভিশনের সুকমায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন মাওবাদী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল রাজ্য সরকার তিনজনের মাথার ওপর মোট ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ৩০৩ রাইফেল, বিজিএল লঞ্চার সহ ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, জেলার রিজার্ভ গার্ড-এর যৌথবাহিনী সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে এদিন ভোরে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করলে যৌথবাহিনীও পালটা জবাব দেয়। দু-পক্ষের গুলি বিনিময়ে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সুকমার এসপি কিরণ চহ্বাণ জানিয়েছেন, মৃতরা হল জন মিলিশিয়া কমান্ডার তথা কোন্তা এরিয়া কমিটির সদস্য মাধবী দেবা, কোন্তা এরিয়া কমিটির সিএনএম কমান্ডার পোডিয়াম গঙ্গি, কিসতরম এরিয়া কমিটির সদস্য সোদি গঙ্গি। নিহতদের দু'জন মহিলা। তারা এলাকায় একাধিক নাশকতার কাজে জড়িত ছিল। তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গতি এনেছে যৌথবাহিনী। চলতি বছর নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি মাওবাদী সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

টেমসে পা ধুয়ে বিতর্কে ভারতীয়

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : লন্ডনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতির অন্যতম টেমস নদী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সম্প্রতি এক ভারতীয় তরুণ লন্ডনে এসে টেমসে পা ধুয়েছেন। তাঁর পা ধোয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কেউ উপহাস করেছেন, 'গঙ্গা, যমুনাকে ফেলে টেমসে পা ধোয়া? এর অর্থ কী?' কয়েকজন বিষয়টিকে সমর্থন করে লিখেছেন, 'কেন পা ধুলে সমস্যা কোথায়?' এক নেটিজেনের কথা, 'প্লিজ টেমসে পা ধোবেন না। ওই জল মানুষ পান করে।' স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে যাঁরা উদ্বিগ্ন, তাঁদের মন্তব্য, 'নদীর জলের রং ঘোলাটে। এতে কিছু ধোয়া উচিত নয়।' টেমসকে পরিষ্কার রাখা সাধারণ মানুষের সচেতনতার মধ্যে পড়ে। টেমসের জলদূষণ বিতর্ক বহুদিনের।

২০২৮-এ চন্দ্রযান

শ্রীহরিকোটা, ১৬ নভেম্বর : ইসরো আগামী তিন বছরের মধ্যে বার্ষিক মহাকাশযান উৎপাদন তিনগুণ করার লক্ষ্য নিয়েছে। কেন্দ্র চন্দ্রযান-৪ মিশনের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের সেই জটিল চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্য চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। ওই মিশন হবে ২০২৮ সালে। জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

শাড়ি নিয়ে ঝগড়া, বিয়ের ১ ঘণ্টা আগে খুন হবু স্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে এক মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল গুজরাটের ভাবনগর। শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘণ্টা খানেক আগে স্রেফ শাড়ি পছন্দ করা ও টাকা নিয়ে ঝগড়ার জেরে হবু স্ত্রীকে খুন করল প্রেমিক। এমনই অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রেমিক সাজন বারাইয়া লোহার পাইপ দিয়ে প্রেমিকা সোনি হিম্মত রাঠোরের মাথায় মেরেছিল। দেওয়ালে সোনির মাথা ঠুকেও দেয়। সোনি মারা যান। সাজন চম্পট দিয়েছে।

সোনি হিম্মত রাঠোর।

পালানোর আগে অভিযুক্ত বাড়িটি লন্ডভন্ড করেছে।

ডিএসপি সিজ্ঞল জানিয়েছেন, বাড়ির অমতে ভাবনগরের টেকরি চকে গত দেড় বছর ধরে লিভ-ইনের পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় সাজন ও সোনি। দু'জনের বাগদান সম্পন্ন হওয়ার পর বিয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজও করেছিলেন তাঁরা। শনিবার রাতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের ঠিক ঘণ্টা খানেক আগে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎসবের বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। ভালোবাসার সম্পর্ক কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হল, তা দেখে বিস্মিত পাড়াপড়শির সঙ্গে গুজরাটের মানুষ।

আজ হাসিনা মামলার রায়

আওয়ামী লিগকে ঠেকাতে রাজপথ দখলের ডাক জামায়াতের

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় সোমবার সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় পর্দায় রায় সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রায় ঘিরে ঢাকা, গোপালগঞ্জের মতো আওয়ামী লিগ প্রভাবিত ৪টি জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের নানা জায়গায় আওয়ামী লিগের ঝটিকা মিছিল বেরিয়েছে। মিছিলগুলিতে লোক সমাগম প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রবিবার শুধু ঢাকা ও কুমিল্লা থেকেই আওয়ামী লিগের ৫৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার রায় ঘোষণার সময় আওয়ামি লিগ যাতে রাজপথের দখল নিতে না পারে সেজন্য প্রস্তুতি সেরে রেখেছে জামায়াতে ও তাদের সহযোগী ৮টি দল। রবিবার জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আমরা অতীতেও মাঠে ছিলাম, এবারও ফ্যাসিবাদের পক্ষে নাশকতার কোনও সুযোগ জাতি দেবে না। আওয়ামী লিগ সুযোগ পাবে না। আমরা আটটি দল মাঠে থাকব।' বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ট্রাইবিউনালের অনুমতি সাপেক্ষে রায়টি লাইভ প্রচার করবে। বিটিভির মাধ্যমে দেশের অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল ও গণমাধ্যম রায়ের সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে। সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল চত্বরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারি আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসাইন তামিম বলেন, 'জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' সূত্রের খবর, জনসমাগম হতে পারে এমন খোলা জায়গা, সাংস্কৃতিককেন্দ্র ও জেলা শহরগুলিতে বড় স্ক্রিন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ এই বহুল আলোচিত মামলার রায় একসঙ্গে দেখতে পারেন।

গোলমালের আশঙ্কায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের। রবিবার ঢাকায়।

বাবা-মাকে যেমন হতে হবে

প্যারেন্টিং শব্দটি শুনতে বেশ দারুণ। কিন্তু বিষয়টা কি আদৌ সহজ? অতিরিক্ত কঠোর প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে শুধু আদেশ মানতে বাধ্য করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই অতিরিক্ত সফট প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে সবেতে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেও ভালো নয়। তাহলে কেমন হওয়া উচিত প্যারেন্টিং, জানালেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শমীক বসু**

স্কুল আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিল– অনুশাসন এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বাবা-মা আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিলেন– ভালো অভ্যাস এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান। আজকালকার বাচ্চাদের নিয়মানুবর্তিতা এবং ভালো আচরণ শেখার প্রয়োজন রয়েছে। এটা স্কুলে এবং বাড়িতে বিভিন্ন স্তরে শেখানো উচিত। শাস্তি শারীরিক না হোক, মৌখিক শাসন বা কোনওভাবে সামাজিক হতে পারে। আমার মতে, পড়ুয়ারা ভুল করলে তাঁদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

শিশুদের মধ্যে ঠিক-ভুল সম্পর্কে, বিশেষ করে সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি নেবেন। অর্থাৎ সন্তান ভালো কাজ করলে যেমন পুরস্কার দেবেন, তেমনই ভুল কাজে শাস্তিও দেবেন।

লক্ষ করে দেখেছি, আজকাল স্কুলে বাচ্চাদের ছোটদের যা শেখাবেন

- ঠিক-ভুলের পার্থক্য
- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা
- সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলা উচিত
- শিক্ষকদের সম্মান করা এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া

করে, তাঁদের ইমোজি পাঠায়, এমনকি তাঁদের ফেসবুক বা ইনস্টা অ্যাকাউন্টেও যুক্ত থাকে। প্রায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই তাদের শিক্ষককে বন্ধু বা সঙ্গী বলে মনে করে। আমার মনে হয় এগুলো ঠিক নয়। বরং শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া উচিত।

অন্যদিকে, এখনকার দিনে পার্টিতে বাবা-মা এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ঘটনা। দয়া করে বাচ্চাদের এই ধরনের পার্টি থেকে দূরে রাখুন। এমন পার্টি তাদের কোনও সাহায্য তো করেই না, বরং অনেক বেশি ক্ষতি করে।

আমি ডন বসকোতে পড়ার সময় কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, বাড়িতেও তাই। শিক্ষকদের ভয় পেতাম। এত অনুশাসনে খারাপও লাগত। কিন্তু এখন মনে করি সেই অনুশাসনই আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে। অনুশাসন ও সময়ানুবর্তিতা আমাকে জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়েছে।

জীবন কঠিন ও নির্মম। বাচ্চাকে তুলোর মধ্যে না রেখে তাদের বাইরে ছেড়ে দিন, নিজের ডানায় ভর করে উড়তে দিন। কারণ, জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা...

শাস্তি তো দূর, বকুনিও দেওয়া হয় না, এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতেও না। বরং কর্মরত বাবা-মায়েরা তাদের মিষ্টি, ফিজি ড্রিংকস বা জাংক ফুড দিয়ে প্রশ্রয় দেন। আর দাদু-ঠাকুমারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বেলায় বেশ কঠোর ছিলেন। কিন্তু নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রে অনুশাসন তো দূর, প্রশ্রয়ের যেন অবারিতদ্বার।

মানুষজন বোঝেন না, শিশুদের ভালোবাসা এবং তাদের আদর করা বা প্রশ্রয় দেওয়া– দুটো আলাদা বিষয়। কারও আবেগ বুঝতে শিশুরা যেমন অত্যধিক স্মার্ট, তেমনই কীভাবে সেই আবেগ কাজে লাগিয়ে লাভ ওঠাতে হয় সে ব্যাপারেও সমান স্মার্ট। তাই দুর্বল নয়, বাবা-মা'কেও স্মার্ট হতে হবে।

জাংক ফুড সহ স্মার্টফোন এবং টাচ সেন্সিটিভ গ্যাজেট শৈশব ধ্বংস করছে। গল্পের বই পড়া বা শোয়ার আগে বই পড়ার চল এখন প্রায় নেই। ছেলেমেয়েরা কমিক বইও খুব কম পড়ে। আর সময়ের সঙ্গে স্থানীয় ভাষার সাহিত্য হারিয়ে যাওয়া উপকথার মতো হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বাচ্চাদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ গেঁথে দিতে হবে। ঠিক-ভুলের পার্থক্য শেখাতে হবে এবং সবথেকে জরুরি তাদের সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া।

এখনকার দিনে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে চ্যাট

প্রস্টেট বৃদ্ধির সমস্যা

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা, বিশেষ করে ৬০ বছর বয়সে তাঁরা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ইউরোলজিস্ট ডাঃ সুরেশ ভগতের কথায়, প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের আকার অনেকটা আখরোটের মতো এবং এটি মূত্রথলির ঠিক নীচে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালিকে ঘিরে থাকে। বয়সের সঙ্গে হরমোনাল ভারসাম্যের হেরফেরের জন্য প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায় এবং মূত্রনালি ও মূত্রাশয়ের ঘাড়কে সংকুচিত করে দেয়। একে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া বা বিপিএইচ বলে। ফলে প্রস্রাবে সমস্যা দেখা দেয়।

সতর্কতামূলক লক্ষণ

বারবার প্রস্রাব পাওয়া : এই অবস্থা আপনার রাতের ঘুম তো বটেই, দিনের রুটিনেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে এত জোরে প্রস্রাব পায় যে বাথরুমে যেতে যেতে পড়ে যায়। এছাড়া ব্যথা হতে পারে। এই অবস্থা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির প্রথম ও সবচেয়ে ব্যাপক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি।

প্রস্রাব প্রবাহ দুর্বল : এক্ষেত্রে প্রস্রাবের গতি ধীর হয়। কারণ, প্রস্টেট বড় হয়ে যাওয়ায় মূত্রনালিকে সংকুচিত করে, ফলে প্রস্রাব বেরোনোর রাস্তা সরু হয়ে যায়। এই অবস্থা সময়ের সঙ্গে আরও খারাপ হতে পারে।

নির্গত হতে সমস্যা : অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব শুরু হতে সমস্যা হয় বা দেরি হয়। কখনও বা প্রস্রাব কিছুটা হয়, বন্ধ হয়, আবার হয় এবং শেষে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। এই লক্ষণ পুরুষদের মধ্যে খুব সাধারণ, বিশেষ করে যাঁদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায়। এছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব করার পরেও মূত্রথলি পুরো খালি না হয়ে প্রস্রাব জমে থাকে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবশ্যই একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, লক্ষণগুলো যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তেমনই শুরুতেই মূল্যায়ন করে জটিলতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির কারণে মূত্রথলিতে চাপ পড়ে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। এতে বারবার প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও পড়তে পারে। সুতরাং, কোনওভাবেই অবহেলা করবেন না।

ডাঃ ভগত জানিয়েছেন, বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করতে বলা হয়। এই চিকিৎসা প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা কমাতে এবং অস্ত্রোপচার ছাড়াই জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে সাহায্য করে। তবে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় যে কোনও সময় অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হতে পারে।

মুঠোফোন থেকে আঙুলে ব্যথা

অনেকেরই দিন শুরু হয় এবং দিনের শেষ হয় মুঠোফোন বা মোবাইল হাতে নিয়ে। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল চালানোর জন্য বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে হাত ও আঙুলের নানা ধরনের সমস্যা। এ সমস্যাকে গেমার্স থাম্ব, টেক্সট ক্লু, ট্রিগার ফিঙ্গার, স্মার্টফোন পিংকি সহ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নাম। জাপানি ভাষায় একে বলা হয় সুমাহো ইউবি।

দীর্ঘসময় এক হাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা অথবা শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ করলে আঙুল ও কবজির টেন্ডন এবং সন্ধিগুলোতে চাপ পড়ে। যাঁদের এসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাঁদের বয়স ২০, ৩০ অথবা ৪০–এর কোঠায়। আর এই সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় মোবাইল ব্যবহার করলে কবজির স্নায়ুতে কার্পাল টানেল সিনড্রোমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর প্রতিদিন ৬–৮ ঘণ্টা ফোনে কথা বলা ডি কোয়ারভেইনস সিনড্রোম বা কবজি ও বুড়ো আঙুলের পাশে ব্যথার ঝুঁকি বাড়ে।

মুঠোফোনের কারণে হওয়া ব্যথা যদি তীব্র হয় এবং কয়েক দিনের বেশি স্থায়ী হয়, পাশাপাশি হাতে ফোলাভাব, লালভাব অথবা জ্বালাপোড়া দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ ধরনের সমস্যার চিকিৎসা সাধারণত ব্যান্ডেজ দিয়ে হাত স্থির রাখার মাধ্যমে শুরু হয়। এছাড়া ব্যথার ওষুধ, স্টেরয়েড ইনজেকশন ও বিভিন্ন থেরাপিও নিতে হতে পারে। এতে কোনও উন্নতি না হলে অস্ত্রোপচারই শেষ ভরসা।

প্রতিকার

- কিছু টাইপ করার সময় উভয় হাতের আঙুল ব্যবহার করুন।
- বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙুলগুলো দিয়ে স্মার্টফোনের পর্দা স্পর্শ করুন।
- স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় চোখের সরাসরি বা এর চেয়ে কিছুটা নীচে রেখে ব্যবহার করুন।
- হাতের ওপর চাপ কমাতে ফোন রিং হোল্ডার ও ফোন স্ট্যান্ডের মতো অনুষঙ্গ ব্যবহার করতে পারেন।
- সম্ভব হলে ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করুন।

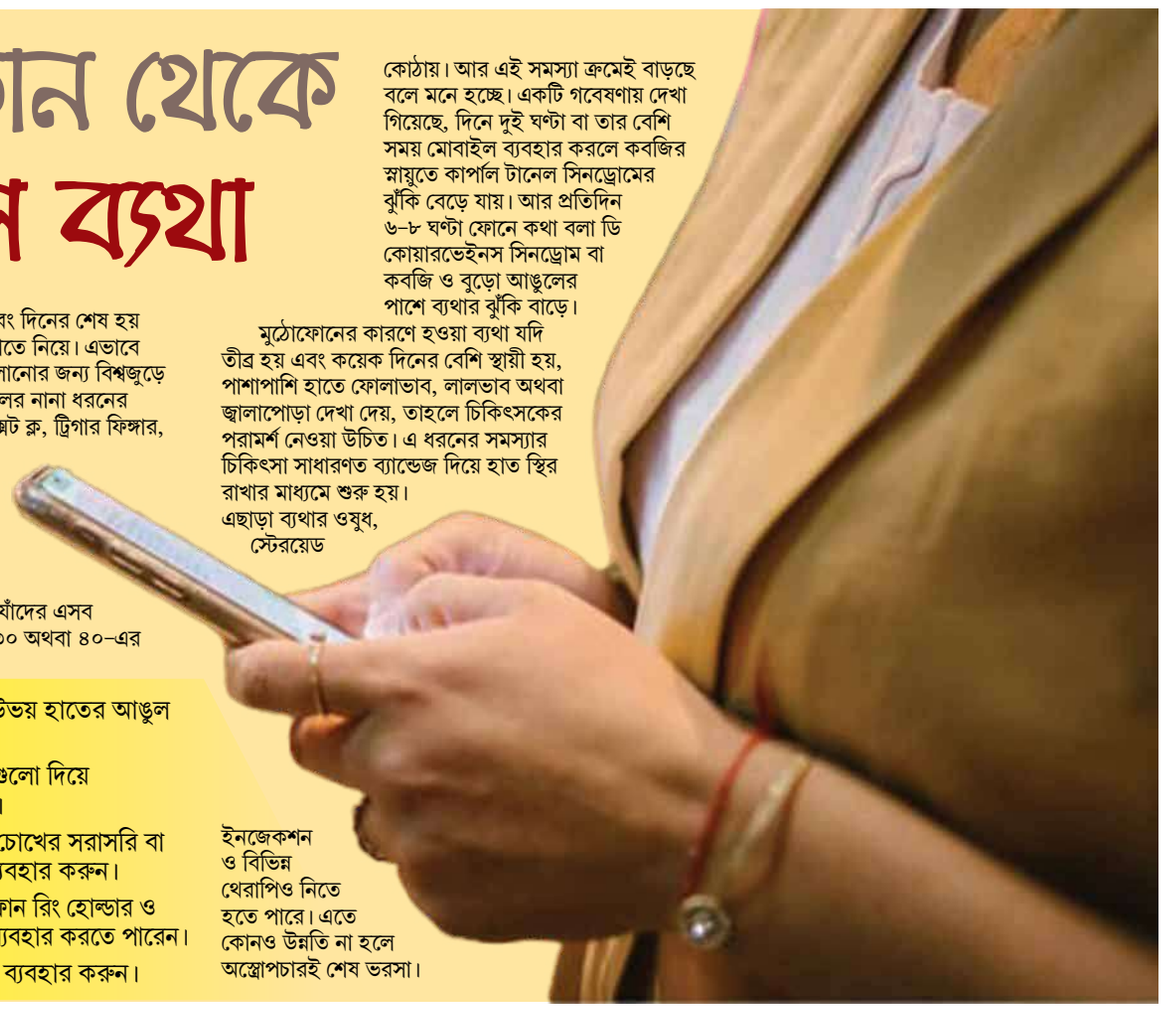

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

পুরাতন মালদার মৌলপুরের বাসিন্দা শ্রীজয়তি সরকার। চিন্তামণি চমৎকার গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ৩৫তম রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে।

উন্নয়ন নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি সাংসদ-পুরসভার

রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রায়গঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন এলাকার রাস্তা সংস্কার ও উন্নতমানের নর্দমা নির্মাণে রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস সাংসদ কার্তিক পালকে প্রস্তাব দেওয়ার পর রবিবার সামনে এলেন কার্তিক। রবিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুর প্রশাসকের পাঠানো চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন। রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পুর প্রশাসকের চিঠি পেয়েছি। এগুলো রেলের প্রস্তাবের মধ্যেই রয়েছে। আমি এই বিষয়টি কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম-কে জানাব। আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব যাতে এটা করা যায়। মানুষের সুবিধার জন্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে চাই।'

অন্যদিকে রায়গঞ্জের পুর প্রশাসনকেও কটাক্ষ করেছেন কার্তিক। রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার ও নর্দমা নির্মাণে যে চিঠি পুর প্রশাসক দিয়েছেন কার্তিকের কাছে সেই চিঠিতে নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ রাজ্য সরকারই তৈরি করে দেবে বলে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। এদিন সেই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেখিয়ে কার্তিক বলেন, 'কাজের ওয়ার্ক অর্ডারে যাত্রী প্রতীক্ষালয় বা মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষের উল্লেখ নেই। মানুষের সুবিধার্থে আমি সাংসদ তহবিল থেকে সেগুলো দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুরসভা সাড়া দেয়নি।'

এই প্রসঙ্গে পুর প্রশাসকের বক্তব্য, 'আমরা অথরিটি। তাই কী হবে সেটা আমরা জানি। অত্যাধুনিক বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ করছি। মানুষ সব জানেন। সাংসদের কথামতো কাজ করতে হবে এরকম কোনও মানে নেই। রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তা পয়ষট্টি লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে। সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকে রাজ্য সরকার।'

ধৃত দুই

মালদা, ১৬ নভেম্বর : ফের ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা বানচাল করে দিল পুলিশ। এবারও মালদা শহরের বুক থেকে মাদক সহ পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন বিহারের দুই কারবারি। রবিবার ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আগামীকাল ফের ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে তোলা হবে।

আগে থেকেই পুলিশের কাছে তথ্য ছিল। সেইমতো রবিবার ভোররাতে মালদা শহরের স্টেশন রোড এলাকায় হানা দেয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সেখানে সন্দেহ হওয়ায় রাজুকুমার সিংহ (৩৮) ও গণেশ হেমব্রম (২৯) নামে দুজনকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের হেপাজত থেকে ৫১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপরই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনেই বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই দুই তরুণ কালিয়াচক থেকে বিহারে ব্রাউন সুগার নিয়ে যাচ্ছিলেন।

জেলা সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রবিবার উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি হোটেলে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। জেলার ৯টি ব্লক থেকে কয়েকশো শিক্ষক এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন।

কার্তিকপুজো উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে রায়বাড়ির ঠাকুরদালান। মালদার ফুলবাড়িতে।

উপোস থেকে কার্তিকপুজো

রায়বাড়িতে ঐতিহ্য অটুট, আয়োজনের প্রস্তুতি

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৬ নভেম্বর : বাঁকে বিহারী কার্তিকপুজোর শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ফুলবাড়ির রায়বাড়িতে। রাস্তার দু'পাশে মেলার প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। চারদিকে সাজোসাজো রব। সেজে উঠছে রায়বাড়ির ঠাকুরদালানও। দশমীতে গণেশপুজো ও কাঠামোপুজো দিয়ে কার্তিকপুজোর সূচনা হয়। রায় পরিবারের সকলে পুজোর আগের দিন গঙ্গাস্নান করেন। পুজোর সময় হলুদ ছাড়া নিরামিষ খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। এছাড়াও পুজোর দিন সকলে উপবাসী থাকেন। পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা পুজোর দিন থেকে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত অন্নগ্রহণ করেন না। পুজোর পর প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভাঙেন।

রায় পরিবারের প্রবীণ সদস্যা সাধনা রায় বলেন, 'একেবারে প্রথম দিন থেকে আমাদের বাড়িতে একই নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়ে আসছে। পরিবারের দূরে থাকা সদস্যরাও এসময় বাড়িতে আসেন। খুবই আনন্দ। তাছাড়া আমাদের বাড়ির এই পুজো যে আজ এলাকার সবার পুজো হয়ে উঠেছে, সেটা ভেবে আরও বেশি আনন্দ পাই।'

মালদার ফুলবাড়ি রায়বাড়ির পুজো শহরের অন্যতম বড় কার্তিকপুজো। আজ প্রায় কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না, এই পুজো ঠিক কবে প্রথম শুরু হয়েছিল। সকলেই জানেন, কয়েক শতকেরও বেশি সময় ধরে বংশপরম্পরায় রায়বাড়ির বাঁকে বিহারী কার্তিকপুজো চলে আসছে। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের মতে, ইংরেজ আমলে এই পুজোর শুরুয়াত করেছিলেন কালু সাহা। তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে মালদা এসে জমিদারি শুরু করেছিলেন। পরে পরিবার রায় উপাধি পেলে, তাদের পদবি বদলে সাহা থেকে রায় হয়েছিল। তাঁর পরিবারের পরবর্তীরাই এই পুজো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পুজোর জন্য বাড়িতে ঠাকুরদালান গড়িয়েছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের মনমোহন সাহা। তখন থেকেই ঠাকুরদালানে পুজো শুরু হয়েছে।

এই কার্তিকমূর্তিতেও এক অন্য রকমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কার্তিক প্রতিমার সঙ্গেই আরও ২৪ জন অন্যান্য বিভিন্ন দেবদেবীরও পুজো করা হয়। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ মেলাও। বর্তমানে সরকারিভাবে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। মেলা ও রায়বাড়ির ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরদালানে রাতভর পুজো দেখতে ভিড় করেন দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ। আজ শুধু মালদা নয়, বরং ভিনজেলার মানুষের মুখে মুখেও ফেরে ফুলবাড়ির বাঁকে বিহারী কার্তিকপুজোর কথা।

রায় পরিবারের অন্যতম সদস্য পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'এখন সাতদিন ধরে মেলা চলে। পুজোর পরও প্রতিমা পাঁচদিন পর্যন্ত ঠাকুরদালানে থাকে। পুজো বা মেলা ছাড়াও শুধু আমাদের বিসর্জন দেখতেই প্রচুর মানুষ আসেন। পাঁচদিনের পর মহা ধুমধাম করে পথযাত্রা করে স্থানীয় মহানন্দা নদীর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। বিসর্জনে বাজি পোড়ানোর বিশেষ রেওয়াজ রয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।'

> এখন সাতদিন ধরে মেলা চলে। পুজোর পরও প্রতিমা পাঁচদিন পর্যন্ত ঠাকুরদালানে থাকে। পুজো বা মেলা ছাড়াও মহানন্দা নদীর ঘাটে বিসর্জন দেখতেই প্রচুর মানুষ আসেন। বিসর্জনে বাজি পোড়ানোর বিশেষ রেওয়াজ রয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়** রায় পরিবারের সদস্য

এবিটিএ'র সম্মেলন শেষ বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১১তম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতির সমালোচনায় সরব হলেন সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারি স্কুলগুলোর বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাফি। শনিবার বালুরঘাটের নাট্যতীর্থে ওই সম্মেলনটি শুরু হয়েছে। রবিবার ছিল তার শেষ দিন। এদিন সংগঠনের তরফে শহরে একটি মিছিল করা হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ'র সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নারায়ণ কুণ্ডু, সম্পাদক অসিতবরণ লাহিড়ি প্রমুখ।সম্মেলনে শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার হয়। সেখানে এই রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক তৈরির কারখানায় রূপান্তর হচ্ছে বলে আক্ষেপ করেন অধ্যাপক আবদুল কাফি। পাশাপাশি রাজ্যের স্কুলগুলোতে ক্রমশ অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম প্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে উপস্থিত নেতৃত্ব। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক শূন্যতা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলেছে বলে তোপ দাগেন সংগঠনের সদস্যরা। এরপর তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ নিয়ে আগামীদিনের আন্দোলন ও কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়।

অধ্যাপক আবদুল কাফি জানান, সরকারি স্কুলগুলোকে বেসরকারিকরণের দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষক নিয়োগে অনীহা দেখা যাচ্ছে। এমনকি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়নে অবহেলা করছে সরকার। ফলে বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকছেন অভিভাবকরা। নয়া শিক্ষানীতির পাঠক্রমও যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক। ফলে কলেজগুলোতেও পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা কমছে। এভাবে ধীরে ধীরে কলেজ উঠিয়ে দেওয়ার ফন্দি করা হচ্ছে।

রবিবার বালুরঘাট শহরে এবিটিএ'র মিছিল। ছবি : মাজিদুর সরদার

সেমিনার

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রবিবার রায়গঞ্জের মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মাদকবিরোধিতায় প্রবীণ নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে একটি সেমিনার হয়। সেমিনারে অংশ নেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি কাদম্বিনী অধিকারী, প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব প্রমুখ। রথীন্দ্রকুমার দেব বলেন, 'রায়গঞ্জ শহরের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার অধিকাংশ তরুণ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। এদের এই অন্ধকার জগৎ থেকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। আমরা এই মাস থেকে এবিষয়ে লাগাতার কর্মসূচি নিচ্ছি।'

কর্মসূচি

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে বর্ণাঢ্য মহামিছিল হল বালুরঘাটে। রবিবার সকালে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা ও কর্মীরা জমায়েত হন। জমায়েত থেকে তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালির ওপর আক্রমণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। পরে তাঁরা মিছিল করে বালুরঘাট ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় যোগ দেন।

বাসা বেঁধেছে সাপ, সন্ধ্যায় নেশার আসর

পরিত্যক্ত স্কুলবাড়ি ঢেকেছে জঙ্গলে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : নেতাজিপল্লি এলাকায় মোহনবাটী হাইস্কুল ঘেঁষে রয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভার একটি পরিত্যক্ত প্রাথমিক স্কুল। বছরকয়েক আগে পড়ুয়ার অভাবে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ওই স্কুলটি জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। বাসা বেঁধেছে বিষধর সাপেরা। সন্ধ্যা হলেই ওই এলাকায় প্রায়দিনই ভিড় বাড়ছে মাদকের নেশায় আসক্তদের। ঘটছে চুরির ঘটনাও। ফলে ওই পরিত্যক্ত স্কুলকে ঘিরে একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছে হাইস্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা, অন্যদিকে, এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় চিন্তিত আশপাশের বাসিন্দারাও।

এই অবস্থায় সকলেই চাইছেন ওই স্কুলের পরিত্যক্ত শ্রেণিকক্ষগুলি ব্যবহারযোগ্য করে শিশুদের ক্রেশ বা অন্য কোনও বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহার করা হোক। এতে সেখানে সাধারণ মানুষের সমাগম যেমন হবে, তেমনি অসামাজিক কাজকর্মও বন্ধ হবে।

এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ কবি আশিস সরকার বলেন, 'আমাদের এই এলাকায় অধিকাংশ বাড়িতে মানুষ থাকে না। তারপর পরিত্যক্ত স্কুলটি দীর্ঘদিন জঙ্গলে ভরে থাকায় আমরা ভীষণ আতঙ্কে থাকি। সাপ-পোকামাকড় তো আছেই, সেইসঙ্গে নেশায় আসক্তদের ভিড় বাড়ে সন্ধ্যা হলেই। মাঝেমধ্যে ঘটে চুরির ঘটনাও। তাই পরিত্যক্ত স্কুলটি সংস্কার করে শিশুদের ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য আমরা এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার ভোলা পালকে জানিয়েছি।'

পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ স্কুল। রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লিতে।

> পুরসভার তরফে ওই প্রাইমারি স্কুলটি সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে পুরসভার কর্মীরা স্কুলের জঙ্গল পরিষ্কার করেন।
>
> **ভোলা পাল** *কোঅর্ডিনেটর, ১০ নম্বর ওয়ার্ড, রায়গঞ্জ পুরসভা*

এদিকে, পরিত্যক্ত স্কুলটির জঙ্গল নিয়ে সমস্যায় পড়েছে মোহনবাটী হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। দুই স্কুলের মাঝে সীমানা প্রাচীর না থাকায় হাইস্কুলের পড়ুয়ারা মাঝেমধ্যেই ওই জঙ্গলে চলে যায়। সাপ-পোকামাকড় মাঝেমধ্যে চলে আসছে এই স্কুলেও। ফলে তারাও চাইছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হোক। বিদ্যালয়ের ভূগোলের সহ শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। আমাদের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা বেশ কিছুদিন বন্ধ স্কুলের ক্যাম্পাসে নিয়মিত গাছ লাগাত, কিন্তু এরপর চারিদিকে জঙ্গল হয়ে যাওয়ায় আর সম্ভব হয়নি। স্কুলটি ব্যবহারযোগ্য হলে ভালো হয়।' মোহনবাটী হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমল বিশ্বাসের কথায়, 'পড়ুয়ার অভাবে প্রাইমারি স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কয়েক বছর আগে। শুনেছিলাম পুরসভা নতুনভাবে সাজাবে। ঘরও তৈরি হয়। কিন্তু এখন তো পুরো পরিত্যক্ত। জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। পুরসভার কর্মীরা মাঝেমধ্যে এসে পরিষ্কার করেন। আমরা চাইছি পুরসভা এটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলুক।' রায়গঞ্জ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর ভোলা পালের বক্তব্য, 'পুরসভার তরফে ওই প্রাইমারি স্কুলটি সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে পুরসভার কর্মীরা স্কুলের জঙ্গল পরিষ্কার করেন।'

কর্মশালা

মালদা, ১৬ নভেম্বর : শহরে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে গুড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস নিয়ে কর্মশালা আয়োজিত হল। রবিবার দুপুরে মালদা আইএমএ ভবনে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি সহ বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও পলিক্লিনিক কর্তৃপক্ষ।

সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, 'গুড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস নিয়ে ইতিমধ্যে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রশিক্ষণ হয়েছে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি ল্যাব টেকনিসিয়াদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আজ সেই সমস্ত বিষয়ে আরও কিছু আলোচনার পাশাপাশি সার্টিফিকেটও বিতরণ করা হল।'

মালদা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাসিদুর রহমান জানান, এদিন এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বেশকিছু সমস্যার কথাও তাঁরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়েছেন।

প্রেস ডে পালিত

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : জাতীয় প্রেস দিবস পালন করলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। এদিন দুপুরে তাঁর সাংসদ কার্যালয়ে তিনি দিনটি পালন করেন। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের জাতীয় প্রেস দিবসের শুভেচ্ছা জানান তিনি। উপস্থিত প্রত্যেক সাংবাদিকের হাতে ফুল, পেন ইত্যাদি তুলে দেন।

গোলাপট্টির রামসীতার মন্দির থেকে বরযাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা।

১১ জোড়া বিয়ে মালদায়

মাড়োয়ারি মহিলা সংগঠনের উদ্যোগ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ নভেম্বর : ব্যান্ড বাজছে, সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে নাচ। তার সঙ্গে চলছে সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ি। উৎসাহের সঙ্গে বরযাত্রীরা এগিয়ে চলেছেন কনের বাড়ির দিকে। তবে একজন নয়, বরং ১১ জনের মাথায় শোলার মুকুট এবং পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। রবিবার মালদায় এমন ছবি দেখা গিয়েছে। মাড়োয়ারি মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে এদিন গণবিবাহের আসর বসেছিল। গণবিবাহ বলে সাদামাঠা আয়োজন নয়, আর পাঁচটা বিয়ের মতো সব নিয়ম মেনে ১১ জোড়া পাত্র-পাত্রীর বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আসরে হাজির থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন মালদার জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ।

এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান মালদার জেলা শাসক। তিনি নবদম্পতিদের সুখী জীবনের কামনা করেন। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'এই গণবিবাহের উদ্যোগ খুব ভালো। এই উদ্যোগে দুঃস্থ পরিবারগুলির অনেকে উপকৃত হয়েছে।'

এই সকল পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কারও বাড়ি মালদা শহরে, কারও হবিবপুর বা বামনগোলায়, কারও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে, কারও মুর্শিদাবাদের বহরমপুর আবার কেউ দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা। পাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ দিনমজুর। বেশিরভাগ পরিবারের দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। তাই বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলেও বিয়ের আয়োজন করার মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই। এই কথা জানতে পেরে গণবিবাহের আয়োজন করার উদ্যোগ নেয় মাড়োয়ারি মহিলা সংগঠন। তারা এরকম ১১ জোড়া পাত্র-পাত্রী খুঁজে বের করে যাঁদের পক্ষে বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না। এই সকল পাত্র-পাত্রীকে একসঙ্গে একই মণ্ডপে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তবে সংগঠনের পক্ষ থেকে যে শুধু বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল তা নয়, বিয়ের জন্য যা যা সামগ্রী প্রয়োজন সেগুলিও দেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে নেহা চিৎলাঙ্গিয়া বলেন, 'বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জোড়াকে একটি করে সোনার নাকের দুল, রুপোর একজোড়া পায়েল, কয়েকটি শাড়ি, বরের ধুতি-পাঞ্জাবি, বিছানা, লেপ-কম্বল, সুটকেস, প্রসাধনী সামগ্রী, আলমারি, আলনা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে কিছু পরিমাণ নগদ টাকাও দেওয়া হয়েছে।'

> বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জোড়াকে একটি করে সোনার নাকের দুল, রুপোর একজোড়া পায়েল, কয়েকটি শাড়ি, বরের ধুতি-পাঞ্জাবি, বিছানা, লেপ-কম্বল, সুটকেস, প্রসাধনী সামগ্রী, আলমারি, আলনা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে কিছু পরিমাণ নগদ টাকাও দেওয়া হয়েছে।
>
> **নেহা চিৎলাঙ্গিয়া** *মাড়োয়ারি মহিলা সংগঠনের সদস্য*

এদিন সকাল দশটায় গোলাপট্টিতে অবস্থিত রামসীতার মন্দির থেকে বরযাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। রামসীতা মন্দির থেকে সামান্য দূরে সরযূপ্রসাদ রোডের মহেশ্বরী ভবনে বিয়ের আসর বসেছিল। একই ছাঁদনাতলায় ১১ জোড়া পাত্র ও পাত্রীর বিয়ে দেখতে অনেকে ভিড় জমিয়েছিলেন। মাইকে বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ করা হচ্ছিল। বিয়ের পর ভূরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। মেনুতে কী কী ছিল জানতে চাওয়ায় নেহা জানান, অন্যান্য বাঙালি বাড়ির বিয়ের মতো এখানেও পোলাও, ডাল, দুই রকমের সবজি, চাটনি, মিষ্টির ব্যবস্থা ছিল।

দর্শকাসন ফাঁকা, তবু দাপিয়ে খেলল মেয়েরা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : মেয়েদের ক্রিকেটে ভারতীয় দল বিশ্বসেরার শিরোপা জেতার পর থেকে দেশজোড়া আগ্রহ, উচ্ছ্বাসের আবহ। এর মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র উদ্যোগে প্রথমবার আয়োজিত মহিলা ক্রিকেট লিগের ম্যাচে নামল বালুরঘাটের দল। তবে কিছুটা হতাশার উদ্রেক করে জেলার মেয়েদের এই ম্যাচে বালুরঘাট স্টেডিয়ামের গ্যালারি রইল কার্যত ফাঁকা। সকলের কথায় তাই বিষাদের সুর স্পষ্ট।

ডিএসএ স্বীকার করেছে, এতদিন দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলাদের ক্রিকেট অবহেলিত অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে সংস্থা। সিএবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্প্রতি আনা হয়েছিল মহিলা কোচ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা ৪৭ জন মেয়ে এখন নিয়মিত অনুশীলন করছেন। সিনিয়ার স্তরের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুরকে নামানোর আগে চলছে ট্রায়াল। সংস্থা মনে করছে, এই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে শক্তিশালী মহিলা দল গড়ে উঠবে। কিন্তু এখনও অনেক পরিবারে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে দেওয়ার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা, পিছুটান রয়ে গিয়েছে। সেই মানসিকতার ফলেই হয়তো গ্যালারি খালি! তবে দর্শকসারি ফাঁকা হলেও এদিন মনোবল খাটো হয়নি মেয়েদের।

মহিলা ক্রিকেট লিগের ম্যাচে ফাঁকা দর্শকাসন। রবিবার বালুরঘাটে।

> ডিএসএ সুযোগ দেওয়ায় আমরা একসঙ্গে খেলতে পারছি। দেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ এনেছে। সেই আনন্দ আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে।
>
> **তনুজা সরকার** *অধিনায়ক*
>
> এদিন বালুরঘাটের ক্রিকেটপ্রেমীরা মাঠে এসে মেয়েদের উৎসাহ দিলে খুব ভালো লাগত। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেছি। ভবিষ্যতে মাইকিং করা হবে।
>
> **অরিন্দম চন্দ** *ডিএসএ'র ক্রিকেট সচিব*

জেলা মহিলা দলের কোচ রানা রায় বলেন, 'আগে জেলার মেয়েরা খেললেও দলগতভাবে প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেতেন না। ডিএসএ-র উদ্যোগে প্রথম জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি হয়েছে দল। নিয়মিত অনুশীলন করেছেন সবাই। রিচা ঘোষের সাফল্য জেলার মেয়েদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।'

দলের অধিনায়ক পতিরামের তনুজা সরকার মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন। তার কথায়, 'ডিএসএ সুযোগ দেওয়ায় আমরা একসঙ্গে খেলতে পারছি। দেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ এনেছে। সেই আনন্দ আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে।' দলের আরেক সদস্য গুটিন গ্রামের অঞ্জলি বর্মন বলেন, 'অনেককিছু শিখছি। আমাদের দেখে ছোটরাও উৎসাহ পাচ্ছে। ডিএসএ যেভাবে পাশে রয়েছে, ফল ভালো হবেই।'

তবে মাঠে দর্শক না থাকায় হতাশ ডিএসএ-র ক্রিকেট সচিব অরিন্দম চন্দ বলেন, 'জেলায় মেয়েদের দল গড়তে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি। গতবছর আমাদের ক্রিকেটাররা উত্তর দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলেছিল। এ বছর নিজেদের দল নামাতে পেরে আমরা খুশি। কিন্তু এদিনের খেলায় যদি বালুরঘাটের ক্রিকেটপ্রেমীরা মাঠে এসে মেয়েদের উৎসাহ দিতেন, খুব ভালো লাগত। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেছি। ভবিষ্যতে মাইকিং করেও প্রচার করা হবে।'

দর্শক না থাকলেও দমে যায়নি ক্রিকেটাররা। ছেলেদের দলের সঙ্গেও লড়াই করে তাঁরা প্রমাণ করছেন, সুযোগ পেলে তাঁরাও পারবেন ২২ গজে নিজেদের জায়গা করে নিতে। জেলা ক্রীড়া মহলের আশা, প্রচার ও সচেতনতা বাড়লে দক্ষিণ দিনাজপুরের মেয়েদের ক্রিকেটই হয়ে উঠবে জেলার নতুন শক্তি।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তরুণ

কালিয়াচক, ১৬ নভেম্বর : আগ্নেয়াস্ত্র সহ ভিনরাজ্যের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আরমান রেজা বিহারের কাটিহার এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার ভোররাতে কালিয়াচকের সুলতানগঞ্জ কলেজ মোড় এলাকায় ওই তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপরই পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে আরমানের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, গুলি ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়। তারপরই ধৃতকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রবিবার দুপুরে ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

চোরাচালান রোধে তৎপর রেল

মালিগাঁও, ১৬ নভেম্বর : রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে আরপিএফ প্রায় ৯,৪০,৭৯,৯৩৩ টাকা মূল্যের মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া অবৈধ পণ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ১৩ নভেম্বর আরপিএফ নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে ৩.৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৭.১ কেজি মালিকবিহীন গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছিল। একইদিনে আগরতলা ও লামডিংয়ের আরপিএফ এবং জিআরপির যৌথ প্রচেষ্টায় আগরতলা ও লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ২.৩৬ লক্ষ টাকার ২৩.৬১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। একইভাবে, ১২ তারিখে ধর্মনগর, আগরতলা এবং রঙ্গাপাড়া নর্থের আরপিএফ ৫.০৫ লক্ষ টাকার ৫০.৫১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। এভাবে আরপিএফ, জিআরপি ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রেলওয়ে প্রাঙ্গণের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

ফরাক্কা, ১৬ নভেম্বর : রবিবার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের তালাই মোড় এলাকা থেকে একটি সন্দেহজনক কনটেনার আটক করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। চালকের সিটের নীচ থেকে ৪টি বস্তায় মোট ৯২ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

মালদার গাজোলের বাসিন্দা চালক সুবিনয় রায় ও কোচবিহারের খড়িবাড়ির বাসিন্দা রতন সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোচবিহার থেকে নদিয়ায় ওই গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশের অনুমান।

১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফরাক্কা, ঝাড়খণ্ড, জঙ্গিপুর রুট কার্যত মাদক পাচারকারীদের অন্যতম পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেই ফরাক্কা ব্যারেজ নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে প্রায় ১৪৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। তাই ওই রুটে ইতিমধ্যেই পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানান ফরাক্কার এসডিপিও শেখ সামসুদ্দিন।

একতা পদযাত্রা

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্তে একতা পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। এমন কথা জানান বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি জানান, ১৭, ১৮, ১৯ নভেম্বর একতা পদযাত্রা কর্মসূচি হবে। পশ্চিমবঙ্গের ১২৬টি জায়গায় এই যাত্রা হবে। ১৭ নভেম্বর মালঞ্চা ফুটবল ময়দান থেকে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত, ১৮ নভেম্বর পাগলিগঞ্জ খাসপুর মোড় থেকে পতিরাম চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত, ১৯ নভেম্বর পাথরঘাটা থেকে বুনিয়াদপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একতা যাত্রা হবে।

ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজভবনের বিবৃতিতে

কল্যাণকে ২৪ ঘণ্টা সময় বোসের

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বললেন, নেতাদের কুমন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানানোয় বিশ্বাসী নন। বাস্তবে রবিবার তিনি ব্যস্ত রইলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে। শুধু কল্যাণের বক্তব্যকে খণ্ডন করা নয়, ওই বক্তব্যের জন্য আইনি কঠোর পদক্ষেপের পরিণতিও মনে করিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস।

তাঁর পাশাপাশি রবিবার ছুটির দিনে সক্রিয় ছিল রাজভবনও। দফায় দফায় প্রেস নোট ও রাজ্যপালের বক্তব্যের ভিডিও সংবাদমাধ্যমকে পাঠিয়েছেন রাজভবনের আধিকারিকরা। রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাজভবনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে বাইরের লোক এসে দেখে যেতে পারেন যে ভিতরে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে কি না। রাজভবনে 'বিজেপির অপরাধীদের' আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের 'বন্দুক-বোমা' দেওয়া হচ্ছে বলে কল্যাণের বিস্ফোরক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ।

শিলিগুড়িতে রোজগারমেলায় রাজ্যপাল। - জয় মণ্ডল/ অন অ্যাসাইনমেন্ট

যদিও শুধু ১০০ জনকে আমন্ত্রিতকেই ঢুকতে দেওয়া হয় রাজভবনে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ। বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বলেন, 'তৃণমূল সাংসদের মন্তব্যে দেশের সংবিধানে সমৃদ্ধি ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেজন্য সাংসদের নিজের থেকে ভুল স্বীকার করে নেওয়া ভালো।' পরে শিলিগুড়িতে তিনি জানান, কল্যাণকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল।

রাজ্যপালের ভাষায়, 'সাংসদকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তিনি যদি মনে করেন, তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়, তবে তাঁকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার বিকল্প দিচ্ছি। নয়তো আইনি পদক্ষেপ করা হবে। অনেক ধরনের আইনি পদক্ষেপ করার পথ রয়েছে এবং সেগুলি করা হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারির পরেও অবশ্য শ্রীরামপুরের সাংসদ পালটা হুমকি দিয়েছেন।

কল্যাণের কথায়, 'আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, একটি খোলা মঞ্চ তৈরি করা হোক। একদিকে আমি থাকব, অপরদিকে আপনি। সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ করুন। আপনার সমালোচনা আমি করব। বিজেপির দালাল হিসেবে কাজ করে আপনি সংবিধানকে ধ্বংস করছেন। সাহস থাকে তো আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।' সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর মামলার হুমকিকে রাজ্যপাল স্বাগত জানিয়েছেন।

সংবিধান মেনে পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ ভবন থেকে প্রচারিত প্রেস নোটে কল্যাণের বক্তব্য কীভাবে অপরাধের আওতায় পড়ে, তার খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখার অভিযোগ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫১ ও ১৫২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর মতো কাজ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হয়।

তাছাড়া এই বক্তব্য শান্তিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী বলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ (১) (এ) ও (বি) ধারায় মামলাযোগ্য অভিযোগ। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো আবার ৩৫৩ (১) (বি), ৩৫৩ (১) (সি) ও ৩৫৩ (২) ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের বিরুদ্ধে এফআইআর করার ইঙ্গিতও দিয়েছে রাজভবন।

কল্যাণ শনিবার বলেছিলেন, 'প্রথমে বলুন রাজ্যপালকে, যেন উনি বিজেপির অপরাধীদের রাজভবনে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেন। উনি সেখানে অপরাধীদের রাখছেন, তাঁদের বন্দুক-বোমা দিচ্ছেন এবং বলছেন তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা করো।' তাঁর এই মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'ভিত্তিহীন' বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। কল্যাণের অভিযোগের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে রাজভবনের বিবৃতিতে। তাতে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, নিরাপত্তার দায়িত্বে কলকাতা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাজভবনে আনা হল?

তথ্য সহায়তাঃ পুলকেশ ঘোষ, সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

পুরোনো ফর্মে ফিরতে চান খগেন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ নভেম্বর : আগামী দুই মাস কম কথা বলতে বলেছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু চিকিৎসকদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে রবিবার থেকেই নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। রবিবারই আবার সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লেন কলকাতা হয়ে দিল্লির উদ্দেশে। সোমবার দিল্লি এইমসে চিকিৎসক দেখিয়ে মঙ্গলবার থেকে ফের ঝাঁপিয়ে পড়বেন প্রচারে। অসুস্থ শরীরেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ধরার জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে খগেনের মন্তব্য, 'আমি তো রাজনীতির ছেলে। এভাবে কি আর ঘরে বসে থাকতে পারি?'

মালদায় খগেন মুর্মু।

দিল্লি এইমস থেকে চিকিৎসা করিয়ে শুক্রবার মালদায় ফিরেছেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু। শনিবার তিনি অংশ নেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসলের সভায়। আর রবিবার তিনি সারাদিন ঘুরে বেড়ালেন উত্তর মালদার হবিবপুর, পুরাতন মালদায়। হবিবপুরে একটি রাস্তার শিলান্যাস আর পুরাতন মালদায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় নিজের শারীরিক অসুস্থতা যেন তিনি ভুলে গিয়েছেন।

একমুখ সাদা দাড়ি। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, উপরে সাদা ধবধবে জহর কোট। রবিবার সন্ধ্যায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ধরার আগে মালদা শহরের বাঁধ রোডে নিজের বাড়িতে থাকা অফিসঘরে বসে সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। স্ত্রী মঞ্জু কিসকু বারবার ওষুধপত্রের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন স্বামীকে। আর তারই মধ্যে এক গাল হেসে খগেন বলে ওঠেন, 'এখনও দুই মাস কম কথা বলতে বলেছেন চিকিৎসকরা। পরামর্শ দিয়েছেন বাড়ি থেকে কম বের হতে। কিন্তু, আমার মতো মানুষের পক্ষে কি ঘরে বসে থাকা সম্ভব?' কেন বসে থাকা সম্ভব নয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি আসন। তার মধ্যে তিনটি আসন জিতেছিলাম গত বিধানসভায়। এবার প্রত্যেকটি আসন দখল করার পরিকল্পনা নিয়েছি। তার জন্য যা করার করব। মাঠে নেমেছি। মানুষ তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিজেপিকে কেউ আটকাতে পারবে না। কারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে এ রাজ্যে তৃণমূলের পতন অবশ্যম্ভাবী।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলেন খগেন। দুই পাশে তখন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় দেহরক্ষী। কারণ আক্রান্ত হওয়ার পর খগেন পেয়েছেন ওয়াই প্লাস ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা। নামতে নামতেই বলে ওঠেন, 'আজ রাতেই কলকাতা পৌঁছে দিল্লির বিমান ধরব। সোমবার সকালে এইমসে চিকিৎসক দেখিয়ে ফিরব কলকাতায়। রাতে ট্রেন ধরে মঙ্গলবার সকালে মালদায়। মঙ্গলবার আমাদের পদযাত্রা আছে। হাঁটব সেই পদযাত্রায়।'

দরজায় প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

থানায় অভিযোগের ১৫ দিন পরেও এরকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করায় তিনি প্রমাণ লোপাট বা তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন বলেই আশঙ্কা করছেন আইনজীবীরা। কেন বিডিওকে গ্রেপ্তার, নিদেনপক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না তার কোনও উত্তর অবশ্য বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা দেননি। তাহলে কি প্রশান্তকে জামিনের আবেদন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এমন বন্দোবস্ত? এই প্রশ্নই ঘুরছে বিভিন্ন মহলে।

নিয়ম বলছে, কোনও থানায় এফআইআর দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সংক্রান্ত নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে। সেই নিয়মও মানেনি বিধাননগর দক্ষিণ থানা। রবিবার রাত পর্যন্ত স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের এফআইআরটি অনলাইনে আপলোড হয়নি। ওই অভিযোগের আগের এবং পরের এফআইআর সংক্রান্ত নথি আপলোড হলেও কেন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মামলার নথি আপলোড হল না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ফলে স্পর্শকাতর ওই খুনের মামলায় পুলিশের তদন্তের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও আইনি মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিডিও-র গাড়িচালক রাজু ঢালি, ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুফান থাপা এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সজল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে মারধরের পর স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মৃত্যু এবং নীলবাতির সরকারি গাড়িতে দেহ লোপাটের মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরই বিপদ বুঝে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত।

ইন্টারভিউয়ে 'দাগি'রাও

প্রথম পাতার পর

ডাক পাওয়ায় চাকরিহারাদের সুযোগ কমেছে। চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস বলেন, 'একমাত্র শূন্যপদ বাড়ালেই যোগ্যদের সুযোগ বাড়বে।'

চাকরিহারা সংগীতা মণ্ডল বলেন, 'সাফল্য বা ব্যর্থতা দুটোই যুদ্ধের অংশ। যোগ্যদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। নবম-দশমের ফলের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।' তবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের আশা, 'এসএসসি নিশ্চিত করেছে, নথি যাচাই করে তবেই ভেরিফিকেশন হবে। আশা করছি, ইন্টারভিউয়ে কোনও অযোগ্য যদি ডাক পেয়েও থাকেন, নথিপত্র যাচাই করে তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জের নীতীশ আবার চাকরিচ্যুত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী বিপাশা বর্মনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। ফিরদৌস বলেন, 'নীতীশ ছাড়াও একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। খতিয়ে না দেখে সেই নামগুলি উল্লেখ করব না। কিন্তু চাল, কাঁকর ইন্টারভিউয়ের তালিকায় মিশে আছে।' খবর চাউর হওয়ার পর থেকে নীতীশ বেপাত্তা। তাঁর মোবাইল সুইচড অফ। তিনি নাকি বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, এখন হেমতাবাদের বাসিন্দা বিপাশা বর্মনের অভিযোগ, 'কীভাবে উনি পরীক্ষায় বসলেন, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। শুধু একজন নয়, ওঁর মতো আরও অনেকে আছেন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কুমড়োর বিষাক্ত ফাঁদ

হ্যালোউইনের কুমড়োর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক চুপিসারে থাকা গোপন কথা, এই কমলা গোলকগুলি মাটির বিষাক্ত উপাদান শুষে নেয়! কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোবর ২০২৫-এর এই তথ্য বাগান মালিকদের অবাক করে দিয়েছে। জাপানের গবেষকরা দেখেছেন, কুমড়ো, জুকিনি-সহ অন্য শস্যে থাকা একটি ছোট প্রোটিনের কারণে ক্যাডমিয়াম এবং সীসার মতো ভারী ধাতু দ্রুত মাটি থেকে ফল পর্যন্ত চলে আসে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিল্পাঞ্চল এলাকার জমিতে ফলানো কুমড়োতে নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। তবে এর একটি ভালো দিকও আছে, এই কুমড়োর মতো ফসলকে 'বিষের ফাঁদ' হিসেবে ব্যবহার করে দূষিত জমি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

কেঁচোর বিদ্যুতের লাফ

মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ছোট পরজীবী নেমাটোড কেঁচো স্থির বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ব্যবহার করে উড়ন্ত মাছিদের ধরে ফেলে! এমোরি এবং বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত অক্টোবরের এই আবিষ্কার বিবর্তনের এক চমকপ্রদ দিক সামনে এনেছে। 'স্টেইনারনেমা কার্পোক্যাপসে' নামে এই কেঁচোটি প্রথমে কুণ্ডলী পাকায়, তারপর মাছি লক্ষ্য করে ২৫ গুণ বেশি দূরত্বে লাফ দেয়। মাটির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কেঁচোর শরীরে ঋণাত্মক চার্জ তৈরি হয়, আর ডানা ঝাপটানোর ফলে মাছির শরীরে তৈরি হয় ধনাত্মক চার্জ। ফলে কেঁচো মাছিকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। এই স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের কারণে কেঁচোর শিকারের হার ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। এই কেঁচোগুলি পরিবেশবান্ধব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, প্রকৃতিতে বিজয়ের জন্য সবসময় ডানা বা দাঁত লাগে না, কখনো-সখনো প্রয়োজন হয় সামান্য বিদ্যুতের।

সরীসৃপের স্ফটিক মূত্র

মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকি ও সাপের দল ফোঁটা-ফোঁটা প্রস্রাব না করে ইউরিক অ্যাসিডের উজ্জ্বল স্ফটিক তৈরি করে! বিবর্তনের এই জল-সাশ্রয়ী কৌশলটি এখন মানুষের গেঁটে বাত এবং কিডনির পাথর নিরাময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। রসায়নবিদরা ২০টিরও বেশি সরীসৃপের প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইউরিক অ্যাসিড মনোহাইড্রেটের স্ফটিকগুলি তীক্ষ্ণ কণার বদলে গোলকের মতো তৈরি হয়, যা ক্ষতি না করেই বেরিয়ে আসে। এটি ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত জল বাঁচায়। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে মানুষের কিডনিতে পাথর গলানোর ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে। মরুভূমির প্রাণীরা জলের অপচয় রোধ করতে যে কৌশল ব্যবহার করে, তা এখন মানুষের মূত্রাশয়ের সমস্যা মেটাতে কাজে আসতে পারে।

দুর্গের ছায়া ঘেরা আগন্তুক

চেস্টার দুর্গের আবছা ভোরে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল এক মাথা ঢাকা ছায়ামূর্তি, যা 'ভূতের' মতো গেটের ওপর দিয়ে ভাসমান পালকের মতো উড়ে যাচ্ছে! গত অক্টোবরের এই দৃশ্য দেখে বেজায় উত্তেজিত ভূত-শিকারিরা। উইলিয়াম দ্য কনকারর-এর তৈরি ৯৫০ বছরের পুরোনো এই দুর্গে ভোর ৪টেয় এই আবছা মূর্তিটিকে দেখা যায়। কালো পোশাকের মূর্তিটি ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে এবং কোনও শব্দ না করেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিউরেটর জেন স্মিথ এটিকে ১৮ শতকের ফাঁসি বা রোমান আমলের ছায়া বলে মনে করছেন। যদিও নড়াচড়ার কোনও কারণ ছিল না, তবু ক্যামেরা চালু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। এর ফলে দুর্গ দেখতে ভিড় করছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে পর্যটকের সংখ্যা।

চেয়ারম্যান বদলে

প্রথম পাতার পর

রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে নজরবন্দি করে রাখারও পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার শহরে পৌঁছে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ১০ জন তৃণমূল কাউন্সিলারকে নিয়ে বৈঠক করবেন বলেও জানা গিয়েছে।

শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকার অবশ্য দাবি করেন, 'আমাদের ১০ জন কাউন্সিলার, বিজেপির ৭ জন। সুতরাং পুরসভা তৃণমূলেরই থাকবে। কানাইয়াদার সঙ্গে শুধু দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠক হবে।' আগামী বুধবার দুপুর ২টায় সাধারণ সভায় বিদায়ি চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার পদত্যাগে সিলমোহর পড়ার পর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু শপথ নেবেন নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে। কিন্তু তার আগে দলের অন্দরেই বিভাজনের চোরাস্রোত চিন্তায় ফেলছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। একদল চান রামনিবাস সাহার নেতৃত্বেই উন্নয়ন চলুক কালিয়াগঞ্জে, আরেকদলের সমর্থন নতুন মনোনীত বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর প্রতি। এই টানাপোড়েনেই বিজেপি সুযোগ নিতে পারে বলে আশঙ্কা তৃণমূলের একাংশের।

বিজেপির কালিয়াগঞ্জ শহর মণ্ডল সভাপতি অপূর্ব রায় অবশ্য বলছেন, 'পুর বোর্ড দখলের তেমন ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে বরং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা আমরা করব। লোকসভায় শহরে ১৯ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকার সীমারেখা পেরিয়ে ২৫ হাজারে পৌঁছানোর সংকল্প নিয়েছি আমরা।'

মদের ঠেক

প্রথম পাতার পর

তারপরই চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। নষ্ট করে ফেলা হয় প্রচুর মদ।

অভিযোগ,শহরের তুড়িপাড়ায় বেশ কয়েকটি পরিবার চোলাই মদের কারবারে যুক্ত। রঞ্জু বিশ্বাস নামে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মদের ঠেক চলছে। পুলিশ ও আবগারি দপ্তর অভিযান চালালে কিছুদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু স্থায়ীভাবে কারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না। পুরুষদের সঙ্গে পাড়ার মহিলারাও আসক্ত হয়ে পড়ছেন। মদের ঠেকগুলির সামনে দিয়ে চলাচল এখন অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদের জন্য টাকা নষ্ট হওয়ায় পারিবারিক অশান্তিও বাড়ছে।'

মৃত রাহুলের বোন প্রিয়াংকা সিং বলেন, 'শুধু যে আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে তাই নয়, গত এক বছরে অন্তত ১০ জন মারা গিয়েছেন মদ্যপান করার জন্য। আমরা পাড়ায় আর একজনেরও মৃত্যু চাই না। মদ বিক্রেতারা যতই মেরে ফেলার হুমকি দিক, আমরা আর পিছু হটব না।' শুধুমাত্র মদের ঠেকের জন্য আতঙ্কে থাকেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী মহন্ত। তবে আবগারি দপ্তরের ওসি প্রসেনজিৎ সিংহ বলেন, 'অভিযান চালিয়ে প্রচুর মদ নষ্ট করে দিয়েছি। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও মদ বিক্রি হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস বলেন,'এলকোহলিক তথা লিভার ডিজিজ ছিল রাহুলের। চিকিৎসকরা তাঁর পরীক্ষার পরেই, তাঁর অবস্থা খারাপ বলে রোগীর আত্মীয়দের জানিয়ে দিয়েছিলেন।'

অন্ধকার ভবিষ্যতের গান গাইছেন যোগ্যরা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক প্রহসনের মঞ্চ। আর এই সবকিছুর 'মাস্টারমাইন্ড', রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। নিন্দুকেরা বলছেন, জেলে নয়, পার্থ ছিলেন হাসপাতালের 'এক্সক্লুসিভ সরকারি গেস্টহাউসে'। তাই বাড়ি ফিরেই ফুরফুরে মেজাজে তিনি বান্ধবীর প্রেমালাপে মশগুল হয়েছেন। এই জেলমুক্তির ঘটনাটি যেন যোগ্যদের ক্ষতস্থানে লবণের ছিটে। পার্থ ফের ভোটে দাঁড়ানোর ছক কষছেন। সত্যিই এ এক বিচিত্র দেশ। আমাদের দেশের আইন এবং রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকলে এমনটা সম্ভব হয়? দুর্নীতির স্পষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও ক্ষমতার করিডরে আবারও ফিরে আসার এই নির্লজ্জ প্রয়াস রাজ্যের গোটা শিক্ষাঙ্গনকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষাই আমাদের 'সম্পদ'- স্লোগানটি আসলে অত্যন্ত দামি। পশ্চিমবঙ্গের নেতারা সেকথা যথাযথই বুঝেছেন। তাই শিক্ষাকে সম্পদ বানাতে তাঁদের সময় লাগেনি।

এই হাহাকারের মাঝে এসআইআর শুরু হতেই পলিটিকাল থিয়েটারের পর্দা উঠেছে। যেন বাংলার বুকে একলহমায় মৃত্যুর মহোৎসব শুরু হয়েছে। হাতেগরম লাশের খবর পেতেই রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা দে ছুট! ক্যামেরা, লাইট, অ্যাকশন— আর সঙ্গে 'শহিদ' উপাধির ঢালাও বিলিবণ্টন। চটজলদি আর্থিক সহায়তা, পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা, আর চোখে লেগে থাকা কুমিরের কান্না! এই মৃত্যুগুলো রাজনীতির কারবারিদের কাছে নিছকই ভোটবাক্সের নতুন ইনভেস্টমেন্ট, দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুখ ঘোরানোর এক সস্তা টোটকা। বাংলায় নয়া সংস্কৃতির উদ্ভাবন হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের হাত ধরে, যেখানে দুর্নীতি হল রাজনৈতিক মেধা আর বেকারত্ব হল ব্যক্তিগত ব্যর্থতা।

এসএসসি'র প্যানেল প্রকাশের পর যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ, পার্থর জামিনের পর কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এটা রাজনীতির কারবারিরা ভালোই জানেন। আর ভোটের মুখে সেসব প্রশ্নে তাঁরা যাতে বেকায়দায় না পড়েন তারজন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ইস্যু তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এসআইআর নিয়ে এই এত মাতামাতি, এই এত কান্নাকাটি, সবটাই এক বিশাল বড় রাজনৈতিক চাল। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপাল বা রাজভবন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য এবং তা নিয়ে দিনভর আলোচনাকে নজর ঘোরানোর পরিকল্পনা ছাড়া আর কি বা বলা যায়? এসআইআর-এর মৃত্যুর দায় যদি কেন্দ্র বা নির্বাচন কমিশনের হয়, তবে যোগ্য শিক্ষকের আত্মহননের দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? এই মৃত্যুর রাজনীতি শুধু ভণ্ডামি আর চরম দুর্নীতিরই প্রতীক।

এসআইআর-এর মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা ও লাশের রাজনীতি দেখে প্রশ্ন জাগে— যেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায় তারা শুধুমাত্র সেইসব মৃত্যুতেই শোক প্রকাশ করে। যোগ্য চাকরিহারাদের মৃত্যু বা তাঁদের পরিবারের হাহাকারে রাজনৈতিক দলগুলি স্বার্থের বাইরে গিয়ে কি তাঁদের পাশে থাকে? উত্তরটা স্পষ্ট, না। কারণ সেখানে ভোট বা ক্ষমতা দখলের অঙ্ক নেই। শুধু আছে অযোগ্যদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়ার দায়। এসবের পর সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের আসন ফাঁকা থাকার কারণও হয়তো আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। যখন ছাত্র-যুবরা দেখে মেধা দিয়ে চাকরি মেলে না, মেলে কেবল টাকার বিনিময়ে বা দলীয় নেতার সুপারিশে, তখন তারা এই রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজতে শুরু করে।

এই হাহাকার বাড়বেই, আর তার সঙ্গে আরও ফাঁকা হবে রাজ্যের সরকারি শিক্ষাঙ্গন। এভাবেই রাজনীতির লাগামহীন দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে রাজ্যের কয়েকটি প্রজন্ম অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে পা বাড়াচ্ছে। যোগ্যরা দিশেহারা। আর দোষীরা গাইছে মুক্তির গান।

বিজেপির দুর্গে 'বিদ্রোহের' দামামা

প্রথম পাতার পর

নিতাইয়ের সভায় কিছু কংগ্রেসিকে দেখা গিয়েছে। তবে বিষয়টিকে তিনি পাত্তা দিতে নারাজ।

নিতাই মণ্ডল একসময় পুরাতন মালদায় দলের মণ্ডল সভাপতি ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে 'বিদ্রোহ' করেছিলেন নিতাই। তার জেরেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। দলে না থাকলেও এলাকায় প্রভাবশালী বলে পরিচিত নিতাই রবিবার সভা করে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। এদিন প্রায় ৪০০ বিক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থককে নিয়ে সভা করেন নিতাই।

সাহাপুরে বিক্ষুব্ধদের সভা।

অবশ্য নিতাইয়ের বক্তব্য, তিনি এখনও বিজেপির আদর্শেই বিশ্বাসী। তাঁর কথায়, 'বিজেপির আদর্শ নীতি মেনেই রাজনীতিতে ছিলাম। তবে কিছু ধান্দাবাজ নেতার চক্রান্তে আমি বহিষ্কৃত হয়েছি।'

সেই 'চক্রান্তকারী ধান্দাবাজদের' জবাব দিতেই তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০২৬-এর নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, '২০২৬-এর লড়াইয়ের ময়দানে থাকব।' তবে বিজেপিতে ফেরার রাস্তা খোলা রাখতে চাইছেন তিনি।

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিংহ বলেন, 'নির্বাচনে প্রত্যেকের দাঁড়াবার অধিকার রয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে উনি নিজে ভোটে দাঁড়াবেন কি না, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ বিষয়ে আমার বেশি কিছু বলার নেই।'

এদিকে, পুরাতন মালদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ্ত রায় বহিষ্কৃত নেতাকে গুরুত্ব দিতেই নারাজ। তিনি বলেন, 'নিতাই মণ্ডল কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে তাঁর বিষয়ে মন্তব্য করা তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার সমান।'

বশের সঙ্গে জুটিকে টার্নিং পয়েন্ট বলছেন বাভুমা

রেকর্ড নয় সাফল্যে বিশ্বাসী : হার্মার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখ নয়, জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। ‘বামন’ কটাক্ষে গুটিয়ে যাননি। চোয়াল শক্ত রেখেছিলেন টেম্বা বাভুমা। পরিণতিতে প্রায় ‘আনপ্লেয়বল’ পিচে লড়াকু ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলেন। তিক্ততা সরিয়ে ম্যাচ শেষে জড়িয়েও ধরলেন জসপ্রীত বুমরাহকে।

খুশিটা নিয়ে বাভুমা বলেছেন, ‘দারুণ একটা ম্যাচে অংশ নিলাম। জিতে ফিরতে পেরে আমরা উত্তেজিত। রাস্তাটা মোটেই সহজ ছিল না। দুর্দান্ত বল করল সবাই। নিয়মিত বোলিং বদল করেছি ব্যাটারদের চাপে রাখতে, যা কাজ করেছে।’ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে সকালের সেশনে করবিন বশের সঙ্গে নিজের পার্টনারশিপের কথা তুলে ধরলেন।

বাভুমার দাবি, ‘আজ শুরুর দিকে উইকেট ঠিকঠাকই ছিল। মারাত্মক কিছু মনে হয়নি। নিজেদের দক্ষতার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। বসের সঙ্গে আমার জুটিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন অধিনায়কের সাফল্য নির্ভর দলের ওপর। কৃতিত্ব তাই পুরো দলের প্রাপ্য। ব্যাটার হিসেবে আমি স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। বিশ্বাস রেখেছিলাম টেকAনিকে। যথাসম্ভব বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছি।’

> কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।
>
> **টেম্বা বাভুমা**

ভারতের মাটিতে বাভুমার অতীত রেকর্ড মোটেই আশাপ্রদ নয়। মরিয়া ছিলেন এই সফরে যা শুধরে নিতে। বলেছেন, ‘ভারতে আমার রেকর্ড ভালো নয়। কিন্তু সাফল্যের খিদে, বিশ্বাস নিয়ে পা রেখেছি। আগে ভারতে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচ, পরিস্থিতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। সেই মতো টেকনিকে হালকা পরিবর্তনও করেছি, যা কাজে লেগেছে।’

কাগিসো রাবাদাকে ছাড়াই ভারত-বধ। দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া। বাভুমার মতে, দলের অন্যতম লিডার রাবাদা। ইডেন গার্ডেন্সে কাগিসো রাবাদাকে না পাওয়া ধাক্কা। বাকিরা কিন্তু অভাব ঢেকে দিয়েছে। স্পিনার, পেসার, উভয়ের জন্য পিচে রসদ ছিল। বোলাররা যা হাতছাড়া করেননি। ম্যাচের নায়ক ‘কোলপ্যাক’ চুক্তির কারণে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা সাইমন হার্মারকে নিয়ে অজানা কথা সামনে আনলেন। বাভুমা বলেছেন, ‘কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।’

সুফল হাতেহাতে। পাকিস্তান সিরিজ ১-১ করার পর, ভারত সফরেও টেস্ট সিরিজে না হারার নিশ্চয়তা ইডেন-জয়ে। যে ম্যাচে আট উইকেট নিয়ে নায়ক স্বয়ং হার্মার। যার সুবাদে ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতম স্পিনারের নজির। এক দশক আগে ২০১৫ সালের সফরে জোড়া ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন। ইডেনে আট শিকারে পূর্বসূরি পল অ্যাডামস ও ইমরান তাহিরকে (দুইজনেই ১৪টি করে) পিছনে ফেললেন হার্মার (১৭টি)।

হার্মার যদিও পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। বলে দিলেন, ‘আমি পরিসংখ্যানে বিশ্বাসী নই। দলগত সাফল্যই শেষ কথা। সিরিজে এখনও একটা ম্যাচ বাকি। উপভোগ করতে চাই। বিশ্বাস ছিল, একটা পার্টনারশিপ হলে ম্যাচে ফিরব। বোলিংয়ে দরকার ছিল ঠিকঠাক জায়গায় বলটা রাখা। উইকেটে টার্ন ছিল। মিলিতভাবে আমরা যা কাজে লাগিয়েছি। জিতে সিরিজ শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে।’

ভারতকে তুর্কি নাচন নাচিয়ে সাইমন হার্মার।

লজ্জার পরিসংখ্যান

১২৪ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের চতুর্থ ইনিংসের টার্গেট। যা তুলতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। এটা রানতাড়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর, যা ভারত তুলতে ব্যর্থ হল।

২০১০ প্রোটিয়ারা ২০১০ সালের পর ভারতে টেস্ট ম্যাচ জিতল। মাঝের ১৫ বছরে সাতটি ম্যাচ হেরেছিল তারা। একটি টেস্ট ড্র হয়।

৩২-২ ঘরের মাঠে টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ২০০-র কম রান তাড়া করতে নেমে ভারতের এটি দ্বিতীয় হার।

৯৩ ইডেন টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের স্কোর। যা টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার চতুর্থ সর্বনিম্ন রান। আগেরটি এসেছিল গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে।

নিজেদের পাতা ফাঁদে ডুবল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৯ ও ১৫৩
ভারত-১৮৯ ও ৯৩
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০ রানে জয়ী)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের তৈরি গর্তেই চাপা পড়ল ভারতীয় দল।

কলকাতায় পা রেখেই পিচের চরিত্র বদলাতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন গৌতম গম্ভীর। ম্যাচের প্রথম ওভারেই অসমান বাউন্সে প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকেই। আশঙ্কাই সত্যি। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে তিনদিনেই ম্যাচের যবনিকা পতন। টার্নিং পিচ বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-বধের বদলে গম্ভীর ব্রিগেডই বেলাইন।

লজ্জার ব্যাটিং, পিচ-ধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া। ১২৪-এর লক্ষ্যে ৯৩ রানে শেষ। ৩৫তম ওভারের শেষ বলে মহম্মদ সিরাজকে আউট করে বিজয় দৌড় কেশব মহারাজের। হেডকোচ সুকরি কনরাডের কোলে টেম্বা বাভুমা। কিছুটা দূরে শূন্য দৃষ্টি গম্ভীরের। হারের উত্তর, কারণ হয়তো হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সবকিছু ছাপিয়ে গতবছর নিউজিল্যান্ড সিরিজের আতঙ্ক উঁকি মারা।

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি বধের ছক বুমেরাং হয়েছিল। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় মুখ পুড়েছিল। সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মুম্বইয়ে ১৪৭-এর লক্ষ্যে কিউয়ি স্পিনে ১২১-এ গুটিয়ে যায় গম্ভীরের দল। রবিবাসরীয় ইডেনে সেই লজ্জার স্মৃতি ফিরল সাইমন হার্মারদের ঘূর্ণিতে। লো-স্কোরিং ম্যাচের উত্তেজক দ্বৈরথে ৩০ রানে জিতে সিরিজ না-হারা নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত সেখানে ২২ নভেম্বর শুরু গুয়াহাটি টেস্টে নামবে সিরিজের হার বাঁচাতে।

দায় এড়াতে পারবেন না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কাঠগড়ায় খোদ হেডকোচ। গম্ভীর সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য দাবি করলেন, মোটেই ‘আনপ্লেয়বল’ পিচ ছিল না। অনভিজ্ঞ দল চাপ নিতে পারেনি। বাস্তব যাইহোক, গম্ভীর জমানায় এক বছরে ঘরের মাঠে আজ চতুর্থ হার, যেখানে আগের দশ বছরে হেরেছিল চারটিতে। ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকাও!

পিচ-অভিযোগ নস্যাৎ করতে তুলে ধরলেন বাভুমার ব্যাটিংকে, যা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা যখন শুরু করে, লিড ৬৩। হাতে শেষ তিন উইকেট। একশোর মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচ জয়ে বুঁদ ভারতীয় দল, সমর্থকরা। কিন্তু সকালের সেশনে করবিন বসকে (২৫) নিয়ে ৪৪ রানের জুটিতে যে আশায় জল ঢালেন বাভুমা। বাইশ গজে যে ছোটখাট চেহারার ‘দীর্ঘ’ ছায়ায় ঢাকা পড়ল গম্ভীরের দল।

> **টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ১১টি ম্যাচে টেম্বা বাভুমার জয়ের সংখ্যা ১০। ড্র একটি। কোনও ম্যাচ হারার আগে বাভুমার ১০টি জয় টেস্ট অধিনায়কদের মধ্যে মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।**

ইডেনের ‘অদ্ভুতেড়ে’ পিচে বাকি ব্যাটারদের ক্রিজে টিকে থাকতে হিমশিম হাল, সেখানে বুমরাহ- কুলদীপরা নড়াতে পারেনি বাভুমাকে! বেশিরভাগ বল খেললেন ব্যাটের মাঝ দিয়ে, মাথা নীচু করে বলের লাইনে গিয়ে। শেষপর্যন্ত ভারতের সামনে ১২৪ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিয়ে প্রোটিয়া ইনিংসে যখন ইতি পড়ে ১৩৬ বলে বাভুমা অপরাজিত ৫৫।

রানের নিরিখে সহজ টার্গেট। পিচ, পরিস্থিতির সমীকরণে যদিও চিন্তার জায়গা প্রচুর। পিচের সঙ্গে টিম কম্বিনেশনও ঘেঁটে দেওয়া। মাত্র তিনজন জেনুইন ব্যাটার! চার-চারজন স্পিনার! টসের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছিল। শিরে সংক্রান্তি শুভমান গিলের চোট। ইডেনে যখন ভারতীয় ব্যাটিং কার্যত কোমায়, তখন হাসপাতালে ভরতি অধিনায়ক। কারও মতে, ঘাড়েরই তো ব্যথা। না খেললেও উচিত ছিল ইডেনে থেকে দলকে উৎসাহ জোগানো।

বাকিরাও ব্যর্থ মানসিক চাপ নিতে। ব্যর্থ বাভুমার থেকে শিক্ষা নিতে। ইনিংসের চতুর্থ বলেই যশস্বী জয়সওয়ালের (০) আউট দিয়ে হারাকিরির শুরু। জানসেনকে খোঁচা মেরে উইকেট উপহার। পরের ওভারে লোকেশ রাহুলকেও (১) সাজঘরের রাস্তা দেখান। বাড়তি বাউন্সে টলে যায় লোকেশের রক্ষণ।

কেশব মহারাজকে (২/৩৭) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন ম্যাচের সেরা সাইমন হার্মার (৪/২১)। নিখুঁত লাইনলেংথ এবং উইকেট থেকে পাওয়া টার্ন, বাউন্সকে কাজে লাগিয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। শনিবার ইডেন ছাড়ার আগে বলেছিলেন, একশো প্লাস হলেও লড়াই হবে। নিজের কথার মর্যাদা রাখলেন।

লাঞ্চের পর খেল শুরু হার্মারের। একেএকে বন্দি ধ্রুব জুরেল (১৩), ঋষভ পন্থ (১)। শুভমানের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব। যদিও চাপ সামলানোর বদলে জঘন্য ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেন ঋষভ। ৩৮/৪ থেকে অবশ্য লড়াই বলতে সুন্দর-জাদেজার যুগলবন্দি। যা পারদ চড়াচ্ছিল চল্লিশ হাজার দর্শকের গ্যালারিকে।

কিন্তু ফের হার্মারের স্পিন-ধাঁধায় স্বপ্নভঙ্গ দুইজনকে ঘিরে। প্রথমে জাদেজা (১৮), তারপর সুন্দরের (৩১) লড়াকু ইনিংসে ইতি টানেন। শেষদিকে অক্ষর প্যাটেল ঝড় তুলে রংবদলের চেষ্টা চালালেও সফল হননি। শেষপর্যন্ত ৯৩-তে গুটিয়ে গিয়ে একরাশ লজ্জা নিয়ে ফেরা। ইডেনকে চুপ করিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের বিজয়োৎসব।

১৫ বছর পর ভারতে টেস্ট জয়। উচ্ছ্বসিত কেশব মহারাজ, টনি ডি জর্জিরা।

সামি-সুরজে ছুটছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মহম্মদ সামির (৬২/২) নয়া দৌড়। সঙ্গে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (২০/৩) স্কিল।

সামি-সুরজে ভর করে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির পাঁচ নম্বর ম্যাচে ভালো শুরু বাংলার। সামি-সুরজের সঙ্গে মহম্মদ কাইফও (৩০/২) বল হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন আজ। নিট ফল, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সবুজ উইকেটে টসে জিতে অসমকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে তাদের উপর ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে বাংলা। মন্দ আলোর কারণে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে যখন আম্পায়াররা ম্যাচ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন, অসমের স্কোর তখন ১৯৪/৮। দিনের শেষে উইকেটে রয়েছেন অসম অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকার (অপরাজিত ৪৮) ও মোক্তার হোসেন (অপরাজিত ৮)।

সবুজ পিচে সকালের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে চার পেস বোলারে প্রথম একাদশ গড়া বাংলার শুরুটা দারুণ হয়েছিল। বল হাতে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন সুরজ। পরে সামিও বল হাতে জ্বলে ওঠেন। শুরুতে উইকেট না পেলেও মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর সামিকে পরিচিত ছন্দে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে আজ। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘সামি দুর্দান্ত বোলিং করেছে আজ। একা সামির কথা বললে ভুল হবে, আমাদের সব বোলারই ভালো করেছে।’ স্কোরবোর্ড অবশ্য বলছে, অসমের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘরের মাঠে সবুজ উইকেটে চার পেসার নিয়ে খেলার পরও প্রথম দিনে অলআউট করা যায়নি। যার নেপথ্য কারণ হিসেবে সামনে আসছে, অসমের ব্যাটারদের বেশ কয়েকটি খোঁচা উইকেটকিপার অথবা স্লিপের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, অসমের রানটা আরও একটু কম থাকা উচিত ছিল। লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘ওদের ২৫-৩০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছি আমরা। আসলে অসম ব্যাটারদের বেশ কিছু খোঁচা উইকেটকিপারের হাতে না গিয়ে বাউন্ডারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বলব, কাল ওদের দ্রুত অল আউট করে আমাদের বড় রান করতে হবে।’

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অসম ১৯৪/৮
(৭৭ ওভারে, প্রথম দিনের শেষে)
প্রদুন্য সইকিয়া ৩৮
স্বরূপম পুরকায়স্থ ৬২
সুমিত ঘাদিগাঁওকার অপরাজিত ৪৮

বাংলা
মহম্মদ সামি ৬২/২
সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ২০/৩
মহম্মদ কাইফ ৩০/২

সৌজন্য।। টেস্ট জয়ের টেম্বা বাভুমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই : গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পিচ তুমি কার? ব্যাটারদের? নাকি বোলারদের? নাকি শুধুই স্পিনারদের?

এমন প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া যাবে না ক্রিকেটমহলে।

আড়াই দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের পর প্রশ্নটা উঠছে। প্রবলভাবেই উঠছে। ছয় বছর পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে বসেছিল টেস্টের আসর। নিয়মিতভাবে গ্যালারির বড় অংশে ক্রিকেটপ্রেমীদের হাজিরা রাজকীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পাশে সিরিজে পিছিয়ে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে পিচ নিয়ে বিতর্ক আরও জোরদার হল। রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলেদের মতো কিংবদন্তিরাও ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে হতাশ সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মতোই।

ব্যতিক্রম একজনই। তিনি ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই তিনি ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে টার্নার পিচের আবদার করেছিলেন। গত মঙ্গলবার থেকে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরু থেকেও ভারতীয় দলে আলোচনা ও নজরে শুধুই বাইশ গজ। টিম ইন্ডিয়া যেমন পিচ চেয়েছিল, তেমনই তৈরি করে দিয়েছিলেন কিউরেটারও। অথচ, পছন্দের পিচ পাওয়ার পরও ম্যাচ হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। কোচ গম্ভীর অবশ্য এমন হারের জন্য পিচকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। বরং আগামীদিনেও ভারতের মাটিতে তিনি এমন পিচ চাইবেন, ইডেন টেস্টে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন কথাই ঘোষণা করেছেন গুরু গম্ভীর।

উইকেটে কোনও জুজু ছিল না। পিচ বিপজ্জনকও ছিল না। এমন পিচ নিয়ে ভারতীয় দলের কোচ বলছেন, ‘ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর), অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।’

> ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর), অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

ইডেনের উইকেটকে ঘূর্ণি বলে মানতেও রাজি নন ভারতীয় দলের কোচ। গম্ভীরের কথায়, ‘স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা ইডেনের পিচে বেশি উইকেট পেয়েছে। এমন পিচে ব্যাটারদের টেকনিক, মানসিক শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রয়োজন হয় ভালো রক্ষণের। এই কাজটা আমরা সফলভাবে করতে পারিনি।’ ইডেন পিচ বিতর্কে কাঠগড়ায় ইডেনের কিউরেটারও। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরের গলায় কিউরেটারের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে। গম্ভীরের কথায়, ‘আমরা যেমন পিচ চেয়েছিলাম, তেমনই পেয়েছি। কিউরেটারও অত্যন্ত সাহায্য করেছেন। ১২৪ রান অবশ্যই তাড়া করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। স্পষ্ট বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।’

সোমবার বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। মঙ্গলবার সকালে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন করার কথা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারের ময়নাতদন্ত চলছে প্রবলভাবে। সেই ময়নাতদন্তে ভিলেন ইডেনের পিচ। গম্ভীর সেই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা টেস্টটা জিতলে পিচ নিয়ে এত কথা হত বলে মনে হয় না। আবারও বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।’ একটা সময় ছিল, যখন ভারতের মূল শক্তি ছিল স্পিন। ঘরের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা ঘূর্ণির বিরুদ্ধে ব্যাটিং করতে জানতেন। সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের স্পিন খেলার টেকনিকও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর অতীতের সঙ্গে কোনও তুলনায় না গিয়ে বলেছেন, ‘অতীতের প্রজন্মের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। আমাদের দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। সময়ের সঙ্গে ওদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, টেস্টের আঙিনায় সফল হতে হলে মানসিক দৃঢ়তার খুব প্রয়োজন। এই জায়গায় আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’

সেই উন্নতি হওয়ার আগে লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আর কত কলঙ্ক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেটাই দেখার।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল গিলকে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঘাড়ের ব্যথা অনেকটা কমেছে। রাতের দিকে ভালো ঘুমও হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রাতরাশও করেছেন। দিনের একটা বড় সময় টিভির দিকে তাঁর নজর ছিল।

সবমিলিয়ে দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। রবিবার সন্ধ্যাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ভারত অধিনায়ক। গতকাল সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। মাঠে হাজির হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ করেছিলেন। সেই সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হওয়ার পর ব্যাট করতেও নেমেছিলেন গিল। সাইমন হার্মারের বলে সুইপ শট খেলার পর ফের ঘাড়ে সমস্যা শুরু হয় তাঁর। পরে আর মাঠে দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শুভমানকে ভারতীয় সাজঘর থেকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে।

তখনই বোঝা গিয়েছিল গিলকে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে আর পাওয়া যাবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। আজ সকালে তিন নম্বর দিনের খেলা শুরুর সময়ই ভারতীয় দলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, শুভমান ইডেন টেস্টে ফিরছেন না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই টিভির দিকে নজর ছিল গিলের। জানা গিয়েছে, সতীর্থদের ব্যাটিং তাঁকে হতাশ করেছে। উডল্যান্ডস হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সময়ের সঙ্গে যখনই উইকেট পতন হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার, তখনই হতাশার আঁধারে ডুবে গিয়েছেন শুভমান। দুপুরের দিকে সিরাজের উইকেট পতনের মাধ্যমে যখন টিম ইন্ডিয়ার ৩০ রানে হার ও সিরিজে পিছিয়ে পড়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তারপরই হাসপাতালের কেবিনের টিভি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্টে হারের পর ভারত অধিনায়ক যখন হতাশায় ডুবে, তখনই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গিলের কেবিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় চিকিৎসকদের কাছে ভারত অধিনায়কের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়েও জানতে চান মহারাজ।

দেখতে যান সৌরভ

ঘাড়ের কাহিল অবস্থার পাশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা। এমন অবস্থার পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে কি গিল ফিরতে পারবেন দলে? গতকালের পর আজও হাসপাতালের আইসিইউ বিশেষ কেবিনে ভর্তি থাকা ভারত অধিনায়ককে নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গুয়াহাটি টেস্টে প্রবলভাবে অনিশ্চিত অধিনায়ক গিল। যদিও দলের তরফে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে দ্রুত তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তারপরও রয়েছে সংশয়।

শুভমান ঠিক কবে ফিট হতে পারবেন, সময় বলবে। হয়তো আগামীকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে। কিন্তু তারপরও গুয়াহাটি টেস্টে শুভমানের খেলার সম্ভাবনা বেশ কম।

গোতির সঙ্গে একমত নন কুম্বলেরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : স্পিনের জাল বিছিয়ে বিপক্ষকে বন্দি করো- গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের এই স্ট্র্যাটেজি ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে কাজে আসেনি। উলটে নিজেদের পাতা ফাঁদে তলিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৩০ রানে লজ্জাজনক হার হজম করেছে টিম ইন্ডিয়া। হারের পর ঋষভ পন্থদের হেডস্যর গম্ভীর জানিয়েছেন, পিচে কোনও জুজু ছিল না। ব্যাটাররাই নিজেদের প্রয়োগ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও এই ধরনের ঘূর্ণি পিচে খেলতে চান। যদিও পিচ নিয়ে গম্ভীরের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না অনিল কুম্বলে, চেতেশ্বর পূজারারা।

ভারতের হারে হতাশ কুম্বলে বলেছেন, ‘আমি অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে ইডেনে খেলতে এসেছি। কিন্তু ইডেনে এরকম পিচ আগে কখনও দেখিনি। ইডেনের পিচ নিয়ে গোতির (গম্ভীরের ডাকনাম) বিশ্লেষণ শুনলাম। ও বলছে, আগামীদিনেও এরকম পিচেই খেলতে চায়। গম্ভীরের ব্যাখ্যা আমার কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। ভারতীয় দল ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তরুণ ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস পাওয়ার জন্য বড় রান দরকার। সেখানে গম্ভীরের ব্যাখ্যা বোধগম্য হচ্ছে না।’

একই সুরে টিম ইন্ডিয়ার আরেক প্রাক্তনী পূজারা বলেছেন, ‘গোতিভাইয়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এখানে ব্যাটিং একেবারেই সহজ ছিল না। এই ধরনের পিচে ব্যাটারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই রকম ঘূর্ণি পিচে খেলার জন্য আলাদা প্রস্তুতি দরকার। আমার মনে হয় না, ভারতীয় দল পুরোপুরি তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছিল।’

ছুটি বাতিল করে মঙ্গলবার অনুশীলন টিম ইন্ডিয়ার

সাজঘরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গুরু গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। শরীরী ভাষায় অদ্ভুত শূন্যতা। মুখচোখে বিস্ময়ের ঘোর!

এ যেন এক অন্য ভারতীয় দল। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে হারের ঘণ্টাখানেক পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা যখন টিম বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল শ্মশান ফেরত শবযাত্রী। মাথা নীচু মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের। ঋষভ পন্থের মুখে সবসময় থাকে হাসি। সেই হাসিও আজ উধাও। জসপ্রীত বুমরাহকে দেখে মনে হল, যেন সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে। সাজঘর থেকে বেরিয়ে বিধ্বস্ত শরীরটাকে নিয়ে টিম বাসের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন।

> ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

অথচ, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। পছন্দের টার্নার পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। বুমরাহর পাঁচে শুরুটাও দারুণ হয়েছিল। কিন্তু তারপরই সব ‘উলটে দেখুন পালটে গিয়েছে হয়ে গেল’। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীরও তাঁর দলের ব্যাটারদের মানসিকতা, স্কিল, টেকনিক নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। যে পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আজ দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই পিচেই লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ করলেন তাঁরা স্পিন-পেস কোনওটাই ভালোভাবে খেলতে জানেন না। দুপুর ২.১১ মিনিটে কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে সিরাজের খোঁচা স্লিপে আইডেন মার্করামের হাতে তালুবন্দি হওয়ার পরই উৎসব শুরু হয়েছিল প্রোটিয়াদের।

ইডেন টেস্ট জয়ের পর বাভুমারা যখন সাজঘরে নিজস্ব স্টাইলে সেলিব্রেশন করছিলেন। ঠিক পাশের সাজঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর দলের পারফরমেন্স নিয়ে ক্রিকেটারদের উপর কোচ গম্ভীর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বলে খবর। ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতা, টেম্পারামেন্ট, স্কিল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। কঠিন পিচে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমার ব্যাটিংয়ের উদাহরণও গম্ভীর তুলে ধরেছেন ভারতীয় সাজঘরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে পিছিয়ে পড়ার পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনাও বাতিল করেছেন কোচ গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, মঙ্গলবার সকালে ইডেনে গুয়াহাটি টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর ডাক দিয়েছেন গুরু গম্ভীর।

আউট হওয়ার পরই ম্যাচের ভাগ্য বুঝে যান জাদেজা।

‘পিচেরই ফাঁদ পাতা ভুবনে।’

খেলা শুরুর আগে থেকেই চর্চায় ছিল ইডেনের বাইশ গজ। সেই বাইশ গজে আড়াই দিনে খেলা শেষ। চাহিদামতো পিচ পাওয়ার পরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের সমস্যাটা কী হল? বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে গেলেন, ‘ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।’

হায়রে গম্ভীরের ভারত।

’৯০-এর জার্মানি দলে সুযোগ দিতেন মেসিকে

আমাদের খেলায় গতি কম ছিল : ম্যাথাউস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পাঁচতারা হোটেলের ছোট্ট ঘরে ঢুকেই তিনি নিজেই এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে পরিচিতি হলেন। শুধু তাই নয়, কথা বলার সময়েও দেখা গেল বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলতেই পছন্দ করেন ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপজয়ী। বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজকদের সৌজন্যে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল লোথার ম্যাথাউসের সঙ্গে। তিনিও সকাল থেকে প্রচুর ছোটাছুটির পরও নিজেকে মেলে ধরতে দ্বিধা করলেন না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেই নাকি আপনাকে দিয়েগো মারাদোনার নামটা শুনতে হয়?

ম্যাথাউস : একদম ঠিক বলেছেন। আসলে আমাদের সময়ে মারাদোনা ছিল বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলার। তাঁকে নিয়ে কথা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আমার ঠিক পরে (মুখে মজার হাসি নিয়ে চোখ টেপেন)। তাই আমাদের মধ্যে মাঠে শত্রুতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ক্লাব ও দেশের হয়ে খেলার সময়ে ছেড়ে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমাদের এই শত্রুতা মাঠের মধ্যেকার। ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। বলতে পারেন, মাঠের বাইরে আমরা ছিলাম ফুটবল-বন্ধু। যেমন ধরুন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আর লিওনেল মেসি, দুজনে হয়তো একে অপরের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে যায় না। মাঠে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ঝামেলা আছে। কিন্তু ওরা ফুটবল-বন্ধু। অর্থাৎ একে অপরকে সম্মান করে। আমার এবং মারাদোনার মধ্যেও সেটাই ছিল। ও আমাকে বড় ফুটবলার তৈরি হতে সাহায্য করেছে, আমি ওকে।

প্রশ্ন : আপনি যাঁদের কথা বললেন সেই রোনাল্ডো ও মেসির মধ্যে কে সেরা সেটা নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে বিতর্ক। এঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে? আপনার মতে, ৯০-এর জার্মানি দলে এঁদের মধ্যে কে সুযোগ পেতে পারতেন?

ম্যাথাউস : দুজনেই দুর্দান্ত। আমি মেসির ভক্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুজনে দু'ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে। মানে মেসির ভালো খেলার রেশটা লম্বা সময়ের, আর রোনাল্ডোরটা একটু কম সময়ের। আমরা ভাগ্যবান যে এঁদের দুজনকে এক সময়ে পেয়েছি। এবার আপনি বুঝতেই পারছেন, আমাদের ৯০-এর দলে মেসিকেই নিতে চাইতাম। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি, এখন যখন আমাদের সময়ের খেলা দেখি তখন মনে হয় যেন আমরা স্লো-মোশনে খেলতাম। এখন খেলায় গতি, শক্তি, চকিতে চলে যাওয়া, এগুলো অনেক বেশি ভালো হয়েছে। আমরা অনেক বেশি শ্লথগতিতে খেলতাম, অনেক বেশি জায়গা, সময় নিয়ে খেলেছি। এখন ফুটবলটাই বদলে গেছে। কোনও তুলনা হয় না।

প্রশ্ন : শেষ দুটো বিশ্বকাপেই জার্মানি গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গিয়েছে। এরকম কেন হল? আর টনি ক্রুজের পরিবর্ত কে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ম্যাথাউস : দেখুন রাশিয়া আর কাতারে যা পারফরমেন্স আমাদের, তাতে আমি অত্যন্ত অখুশি। আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ ফুটবলাররা। কিন্তু কী জানেন, এরকম হয়। ইতালিকে দেখুন। আমরা যা করেছি সেটুকু করতে পারলেই ওরা খুশি হত। কারণ ওরা বিশ্বকাপে খেলারই সুযোগ পায়নি। তার মানে এই নয় যে আমি সাফাই গাইছি। সত্যিই আমরা এর থেকে ভালো করতে পারতাম। এর থেকে ভালো খেলার মতো ফুটবলার আমাদের আছে। সারা বিশ্বের সব বড় বড় ক্লাবে দেখুন জার্মানির ফুটবলাররা খেলছে। কিন্তু দল হিসাবে জার্মানিকে ভালো খেলতে হবে। ভালোবেসে, আবেগ নিয়ে দেশের জন্য খেলতে হবে। আর এগুলো উসকে দেওয়া কোচের কাজ।

প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ তারকা হিসাবে কাদের দেখছেন?

ম্যাথাউস : জুডে বেলিংহাম, জামাল মুসিয়ালা, ফিল ফোডেন, আমাদের ফ্লোরিয়ান রিৎজ, যে লিভারপুলে খেলে। আরও হয়তো কিছু নাম আছে, যাঁদের আমি চিনি না। তবে লামিনে ইয়ামাল অবশ্যই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম। আমরা নিশ্চয় আর একটা মেসি, আরও একটা রোনাল্ডো পাব।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ খেলার ক্ষেত্রে এখনকার সঙ্গে আপনাদের খেলার সময়ের পার্থক্য কী?

ম্যাথাউস : এখন ফুটবলারদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। এখন সবার চোখের আড়ালে থাকলেও মানুষ সব জেনে যায়। কিন্তু আমাদের সময়ে এরকম ছিল না। সামাজিক মাধ্যম ছিল না তো! তখন আমরা রেস্তোরাঁ বা কফি শপে গেলেও কেউ আমাদের ছবি তুলে পোস্ট করে দিত না। এখন বাইরের চাপ অনেক বেশি।

প্রশ্ন : জার্মান ফুটবলে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ম্যাথাউস : ব্রাজিলে যেমন পেলে, আমাদের দেশে ফ্রাঞ্জ। আমরা প্রতিদিন ওঁর অভাববোধ করি। উনি শুধু আমাদের কাছে একজন ফুটবলার, সতীর্থ কী কোচ ছিলেন না। উনি আমার কাছে দ্বিতীয় বাবার মতো। আমি ওঁর অধিনায়ক ছিলাম। ট্যাকটিকস আলোচনা করতেন। কী দল খেলানো হবে। ওঁর আস্থা ছিল আমার উপর।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন, আপনি ৯০’-এর বিশ্বকাপে আগে দুই গোল করলেও ফাইনালে কেন পেনাল্টি নিতে যাননি?

ম্যাথাউস : আজ তাহলে গল্পটা বলি। আসলে আমি সেদিন একটা নতুন জুতো পরে নেমেছিলাম। আর একেবারেই স্বচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম না। সেটা আমি আন্দ্রে বেহমেকে বলি। ও সেদিন নিজে এগিয়ে গিয়ে পেনাল্টি নেয় এবং গোল করে।

> এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুইজনে দুই ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুইজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে।
> -লোথার ম্যাথাউস

আইএফএ-র তরফে স্মারক তুলে দেওয়া হল লোথার ম্যাথাউসের হাতে। -ডি মণ্ডল

একদিনে নয়, একদিন সম্ভব

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি প্রসঙ্গে জার্মান কিংবদন্তি

ভক্তদের উদ্দেশে লোথার ম্যাথাউস। ছবি : ডি মণ্ডল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতায় এলেন লোথার ম্যাথাউস। দিনভর ব্যস্ত রইলেন বিভিন্ন কর্মসূচিতে।

রবিবার কাকভোরে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটাতে নামমাত্র বিশ্রাম। সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত স্কুলে। সেখানে বেশ কয়েকটি স্কুলের নির্বাচিত খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠে ঘণ্টাখানেক সময় কাটান তিনি। এরপর শ-দেড়েক ফুটবল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ম্যাথাউসের মাস্টারক্লাস। পরে খুদে ফুটবলারদের অটোগ্রাফের আবদারও মেটান।

ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা মেজাজে পাওয়া গেল ম্যাথাউসকে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক হতাশজনক পারফরমেন্সে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারতীয় ফুটবল। শুধু বড় লিগ, ফুটবলে সফল দেশ থেকে কোচ আনলেই যে রাতারাতি ফুটবলে উন্নতির জোয়ার আসবে এমন ভ্রান্ত ধারণা কাটানোর পরামর্শ দিলেন ম্যাথাউস। সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়া কেপ ভার্দের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, ‘এক দশক আগে কেপ ভের্দে ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫০-এর নীচে ছিল। আজ তারাই বিশ্বকাপে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এই সাফল্য। ভারতের ক্ষেত্রেও ৩-৪ বছরের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। অগ্রগতির জন্য সরকার, ফেডারেশন, ক্লাব সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।’

বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে ভারতে এসেছেন লোথার। সেই লিগ নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী জার্মান কিংবদন্তি। একইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, ‘একটা শক্তিশালী লিগ অবশ্যই ফুটবলের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারে। তবে ফুটবলের উন্নতির জন্য পরিকল্পনামাফিক বয়সভিত্তিক কাঠামোও তৈরি করতে হবে ভারতে।’ ফুটবলে উন্নতির স্বার্থে লিগে অবনমনের পক্ষেই সওয়াল করলেন তিনি। ম্যাথাউস বলেছেন, ‘অবনমন যে কোনও প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও মান দুটিই বাড়াতে সাহায্য করে। আমেরিকার মেজর লিগ সকারে অবনমন নেই একথা ঠিক। তবে ওখানে প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো অনেক শক্তিশালী।’

এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় নবনির্মিত যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বেটন কাপ ফাইনালেও হাজির ছিলেন জার্মান কিংবদন্তি। সোমবার সকালেই দেশে ফিরছেন তিনি।

বাংলাদেশে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাংলাদেশে খালিদ জামিলের দল।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের পাঁচ নম্বর ম্যাচ খেলতে শনিবারই দল নিয়ে ঢাকা পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় দল। রবিবার সকালে হোটেলেই একটা সেশনের পর বিকেলে মাঠে নেমে অনুশীলনও করালেন জাতীয় দলের হেড কোচ। যদিও ম্যাচটা নিয়মরক্ষার কিন্তু তাতে দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতায় কোনওরকম পরিবর্তন আসেনি বলে মনে করেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু, ‘ম্যাচটা খেলার সময়ে একইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আমাদের দুই দেশের কাছেই সবসময় এটা বড় ম্যাচ।’ বাংলাদেশের বিপক্ষে অতীতে তিন ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই গুরপ্রীত বলেছেন, ‘এখানকার দর্শকও একইরকম মনোভাব নিয়ে মাঠে আসবেন কারণ ম্যাচটা ভারতের বিরুদ্ধে। তাই মাঠ ও মাঠের বাইরে শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা নিয়েই নামতে হবে। হয়তো খেলাটা উচ্চমানের নাও হতে পারে। দল হিসাবে আমাদের সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি থাকতে হবে।’ গত মার্চে নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করা থেকেই সম্ভবত ভারতীয় দলের যাবতীয় সমস্যার শুরু। যার ফলস্বরূপ এখনও একটাও ম্যাচ জিততে পারেননি সন্দেশ ঝিংগানরা। সেই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করা ডিফেন্ডার সেসব মনে না রেখে মাঠে নামতে চান। তাঁর বক্তব্য, ‘নিজেদের সেরাটা দিতে হবে, এটা মাথায় রেখেই আমরা মাঠে নামব।’ তিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে আগে এখানে খেলে গিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ‘এখানকার মানুষ ফুটবল পছন্দ করেন। এবং সাংঘাতিক আবেগ নিয়ে নিজেদের দলকে সমর্থন জানান।’ ২০১৭ সালের এএফসি কাপে বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে ঢাকায় খেলতে এসে ঢাকা আবাহনীর কাছে হেরে ফিরতে হয় গুরপ্রীত ও সন্দেশকে। তাই দেশের এক নম্বর গোলকিপারও বলছিলেন, ‘আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখানে খেলাটা মোটেই সহজ নয়। প্রতিবেশী বলেই হয়তো আমাদের বিপক্ষে জেতার বাড়তি তাগিদ থাকে বাংলাদেশের কাছে।’

বাংলাদেশে এইমুহূর্তে রাজনৈতিক সমস্যা চলছে। তাই শনিবার ভারতীয় দল ওখানে পৌঁছানোর পর থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছেন সন্দেশরা। হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকেই তাঁদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিকেলে ট্রেনিংয়ের সময়েও ছিল পুলিশিবাহিনী। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে হোটেলেই থাকতে হচ্ছে ফুটবলারদের। সন্দেশ বলেছেন, ‘বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ ওদের আতিথেয়তার জন্য। তাছাড়া এখানে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, সেটা আমাদের আসার আগেই বলে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় অথরিটির উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা এখানে খেলতে এসেছি। তাই শুধু নিজেদের খেলা নিয়েই ভাবছি। আমাদের কোনও অসুবিধা বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নেই।’ মঙ্গলবার ঢাকা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে খবর।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলকাতা লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে লোথার ম্যাথাউস। -ডি মণ্ডল

লোথারকে দেখে আবেগে ভাসলেন জেসিনরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : রবিবার জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউসের আগমনে আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জৌলুস আরও বেড়ে গেল।

এদিন জার্মান কিংবদন্তির হাত থেকে পুরস্কার নিল গতবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ১৯৯০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে সামনে থেকে আবেগে ভাসছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। লোথার নিজেও প্রতিটি ফুটবলারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন।

জার্মান কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলে ঘোরের মধ্যে রয়েছেন গতবার লিগের সর্বাধিক গোলস্কোরার জেসিন টিকে। তিনি বলেছেন, ‘ম্যাথাউসের সঙ্গে কথা বলতে পারাটা আমার সৌভাগ্য। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোন পা শক্তিশালী। কোন পায়ে বেশি গোল করেছি।’ জেসিনের মতো একই অবস্থা বাকিদের। মিডিও তন্ময় দাস বলেছেন, ‘আমাকে একঝলক দেখেই লোথার জিজ্ঞেস করেন, আমি মিডফিল্ডে খেলি কি না। পরে আবার বলেছেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি কড়া ট্যাকেল করো।’

এদিন আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২০২৪-’২৫ মরশুমের প্রতিটি ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দল, জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দল ও মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আজ যুব লিগের ডার্বি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সোমবার অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দুই দলের কাছেই এটা প্রথম ম্যাচ। বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, ‘ছেলেরা ডার্বির গুরুত্ব জানে। কোনও বাড়তি চাপ অনুভব করছি না।’ ম্যাচটি সকাল সাড়ে দশটায় মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

জমকালো বেটন কাপ ফাইনাল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নাচ, গান, লেজার শোয়ে জমজমাট বেটন কাপ ফাইনাল। রবিবার যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে ফাইনালের মঞ্চেই যুব বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে, হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু, মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও বাংলা হকির অন্যতম মুখ গুরবক্স সিং। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় ফাইনাল ম্যাচ। ম্যাচের মাঝেই মাঠে প্রবেশ করেন দিকপাল জার্মান ফুটবলার লোথার ম্যাথাউস। এদিকে ফাইনালে এয়ারফোর্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১২৬তম বেটন কাপ চ্যাম্পিয়ন হল আর্মি রেড। ম্যাথাউস পুরস্কার তুলে দেন চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে।

জয়ী জেনকিন্স

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রীতি ম্যাচে জেনকিন্স স্কুল অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন ১১ রানে সদর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। প্রথমে সদর গর্ভনমেন্ট ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৬ রান তোলে। অরূপ কুণ্ডু ৩৩ রান করেন। জবাবে জেনকিন্স ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৫ রানে আটকে যায়। রানা রায় ১০ রানে নেন ৬ উইকেট।

জেতালেন ঝর্ণা

জামালদহ, ১৬ নভেম্বর : মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ প্রীতি ফুটবলে রবিবার জয়ী মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া ১-০ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। জামালদহ তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা মাথাভাঙ্গার ঝর্ণা অধিকারী।

এএফসি-তে আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সোমবার মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ইরানের ক্লাব বাম খাতন এফসি। ইরানিয়ান এই ক্লাবটি ঘরোয়া লিগে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাছাড়া গতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটেও উঠেছিল বাম খাতন। ফলে লড়াইটা বেশ কঠিন হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দাল্লা পার্বতীডাঙ্গা ধীবর সমবায় সমিতি লিমিটেড (সাং - নং বাহারা, পোস্ট - আগ্রা হরিশচন্দ্রপুর, থানা - হবিবপুর, জেলা - মালদা পিন - ৭৩২১২২) এর কমিটির সদস্য নির্বাচন আগামী ১১/১২/২৫ তারিখে সমবায় সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। এই সংক্রান্ত খসড়া ভোটার লিস্ট ১৮/১১/২৫ তারিখে প্রকাশ করা হইবে এবং আগামী ১৯/১১/২৫ থেকে ২১/১১/২৫ পর্যন্ত সমবায় -এর অফিসে, হবিবপুর ব্লক অফিস সহ মৎস্য অধিকর্তা মালদা অফিসে এবং সিএফসিএস, মালদা এর কার্যালয়ে টাঙানো থাকবে এবং খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সংশোধন ও আপত্তির আবেদন গ্রহণ করা হবে। খসড়া ভোটের তালিকা সংক্রান্ত শুনানি ২২/১১/২৫ তারিখে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৪/১১/২৫ তারিখে বেলা ৩টায় প্রকাশ করা হবে। সমিতির নির্বাচন এবং BOD নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদির জন্য সমিতির অফিস অথবা হবিবপুর ব্লক অফিসে (FEO) সঙ্গে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

Sd/-
ARO
দাল্লা পার্বতীডাঙ্গা ধীবর সমবায় সমিতি লিমিটেড

Late Rangalal Baul
1910-1997 (17th. November)
Heart rending memory that cannot be covered by anything on this earth.
- Sujata Baul (Daughter)

ম্যাচের সেরা হয়ে সায়নী বসাক। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জিতল মহিলা দল

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার সংস্থার মহিলা ক্রিকেট দল ৪৩ রানে গ্রিনভিউ লিটল চ্যাম্পসকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মহিলা দল টসে জিতে ৩৯.২ ওভারে ১২৯ রান তোলে। সায়নী বসাক ও তনুজা সরকার ৩২ রান করেন। আবির রায় ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মৃণ্ময় সরকারও (১৬/৩)। জবাবে গ্রিনভিউ ৩০ ওভারে ৮৬ রানে গুটিয়ে যায়। রীত সাহা ১৮ ও সৌরভ দাস ১২ রান করেন। অহনা মণ্ডল ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা সায়নীও (১৪/২)।

দঃ দিনাজপুরের অধিনায়ক তনুজা

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : সিএবি-র মহিলাদের আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর দল সোমবার শিলিগুড়ি রওনা হবে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বিরুদ্ধে ম্যাচ তাদের। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঘোষিত দলের অধিনায়ক তনুজা সরকার। দলের বাকিরা হলেন সাহানি দাস, শুভশ্রী বর্মন, রুস্মিতা দাস, ঐশানির রায়, রূপালী দাস, মধুরিমা ঘোষ, তনুশ্রী দাস, সীমা টুডু, সায়নী বসাক, অহনা মণ্ডল, অঞ্জলি বর্মন, ঋতুশ্রী বসাক, রিতা রায় ও প্রিয়া মহন্ত। কোচ ও ম্যানেজার রানা রায়।

এস্তেভাওয়ের খেলায় মুগ্ধ আন্সেলোত্তি

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারাল ব্রাজিল। সাম্বা ব্রিগেডের কোচ হিসাবে চতুর্থ জয়ের স্বাদ পেলেন কার্লো আন্সেলোত্তি।

লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে প্রথমার্ধে দুই গোল করেন তরুণ প্রতিভা এস্তেভাও ও অভিজ্ঞ ক্যাসেমিরো। ম্যাচের পর এস্তেভাওকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন পালমেইরাসের এই প্রতিভাবান ফুটবলার। এস্তেভাওয়ের সার্বিক খেলায় মুগ্ধ ইতালিয়ান কোচ।

আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘এস্তেভাওয়ের প্রতিভা অবিশ্বাস্য। এত কম বয়সে ওর থেকে এমন পরিণত ফুটবল দেখে আমি বিস্মিত। মাঠে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক তেমনই নির্ভুল ফিনিশিং। সে খুবই প্রভাবশালী ফুটবলার। আমি নিশ্চিত, এস্তেভাওয়ের হাতে ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ নিরাপদ।’

গোলের পর ব্রাজিলের এস্তেভাও।

খেতাব জয়ের পর মালদার আম একাদশ। ছবি : অনুপ মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন আম একাদশ

বুনিয়াদপুর, ১৬ নভেম্বর : পীরতলা দুর্গোৎসব কমিটির দিদি কাপ ফুটসল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল মালদার আম একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে এসডিপিও একাদশকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ফাইনালের সেরা বিশ্বজিৎ পাহান। সেরা গোলরক্ষক মানিক সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন সুভাষ হেমব্রম।

সেরা ঝাড়া

কুমারগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : কুমারগঞ্জের এলেন্দারিতে আপনজন ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ঝাড়া দল। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে সাফানগর দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৪০ হাজার টাকা।

কোয়ার্টারে মুর্শিদাবাদ, উঃ ২৪ পরগনা

গঙ্গারামপুর, ১৬ নভেম্বর : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ স্কুল ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনা। রবিবার প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মুর্শিদাবাদ ৫ রানে পূর্ব মেদিনীপুরকে হারিয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি ক্রিকেট মাঠে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৯ রান তোলে। রিবাউল খান ২৬ রান করে। দিব্যেন্দু দাস ৩ ও অরণ্য সাহু ২১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে পূর্ব মেদিনীপুর ৭ উইকেটে ৬৪ রানে আটকে যায়। বিবেক প্রজাপতি ১৪ রান করে। ম্যাচের সেরা অংশু রাং ১০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে কাজি কৌশিক (১৮/২)।

দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর ২৪ পরগনা ৬ উইকেটে বীরভূমের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বীরভূম ১২ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। রাজদীপ ৭ ও ম্যাচের সেরা জ্যোতি বিশ্বাস ১০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। দেবজ্যোতি ভৌমিক ১৪ রান করে। ইকবাল শেখ ৬ রানে নেয় ২ উইকেট।

মালদা ৯ উইকেটে নদিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে নদিয়া ১১.৪ ওভারে ৫০ রানে সব উইকেট হারায়। সৌভিক সাহা ও মানব রায় নেয় ২ উইকেট। জবাবে মালদা ৭.২ ওভারে ১ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নৈতিক জয়সওয়াল ৩৩ রানে অপরাজিত থাকে।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি ৮ রানে দক্ষিণ কলকাতার বিরুদ্ধে জয় পায়। গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে প্রথমে জলপাইগুড়ি ৮ উইকেটে ৭৭ রান তোলে। অঙ্কুর রায় ২০ রান করে। ২ উইকেট নেয় অনুভব দাস ও শুভঙ্কর রায়। জবাবে দক্ষিণ কলকাতা ৮ উইকেটে ৬৯ রানে আটকে যায়। প্রিয়াংশু সিংহ ১২ রান করে। ম্যাচের সেরা শিবমকুমার সাহা ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে রোহিত রায়বসুনিয়াও (১২/২)।

নদিয়াকে হারানোর পর মালদা অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। ছবি : জয়ন্ত সরকার

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অশোক অড়াওন - কে 12.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60K 86837 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবন বদলে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে কোটিপতি বানানোর সুযোগ দেওয়ায় আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। এমন এক অবিশ্বাস্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছে এবং তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।